বেতার সাংবাদিকতার কলা-কৌশল

মূল

জন হারবার্ট

অনুবাদ

এম. আনিসুর রহমান

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
জুলাই ১৯৫৮

পাণ্ডুলিপি
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইব্রাহিম
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
একাল প্রকাশনী
৪৩, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, হাতিরপুল
ঢাকা

প্রচ্ছদ : আবদুস সোবহান

মার্গারেটকে
ভালবাসাসহ

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে ৩টি দেশের বেতারে কাজ করবার পর আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি বিবিসির একজন কট্টর অনুসারী। আমি মনে করি, এই বইয়ের পাঠকের কাছে এই সত্যটি ফুটে উঠবে। কাজেই আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সাথে ঐ কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানাব, বিশেষ ক'রে তার বহির্দেশীয় সংবাদ কার্যক্রম বিভাগকে। এখানেই আমি এই পেশাকে এবং এর তাৎপর্যকে আয়ত্ত করেছি এবং এই অভিজ্ঞতা ছাড়া এই বই লেখা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব হত না। এই কর্পোরেশন, আমার মতে, বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের ক্ষেত্রে বৃহত্তম সংস্থা। সেখানে কাজ করবার সময় সংবাদ সম্পর্কে যে অনুপ্রেরণা, আদর্শ আর যে দৃষ্টিভঙ্গী আমি অর্জন করেছি তা আমি সব সময় মনে রাখব। সাধারণভাবে প্রচারের ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে বার্তা ও চলতি ঘটনাবলীর প্রতি আমার অনুরক্তির জন্য যিনি মূলত: দায়ী, সেই মারে হিউসনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই বইটিতে যা বিধৃত হয়েছে তার অনেকটাই আমি গোড়ার দিক তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি। নিউজরীল—৭১ থেকে উদ্ধৃতি, ১৯৭৩ এর ২১শে নভেম্বরের ১৩০০ ঘণ্টার রেডিও ফোর বুলেটিন, এসেনশন দ্বীপে পিটার স্টেবিং-এর (Peter Stebbing) সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ, ১৯৭৩-এর ২২শে নভেম্বরের ছ'টা সংবাদ বুলেটিন এবং ৬ষ্ঠ জর্জের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপর ডিম্বলবী (Dimbleby)-র ধারাবিবরণী থেকে উদ্ধৃতিদানের অনুমতি দেয়ার জন্য বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি আরও কৃতজ্ঞ জ্যাক ডি ম্যালিওর কাছে তাঁর 'টু আন্টি উইথ লাভ' থেকে উদ্ধৃতি নেয়ার জন্য। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এ্যান্টনী লরেন্স (Anthony Lawrence) প্রণীত 'ফরেন করেসপণ্ডেন্ট' থেকে উদ্ধৃতি নেয়ার ব্যাপারে জর্জ এ্যালেন এণ্ড আনউইন (George Allen and Unwin) (প্রকাশক) লিমিটেডকে। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই লণ্ডন ব্রডকাস্টিং কোম্পানী লিমিটেডকে (London Broadcasting Co. Ltd.) তাঁদের ১৯৭৩ সালের ২১শে নভেম্বরের ১৩০০ ঘণ্টার সংবাদ বুলেটিনের পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত করার অনুমতি দানের জন্য।

খবর সাংস্কৃতিক শৃংখলার ধারক। মেধাগত দক্ষতা দিয়ে তা নির্বাচন করতে হয় আর এর সংগ্রহের দিকটাকে বলা যায় পেশা।

—এ্যাণ্টনী স্মীথ

(দি শ্যাডো ইন দি কেভ)

উপক্রমণিকা

বিশ্বে প্রতিদিন বেতারে অসংখ্য সংবাদ প্রচারিত হয়ে থাকে। কেবলমাত্র বৃটেনের বিবিসি আভ্যন্তরীণ সার্ভিসই প্রতি সপ্তাহে চারশোরও বেশী সংবাদ বুলেটিন প্রচার ক'রে থাকে। আর এই বুলেটিনগুলো তৈরী করতে প্রায় দশ লক্ষ শব্দ প্রতিদিন ব্রডকাস্টিং হাউজের লণ্ডনস্থ সদর দফতরে এসে পৌঁছে। একই সংখ্যক শব্দাবলী বিবিসি'র বহির্দেশীয় সার্ভিসের পীঠস্থান বুশ হাউজে পৌঁছোয়; আর এর ভিত্তিতে দৈনিক পরিবেশিত হয় প্রায় আড়াইশো অনুষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে সংবাদ বুলেটিন, সংবাদ সংক্ষেপ, সংবাদপ্রবাহ, বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের পর্যালোচনা ইত্যাদি। এছাড়াও সারাদেশ জুড়ে রয়েছে সদ্য গড়ে ওঠা স্বাধীন কেন্দ্রগুলো। এগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিই প্রতি আধঘণ্টা অন্তর খবর প্রচার করে। ফলে সেগুলোতে দৈনিক ৪৮টি বুলেটিন পরিবেশিত হয়।

বুলেটিনগুলো কদাচিৎ দশ মিনিটের বেশী হয়ে থাকে। অধিকাংশই আরও সংক্ষিপ্ত হয়। একটি দশ মিনিটের বুলেটিন তৈরী করতে প্রায় পনেরশো শব্দের প্রয়োজন হয়, যা গড়পরতা সংবাদপত্রের প্রায় দুই কলাম সংবাদের সমান। কোনো সংবাদ যদি এককভাবে একশো শব্দের বেশী হয় এবং প্রচারকাল চল্লিশ সেকেণ্ড হয়, তবে তাকে দীর্ঘ সংবাদ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বেতারে একটি সংবাদের জন্য একমিনিট ব্যয় হলে সেটাকে তুলনামূলকভাবে অনেক বড় সংবাদ বলে বিবেচনা করা হয়।

কাজেই বেতারের জন্য কিছু লিখতে হ'লে উঁচু মানের দক্ষতা ও সংক্ষেপকরণের জ্ঞান থাকা দরকার। দরকারী বিষয় ছাড়া অন্য কোন কিছুরই সেখানে স্থান নেই। বাক্যাবলী হতে হবে প্রায় অবিশ্বাস্য রকম সরল ও সংক্ষিপ্ত। শ্রোতা কোন শব্দ বুঝতে না পারলে তার জন্যে নতুন করে তা পড়বার অবকাশ থাকে না। কোন কিছু একবার প্রচারিত হয়ে গেলে তা চিরদিনের জন্যই হারিয়ে যায়। শ্রোতার পক্ষে কিছু বুঝতে কষ্ট হলে তা বেতারের জন্য একটি অনুপযোগী রচনা হিসেবে গণ্য হয়।

বেতার সংবাদের প্রধান সুবিধে হচ্ছে তার গতিশীলতা। এমন কোন ঘটনা, যা ঘটে চলেছে তা প্রচার করা যেতে পারে। যে-কোন বেতার-সংবাদ বিভাগের লক্ষ্য হতে হবে প্রথমতঃ তার সংবাদ, যা হবে সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য। একটি

ভাল রচনার মত ভাল প্রচারকেও মনে হবে বিরামহীন চেষ্টার ফল; আর ভাল রচনার বেলায় যেমন, ঠিক তেমনি ভাল প্রচারের ক্ষেত্রেও প্রচুর সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে। প্রচারের কাজকে ততক্ষণই সহজ মনে হয় যতক্ষণ না চেষ্টা করা যায়। প্রচারের বেলায় প্রকৃত সত্য হচ্ছে, কোন অনুষ্ঠান শুনতে যতটা না সময় লাগে অন্তত: তার চে' তিনগুণ বেশী সময়ের দরকার হয় তা তৈরী করতে।

ভাল প্রচার মানেই দ্রুত গতিশীল, চিত্তাকর্ষক ও শ্রুতিমধুর সংবাদ পরিবেশনা। তা তথ্যবহুল ও পক্ষপাতহীন। পরিবেশনা হবে সুষ্ঠু, কারিগরী বাধামুক্ত। তাকে কখনই কল্পনাবিলাসী, একঘেঁয়ে মনে হবে না। সময়ের সবটা জুড়ে মনে হবে উত্তেজনাপূর্ণ ও আকস্মিকতায় ভরপুর।

আমি আশা করি, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে প্রত্যেকের জন্য—দীর্ঘদিন ধরে প্রচার সাংবাদিক হিসেবে যাঁরা কাজ করছেন এবং যাঁরা নতুন করে এ-কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের এবং শ্রোতৃমণ্ডলী সবার জন্যই এসব বিষয় কিছু না কিছু পরিস্কার হয়ে উঠবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেতার সংবাদের সূচনা

প্রচার ব্যবস্থার একেবারে প্রথম থেকেই বেতার পথিকৃৎদের মধ্যে বিশেষ করে জন রীদ সংবাদকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। তাঁরা জানতেন যে, বেতার ও সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা একে অপরের সম্পূরক হিসেবে পাশাপাশি অবস্থান করবে।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে জন রীদ-এর তত্ত্বাবধানে বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানী সরকারীভাবে প্রথম প্রচারের কাজ শুরু করে। প্রধান প্রধান বার্তা সংস্থা-পরিবেশিত খবর দিয়ে সংবাদ বুলেটিনগুলো সম্পূর্ণ প্রচারিত হয় এবং তারাই ছিল এ সবের স্বত্বাধিকারী। বেতারের জন্য সেখানে কোন সংবাদ কক্ষ ছিল না। প্রেস অবশ্য এ ধরনের কোন ব্যবস্থায় সম্মত হত না। এই নতুন মাধ্যমের দিক থেকে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে তাদের অত্যন্ত শংকা ছিল। কাজেই বুলেটিনগুলো ছিল এমন ধরনের যেন সংবাদপত্রের বিষয়গুলোই বেতারে পড়ে শোনান হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেতার প্রতিদিনের ঘটনাবলী জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে শুরু করে দেয়।

প্রচারকারীরা সংবাদকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেও শ্রোতৃমণ্ডলী তখন তা মনে করতেন না। অন্ততঃপক্ষে ১৯২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল তখন, যখন সাধারণ ধর্মঘটের দরুন দেশ একটি নাড়া খেল। সারা বৃটেনে অচলাবস্থা দেখা দিল। কোন সংবাদপত্র বের হল না এবং সবাই সংবাদের বিকল্প মাধ্যম—ওয়ারলেস-এর দিকে ঝুঁকে পড়ল। এভাবেই বেতার প্রচার সাংবাদিকতা যুগের সূচনা হল।

রীদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বেতারকে স্থায়ীরূপ দেয়ার এটিই সুযোগ—শুধুমাত্র বেতার যা পারে সেভাবেই তাকে কাজে লাগিয়ে তা সম্ভব করা যেতে পারে। এজন্য ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে হবে। রীদ আরো একটি বিষয় বুঝতে পেরেছিলেন, তা হচ্ছেঃ বিবিসি এবং তার সংবাদকে যে-কোন মূল্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে। কাজেই কোম্পানী, জনসাধারণের তথ্য সার্ভিস-কার্যক্রম ও সংবাদের মত এক বিরাট পরিকল্পনা হাতে নিলেন। যাকে আজকের যুগে 'চলমান সংবাদ কাঠামো' হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। বিবিসি'র ওপর জনসাধারণের আস্থা ছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই ঘোষকের কথা বিশ্বাস করতে পেরেছিল। বিবিসি যখনই সরকারের কোন ঘোষণা এবং নিরপেক্ষ খবর প্রচার করতেন

তখনই তা বোধগম্য করে তোলার ওপর জোর দিতেন। কাজেই বুলেটিন ও অনুষ্ঠানগুলো হতো নিরপেক্ষ। দিনের বেলায় তাদের পাঁচটি বুলেটিন প্রচারিত হত এবং কোন সময়সীমা ছিল না। সাধারণতঃ প্রতিটি বুলেটিনই বিরতিহীনভাবে এক ঘণ্টা বা তার বেশী সময়কাল ধরে প্রচারিত হত। এসবের মধ্যে ছিল বাস, ট্রেন ও অন্যান্য যানবাহনের সময়-সূচী এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত সব ধরনের প্রাপ্ত তথ্য।

প্রচারের এই প্রথম যুগে আরেকটি বড় রকমের যে অভিজ্ঞতা বেতার সংবাদ অর্জন করেছিল তা হচ্ছে খবরের নির্ভুলতা। ঘটনাবলী পরীক্ষা করে কোন সংবাদ প্রচার করতে যেয়ে যদি সামান্য দেরী হত—তাকে রীদ সহজভাবেই নিতেন। ক্ষিপ্রতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই পেশার কাজে নির্ভুলতা অপরিহার্য; কারণ শূন্যতা থেকে এই পেশা তার জন্য সুনাম গড়ে তুলছিল।

১২ই মে সাধারণ ধর্মঘটের অবসান হল—বেলা ১টার বিশেষভাবে বর্ধিত সময় সীমার সংবাদ বুলেটিনে রীদ নিজেই তা প্রচার করলেন। (প্রায়ই রীদ সংবাদ বুলেটিন পড়তেন)। আর এভাবেই প্রচার সংবাদের ব্যবস্থাদি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। এখন থেকে সংবাদ প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠল।

বেতার সংবাদের এই গুরুত্বলাভের বিষয়টি এর আগে কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। ১৯৩০ সালের মধ্যেই বৃটেনের শতকরা ৫০টি বাড়ীঘরে বেতারযন্ত্র দেখা গেল। আর প্রায় লোকই সংবাদ শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

বুলেটিনগুলো ছিল এমনই বিশ্বাসযোগ্য। নৈর্ব্যক্তিক ও তথ্যবহুল বিষয় বস্তুর জন্য অনেক সময় তা এক ঘেয়েও মনে হত। তখন পর্যন্ত মূলতঃ সংবাদ সংস্থাগুলোই খবর সরবরাহ করত এবং তখনও সংবাদ পাঠককে প্রতিটি খবর প্রচারের শুরুতে বলতে হত "রয়টার, প্রেস এ্যাসোসিয়েশন, এক্সচেঞ্জ টেলিগ্রাফ ও কেন্দ্রীয় সংবাদের স্বত্বাধীন এই খবর শুনছেন।" বুলেটিনগুলো বেশীমাত্রায় খবরের কাগজের সাংবাদিকতার ধারায় প্রচারিত হত। আর বিবিসি'র নিজের কোন সংবাদের উৎস ছিল না—সব কিছুই সংবাদ সংস্থাগুলো সরবরাহ করত।

১৯৩৬ সালের এক সন্ধ্যায়। ২২ বছরের এক তরুণ সাংবাদিক বেতার সংবাদের বিষয়টি চিন্তা করে প্রধান বার্তা সম্পাদককে তা জানাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর কিছু প্রস্তাবনাও ছিল। এখানে তাঁর লেখার অংশবিশেষতুলে ধরা হল: আমার ধারণা যে কর্তৃত্বসুলভ সুর অস্বীকার না করেও সংবাদকে অন্ততঃ কিছুটা প্রাণবন্ত করা যেতে পারে। সাংবাদিক হিসেবে আমি মনে করি যে, সংবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং কিভাবে তা পরিবেশন করা যায় এ সম্পর্কে

জনসাধারণের চিন্তাধারা সম্পর্কে অল্পবিস্তর আমার জানা আছে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আপনার কর্মচারীদের একজন বা কয়েকজন সদস্যকে তাঁদের বিবিসি প্রতিবেদক অথবা বিবিসি সংবাদদাতা বলা যেতে পারে— দিনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী সংগ্রহের কাজে প্রস্তুত রাখা যেতে পারে। ঠিক যেমনটি সান্ধ্যকালীন পত্রিকার লোকদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড, ধর্মঘট, নাগরিক হাঙ্গামা, রেল দুর্ঘটনা, ছোটখাটো দুর্ঘটনা অথবা কোন বড় বিপর্যয়, যাতে জনসাধারণের গভীর ঔৎসুক্য আছে—এমনসব ঘটনা সংগ্রহের কাজে প্রচারভবন থেকে বুলেটিনের জন্য একজন প্রতি-বেদককে পাঠানো যেতে পারে।

ঘটনাস্থলে তাঁর নিজের বক্তব্য বিষয় ছাড়াও তার কাজ হবে একজন প্রত্যক্ষদর্শী যোগাড় করা। সেদিন সেই পুরুষ কিংবা মহিলা প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা কি ছিল এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণী তাকে তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী, পুরুষ কিংবা মহিলা অথবা ভবনটি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রাণে বেঁচে যাওয়া একটি বালিকাও হতে পারে। আমি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করি, এ ভাবেই বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে সংবাদকে দৃঢ় উপায়ে পরিবেশন করা যেতে পারে। অমি মনে করি, প্রত্যেকেই এক সময় সংবাদ সংস্থার দেয়া খবরকে নিরস তুচ্ছজ্ঞান করবেন। কেননা এ সব সংবাদ তা হতে বাধ্য। আর এ কারণেই আপনি জেনিভায় একজন পর্যবেক্ষক রাখুন এবং দিনের কোন না কোন বিষয় সম্পর্কে বুলেটিনগুলোতে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করুন। এ সব আলোচনা কিন্তু অকার্যকর হয়ে থাকে। এতে বিষয়গতভাবে কর্তৃপক্ষেরই মতের প্রতিফলন ঘটে। হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া ঘটনার ওপর কারোই কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, রাস্তার ওপরকার কোন লোকের প্রসঙ্গ হলে সেটা আলাদা কথা।

প্রতিবেদকের বিবরণী এবং সংবাদ সংস্থার দেয়া বিষয়াবলী ছাড়াও ঘটনার বর্ণনা স্টুডিও থেকে সরাসরি প্রচারিত হতে পারে, যদি আপনার প্রতিনিধি সেই প্রত্যক্ষদর্শীকে উপস্থিত করতে পারেন।

যদি সেই ব্যক্তি আসতে অপারগ হন, বিকল্প পন্থা হচ্ছে লোকটি অথবা মেয়েটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ধারণ করে রাখা। এ ধরনের সংবাদ বুলেটিনগুলোই হবে সঠিক অনুষ্ঠানের রূপরেখা। আমি অবশ্য বলব যে, বিষয়াবলী কিভাবে তুলে ধরা যাবে সে ব্যাপারে সহায়তা করার কাজটি একজন সাংবাদিককেই নেয়া উচিত, বিবিসির কোন প্রযোজককে নয়।

খবরের পুরোটাই এভাবে ব্যবহার করা হোক, আমার প্রস্তাব তা নয়; যদিও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে কর্তব্যরত কর্মচারী এ পদ্ধতিতেই কাজ চালিয়ে

যেতে পারেন এবং এসব জায়গা থেকেই বড় বড় ঘটনা সংবাদ হিসেবে সম্প্রচারিত হতে পারে। বিদেশী রাজনৈতিক এবং ব্যক্তি-সর্বস্ব সাধারণ খবরগুলো সংস্থা অথবা আপনার নিজস্ব প্রতিনিধিই সরাসরি পাঠাতে পারেন।

আপনি জানেন, মানবিক উপাদান সমৃদ্ধ প্রাণবন্ত সংবাদের এই নীতি অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে আসছে। অবশ্য বহুদিন থেকেই সংবাদপত্রগুলো তাদের বড় বড় লেখার জন্য সাক্ষাৎকারের আশ্রয় নিয়ে আসছে।

সংবাদ প্রবাহের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যেমন ধরুন, দ্য মার্চ অব টাইম। আপনি সম্ভবতঃ দেখে থাকবেন, যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে তাতে শুধু যে কেবল খবর দেয়া হচ্ছে তা নয়; কেন এবং কিভাবে ঘটনা ঘটল এখানে তাও বলা হচ্ছে। সেজন্যই আমার প্রস্তাব হচ্ছে, হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা বা বিপর্যয়ের বেলাতেই শুধু নয়, সব রকমের সংবাদের ক্ষেত্রেই বিবিসি এক বিরাট সাফল্যের কাজ করতে পারে। বর্তমানে এসব খবরের সবটাই শ্রোতারা জানতে পারেন হয় প্রেস এ্যাসোসিয়েশন-এর কলম থেকে অথবা এক্সচেঞ্জ টেলিগ্রাফ এর লোকের কাছ থেকে, যিনি একই বিষয় শত শত প্রাদেশিক সান্ধ্য পত্রিকা এবং লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকাগুলোতে পাঠিয়ে থাকেন।

চিঠিটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন রিচার্ড ডিম্বলবী। চিঠিটি বারবার পড়বার মত। সব প্রচার সাংবাদিকেরই এটা জানা দরকার। কারণ চিঠিটিতে বেতার সংবাদ ও এর পরিবেশনের ওপরে যা কিছু আপনি জানতে চান, তার সবটাই রয়েছে। চল্লিশ বছরেরও আগে লেখা এই চিঠিটিতে প্রচার সংবাদ সংক্রান্ত সব রকম আধুনিক ধ্যান ধারণা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ডিম্বলবী আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা আর প্রচার সাংবাদিকতা, এই দুই পেশা পুরোপুরি আলাদা। উভয়ের জন্যেই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা। বেতার, বক্তব্য-উপস্থাপক সংবাদপত্রের মত নয়। তার রয়েছে নিজস্ব সমস্যা, কলা-কৌশল, আর (হঠাৎ ঘটে যাওয়া) কতকগুলো অসুবিধে। তার নিজেরই সব রকমের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। সংবাদপত্রে একজন সাংবাদিক ভাল করছেন বলে প্রচার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও যে তিনি ভাল করবেন—এমন কোন কথা নেই। প্রায়ই এর পুরোপুরি বিপরীতটি ঘটে থাকে।

১৯৩০ সালের প্রথমভাগের সেসব দিনে বিবিসি'র সংবাদ কক্ষ সম্পর্কে একটা প্রত্যাশা ছিল। সংবাদ সার্ভিস, বিবিসি'কে তার বুলেটিনের সময়-সীমা ও সংখ্যা বৃদ্ধি, দেশ ও বিদেশ থেকে বিবিসি'র কর্মচারীদের পাঠানো বিবরণী অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংস্থাটিকে, কাজের অধিকতর স্বাধীনতা দেয়ার জন্য সংবাদ সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে পুনরালোচনাই করতে চেয়েছিলেন। প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে

ডিম্বলবী পুরো পদ্ধতিকেই বদলিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারায় আত্মনিমগ্ন ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংবাদ আর সংবাদের সঙ্গে জড়িত খবর শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দিতে।

অবশেষে কেলাস প্রসাদের অগ্নিকাণ্ডের মত বিরাট ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হল প্রচার সংবাদ কি অসাধ্য সাধন করতে পারে। সান্ধ্যকালীন পত্রিকাগুলোর শেষ সংস্করণ চূড়ান্তভাবে ছাপিয়ে বের হবার পর পরই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। ফলে রাতের অবশিষ্ট প্রহরগুলো ছিল বিবিসি'রই দখলে। এই ঘটনা প্রচারের পুরো কৃতিত্বই ছিল বিবিসি'র নিজের। রিচার্ড ডিম্বলবী আরো একজন প্রতিবেদক ডেভিড হাওয়ার্থকে সঙ্গে নিয়ে মোটরযোগে দ্রুত সাইডেনহাম চলে গেলেন। এর কিছু পরেই রেকর্ডিং-এর (ধারণ করার) ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে অগ্রসর হল বিরাট এক গাড়ী। সামনের প্রবেশপথ দিয়ে রিচার্ড অন্তর্হিত হলেন। ডেভিড পেছনের দরজা দিয়ে। জনতার ভিড় এতটা ছিল যে, ঘটনা সম্পর্কে তাদের দেয়া বিবরণী গাড়ীটিতে নিয়ে আসবার কোন সম্ভবনাই ছিল না। একমাত্র পথ ছিল দূরালাপনী। দূরালাপনীতে এর আগে আর কখনো বিবরণী পাঠানো হয় নি। বিবিসি'র প্রকৌশলীরা একটি রেস্তোরাঁর দূরালাপনীর সংযোগ ছিন্ন করে সেখানে মাইক্রোফোন সংস্থাপন করলেন। ডিম্বলবী তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। হট্ট-গোল আর ঘণ্টা-ধ্বনির মধ্যে সরাসরি ঘটনা প্রচারের কাজে লেগে গেলেন—জনসাধারণ যা এর আগে আর কখনই শোনেন নি।

১৯৩৮ সালের ভেতরেই তাঁর ধ্যান-ধারণা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বেশ ভালভাবে গ্রথিত হয়ে গেল। সেই সাথে বিবিসি'র কার্যনির্বাহীদের মধ্যেও। কিন্তু তখনও পদ্ধতি পরিবর্তনের তেমন কিছুই করা হয় নি। এর পরে শুরু হল যুদ্ধ—আর তখনই দেখা দিল ঘটনা কি ঘটছে তার প্রকৃত সংবাদ জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা। খবর শোনার সবচাইতে ব্যস্ত সময়গুলো সংবাদ বুলেটিনের দখলে আসতে খুব একটা বেশী সময় লাগে নি। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের কাছেই তখন ন'টার সংবাদ পৌঁছুতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে সংবাদের কলাকৌশলের উন্নতি হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। প্রতি-বেদকরা যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতেন, সংবাদ-কার্যক্রমের মধ্যে ধারণকৃত বিষয়াদি যোগ করা হত, বিশেষ সংবাদ অনুষ্ঠানও সে সময় চালু করা হয়েছে। মন্তব্যের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হত প্রকৃত ঘটনা এবং পেশাগত শব্দটিও নতুন ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে।

বেতার সংবাদ-প্রবাহের মত সংবাদ পরিপূরক অনুষ্ঠানও চালু হয়ে গেছে। বেতারে সংবাদপ্রবাহ শুরুর ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে এবং বিবিসি'র বিশ্ব-কার্যক্রমে প্রতিদিন আট বার এটি প্রচারিত হত, প্রতিটি ইংরেজী ভাষাভাষী দেশে

অনুষ্ঠানটিকে অনুকরণ করা হত এবং সে সময় অন্যান্য দেশের ভাষাতেও এটা চালু হয়েছিল। দিনের খবরকে ভিত্তি করেই অনুষ্ঠানটি রচিত হত। তাৎক্ষণিকতা বোঝানোর জন্যে অনুষ্ঠানটিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিকল্পনা করা হত এবং এমনসব তথ্য নেয়া হত যেগুলো বেতারে অস্বাভাবিকভাবে জুড়ে দেয়া হত। ধারাবাহিকভাবে বিষয়গুলোকে সাজানো হত। লক্ষ্য থাকত একটি বিষয়ের সঙ্গে আরেকটির যোগসূত্র রেখে অনুষ্ঠানটিকে একটি অবয়ব দেয়া। সূক্ষ্ম অনুক্রম ও সঠিক সময়ই ছিল অনুষ্ঠানটির ভিত্তি। আর বৃটিশ বেতারে এই প্রথম বারের মত ব্যক্তিগত বিষয় আয়তন ও উপস্থাপনা উভয়ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে বেতারের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার অগ্রগতি হচ্ছে এই বেতার সংবাদপ্রবাহ।

১৯৪২ সালে একটি বিশেষ সংবাদ বিভাগ গঠিত হয়। সেই সাথে বিবিসি'র বিদেশ সংবাদদাতাদের একটি বাহিনীও গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হয়। সরকারী তথ্য বিবরণী কিংবা সংবাদ-সংস্থাগুলোর খবরের উপর বিবিসি'র যে আর নির্ভর করা উচিত হবে না, সে সময় এটাও অনুভূত হল। বোঝা গেলো বিবিসি'কে তার নিজস্ব লোক এবং সংবাদদাতা সংগ্রহ করে নিতে হবে। তাদের সংগে প্রতিবেদকদের সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকবে; কারণ প্রতিবেদকদের কাজ নকল ঘটনার উপর প্রতিবেদন তৈরী করা। সংবাদদাতারা সংবাদের ব্যাখ্যা ও মন্তব্যের জন্যে ঘটনার গভীরে যাবেন। খবরের প্রেক্ষিত অনুসারে তাকে সাজিয়ে এবং ব্যাখ্যা দিয়ে সর্বোত্তম মান অর্জন করার মাধ্যমে তাঁরা শীগগিরই একটি বিশেষ শ্রেণীরূপে পরিগণিত হলেন।

আর আজ আমরা বিবিসি'র সংবাদ বলতে যা-শুনি, তার সূত্রপাত হতে থাকে তখনি।

উন্নত উপায়ে সংবাদকে পরিবেশন করার সুযোগ সকল সময়ই রয়েছে। পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভংগির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সর্বদাই এর রূপান্তর ঘটতে বাধ্য। অবশ্য আজকের যুগ বেতারসংবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে টেলিভিশন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেতার সংবাদ সর্বোত্তম উপায়ে যা-করছে, তা হচ্ছে ঘটনা ঠিক যেভাবে ঘটছে, ঠিক তার মূল সুরটি বেতার সংবাদ তার শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। আর প্রচার-সাংবাদিকদের কাজই হচ্ছে এটা। রিচার্ড ডিম্বলবী এই কথাটিই আজ থেকে অনেক বছর আগে লিখে গেছেন। তাঁর পদ্ধতি এখনও সব প্রচার-সাংবাদিকের জন্যই ভিত্তিভূমি হিসাবে কাজ করছে— যে কোন সংবাদ-কার্যক্রমের জন্য যা-অপরিহার্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংবাদ সংগৃহীত হল

ডজন ডজন বার্তা-সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, প্রতিবেদক এবং বিশেষজ্ঞের যৌথ প্রচেষ্টার ফল এই বেতার-সংবাদ। প্রতিটি সংস্থাতেই পদবী যে একই রকম হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই ; অথচ সেখানে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের কেউ সংবাদ বাছাই করছেন, কেউ লিখছেন, আবার কেউ বা প্রচারের জন্য তা প্রস্তুত করে তুলছেন। এক সংস্থা থেকে আরেক সংস্থায় পদবী ও কাজের দায়িত্ব বদলায় বলে বিশেষ কোন পদবী দিয়ে কাজকে বিচার করা চলে না। একজন বার্তা-সম্পাদক যেভাবে একস্থানে পরিচিতি লাভ করেন, অন্যত্র তা সম্পূর্ণ পৃথক হতে পারে। এমনকি বিবিসি'তেও একই পদবীধারী ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বার্তাকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারেন। কাজেই এখানে যা কিছুই আলোচিত হবে তারমধ্যে খবর-সংগ্রহের বিভিন্ন কারিগরী দিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সংবাদ দিবস

দিবসের চব্বিশ ঘণ্টা ধরে প্রচারের কাজে লিপ্ত বেতার কেন্দ্রের কিছু সংবাদ-দিবস থাকে। নতুন শিফ্‌ট চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন দিন শুরু হয়। সুতরাং এখানে আমি একটি বিশেষ ধরনের সংবাদ-শিফ্‌টের সূচনা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। প্রতিটি নতুন শিফ্‌ট চালু হবার সাথে সাথে তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হয় দিবসের অন্যান্য সময় কি আসতে পারে এবং বিদায়ী শিফ্‌টের আগের দিনের কাজের দায়িত্বও তাঁদের ওপর বার্তায়।

কোন শিফট শুরু হবার প্রাক্কালে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পড়ার সময়কাল পনেরো মিনিট বা এই সময়ের মধ্যে বার্তা-সম্পাদক এবং বার্তা-টেবিলের অবশিষ্ট লোকজন। অনুলিপি বা আগের শিফ্‌টের বুলেটিনগুলো প:ড় নেন, যাতে করে কি কি বিষয় প্রচারিত হয়েছে সে সম্পর্কে সম্যকভাবে জানতে পারেন। বার্তা-সম্পাদক এবং অনুলিপি পরীক্ষক "গ্রথিত টেপ"-এ (সংবাদ সংস্থার বাতিল-কৃত বিবরণী, যাকে কেবলও বলা হয়) চোখ বুলিয়ে নেন। টেলি প্রিন্টারের মাধ্যমে কি ধরনের বিষয় এসে পৌঁছুচ্ছে, তা জানাই এর উদ্দেশ্য, কখনও কখনও বাতিলকৃত অনুলিপি থেকে এমন কিছু পাওয়া যায় যা আকস্মিক গুরুত্ব লাভ করে থাকে। কাজেই গ্রথিত বিবরণীতে কি আছে জানাটা শ্রেয়।

যে কোন বার্তা কক্ষে অনুলিপিকার প্রকৃতপক্ষেই একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কারণ টেলিপ্রিন্টার বা এই কেন্দ্রের ব্যবহৃত অন্য যে কোন সূত্র থেকে বার্তা কক্ষে

জড়ো হওয়া অসংখ্য শব্দ সমষ্টি বাছাই-এর কাজ তিনিই করেন। তিনি বাতিলকৃত অনুলিপিগুলো একত্রে সংস্থাপন করেন অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে এমন কোন ঘটনা ঘটল বা সিদ্ধান্ত নেয়া হল যার দরুন এগুলোর সংবাদগুরুত্ব বেড়ে গেল। সেদিক বিচার করে এসব একটি ধাতব পদার্থে গেঁথে রাখেন। গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলে তিনি অনুলিপিগুলো সংবাদ কি সংবাদ নয়, এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ভার যাঁর ওপর ন্যস্ত তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। এ ধরনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির পদবী একেক সংস্থায় একেক রকম হতে পারে। কোথাও তিনি বার্তা-সম্পাদক, আবার কোথাও বা তাঁকে উপ-সম্পাদক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সার্বিক কর্তৃত্বের অধিকারী না হলে পদবীর প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বার্তা কক্ষগুলো গণতন্ত্রসম্মত-ভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

তথ্যটি এরপর প্রচারের কাজে ব্যবহৃত ইংরেজীতে লেখার জন্য স্ক্রীপট রাইটারের কাছে পাঠানো হয়। তিনি সংশ্লিষ্ট সংস্থার ভাবধারা অনুযায়ী এটা লিখবেন। তারপর তা' পরীক্ষা করে প্রচারের জন্য বুলেটিনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বার্তা-সম্পাদককে দীর্ঘ-মেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হয়। তাঁকে অবশ্যি সকল সময় অবহিত থাকতে হবে পত্রিকাগুলো— স্থানীয় এবং জাতীয় যাই হোক, কি লিখছে এবং বিশেষ করে তাঁর এলাকা সম্পর্কে কি লিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগ প্রায়ই দেখা যায় সংবাদ-তথ্যের সূত্র হিসেবে কাজ করে। বহুবিধ কারণে সংবাদ অত্যন্ত বিষয়-সজ্ঞাত হয়। এটা নির্ভর করে কেন্দ্রটির অধীনে কত সংখ্যক শ্রোতা রয়েছেন অথবা এ ব্যাপারে কেন্দ্রটির পরিকল্পিত নীতি এবং বার্তা-সম্পাদকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর সংবাদ কত দ্রুত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পৌঁছুতে পারে এ ভাবেও বিচার করা হয়। হংকং-এর অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ ব্যক্তির নিহত হবার ঘটনা বৃটেনে তেমন কোন খবরই নয়। কর্মচাঞ্চল্যহীন সংবাদ দিবসে লণ্ডন থেকে প্রচারিত জাতীয় সংবাদ বুলেটিনে বড়জোর খবরটি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের সবচেয়ে গতিহীন দিবসেও খবরটিকে কখনই স্থানীয় খবরের মধ্যে প্রচার করবে না। অবশ্য এই নিহত ৫জন লোকের কেউ যদি ঐ এলাকার সঙ্গে সম্পর্কিত হন তবে সেটিই হচ্ছে সংবাদ।

ব্যক্তিগত অহংকারবোধ ক্ষুণ্ণ করতে পারার চিন্তা থেকে প্রতিটি বার্তা-সম্পাদক ও সাংবাদিকেরই ভাল লেখা ও ভাল সংবাদ-জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা থাকে। কাজেই পরবর্তী শিফটের লোকজন এসে আপনার শিফটের সব-কিছু নষ্ট করে ফেলে রাগত চিত্তে সেসব আবার নতুন করে লিখে, গল্পগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যদি অন্যসব কিছু আবার গ্রহণ করে নেয়—যেগুলো মনে হবে হঠকারিতার সঙ্গে পরিত্যাগ করা হয়েছে। তাতে মনঃকষ্ট পাবেন না। এই-ই হচ্ছে সাংবাদিকের জীবন। এর ভেতর দিয়েই প্রতিফলিত হয় সংবাদের মান ও সংবাদ পদ্ধতির বিষয়মুখীনতা।

প্রতিটি সংবাদ-টেবিলে একটি করে সংবাদ সংক্রান্ত দিনপঞ্জী বা দৈনন্দিন ঘটনাবলীর তালিকা লিপিবদ্ধ করার পুস্তিকা রক্ষিত হয়। এতে এমন সব ঘটনা লেখা হয় যা ভবিষ্যতে খবরের গুরুত্ব লাভ করতে পারে এবং তা ধারণ করার জন্য একজন প্রতিবেদকের প্রয়োজন হতে পারে। দিনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ভিত্তি হিসেবে এটাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা উচিত।

সংবাদসূত্র

বেতারের বার্তা কক্ষে প্রতিদিন যে অসংখ্য শব্দাবলী জড়ো হতে থাকে তা আসে দু'টো প্রধান সূত্র থেকে। বার্তা-কক্ষের নিজস্ব কর্মচারী (প্রতিবেদক বিশেষজ্ঞ এবং সখের সংবাদদাতা। এঁরা কর্মচারীভুক্ত নন, কিন্তু তাঁদের এলাকায় হঠাৎ করে খবরের উৎপত্তি হলে তাঁরা কখনও কখনও কেন্দ্রটির হয়ে কাজ করে থাকেন এবং তাঁদের কাজের পরিমাণ হিসেবে পারিশ্রমিক দেয়া হয়) এবং জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা তা পাঠায়।

প্রতিবেদক

প্রতিবেকগণ হচ্ছেন "দরজায়-দাঁড়িয়ে লেখা" মানুষের মত। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে সংবাদ, ঘটনা, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ গ্রহণ করেন। এগুলো হয় তাঁরা নিজেরাই লেখেন নতুবা বার্তা কক্ষের অন্যরা লেখেন কিংবা কোন সংবাদ বা চলতি ঘটনাবলী সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে সরাসরি নিজেরাই অংশগ্রহণ করেন।

বিশেষ করে স্থানীয় কেন্দ্রগুলোর জন্যই প্রতিবেদকরা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হন। কেননা, তাঁদের মাধ্যমেই স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাজকর্ম প্রতিফলিত হয়ে থাকে। স্থানীয় বেতার কেন্দ্রগুলো যে এলাকাতেই থাকুক না কেন সর্বাগ্রে তাদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ দেখতে হবে। আর এসব কেন্দ্রের সংবাদ কার্যক্রমে সম্প্রদায়গত তৎপরতাই প্রধানতঃ তুলে ধরা হয়। কর্মচারী এবং আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী বার্তা-কক্ষগুলোকে তাদের কাজের ধারায় নিজেদেরই সবকিছু তৈরী করে নিতে হয়। আর প্রতিবেদকরাই এ কাজকে সম্ভব করে তোলেন। একজন গোয়েন্দার কাজের সঙ্গে তাঁর কাজের খুব বেশী মিল রয়েছে। তিনি সর্বদা সংবাদের উৎপত্তিস্থল এবং সম্ভাব্য সংবাদের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকেন।

প্রতিবেদকরা নিয়মিতভাবে তাঁদের নিজেদের যোগাযোগের ধারা গড়ে তুলবেন। পুলিশ, এ্যাম্বুলেন্স (রোগী বহনকারী গাড়ী) ও দমকল কেন্দ্রগুলোতে টেলিফোন করতে হবে অথবা দিনে অন্ততঃ দু'বার এগুলোতে যেতে হবে। সম্ভব হলে প্রধান সংবাদ বুলেটিনের কাছাকাছি সময়ে আবার টেলিফোন ক'রে নিয়মিতভাবে সাক্ষাৎকার নিতে হবে; কিন্তু তা করতে হবে বেশ কিছুদিন পর পর। এসব সাক্ষাৎকারের মধ্যে থাকবে স্থানীয় পরিষদ এবং অসামরিক সরকারী চাকুরী-জীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ, এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন পেশার লোক। উদাহরণস্বরূপ, এলাকাটিতে যদি বৃহৎ আকারের কোন নির্মাণকাজ

চলতে থাকে তাহলে প্রকল্পটির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা যেমন পরামর্শদাতা প্রকৌশলী, স্থাপত্যবিদ, নির্মাণকারী প্রভৃতির সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখাটা শ্রেয়। এ ধরনের সূত্র থেকে পাওয়া টুকরো টুকরো খবর বিস্ময়কর হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় ট্রাভেল এজেন্ট এবং বিমান অফিসগুলোর সঙ্গেও সব সময় কার্যকরী যোগাযোগ গড়ে তোলা যায়। প্রায় কোন ভি,আই,পি, বেসরকারী ভাবে কোন এলাকা পরিদর্শনে আসেন। তাঁর এই পরিদর্শনই পরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়ে উঠতে পারে। যা কিছুই ঘটুক, তার সংবাদমূল্য থাক বা না থাক, প্রতিবেদকদের কাজ হবে তা জানা। এটা আশ্চর্যজনক যে, তাৎপর্যহীন বিষয়ই পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রায়ই গুরুত্বলাভ করে থাকে। স্থানীয় বেতার-কেন্দ্রগুলোকে এলাকাটিতে যেসব ঘটনা ঘটছে সে সম্পর্কে ধারণা রাখার ওপরেই বিশেষ করে নজর দিতে হবে। এটা শুধু প্রতিবেদকদেরই দায়িত্ব তা' নয়; ছোট ছোট স্থানীয় কেন্দ্রে ব্যবস্থাপক থেকে অধঃস্তন কর্মচারী পর্যন্ত প্রত্যেকেই সর্বদা সম্ভাব্য সংবাদের দিকে নজর রাখবেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি কর্মচারীকেই হতে হবে কেন্দ্রটির বার্তা-বিভাগের জন্য অবৈতনিক কর্মী।

একটি কেন্দ্রে যতজন প্রতিবেদকই থাকুক না কেন, দু'জন থাকবেন বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য। অন্য কোন কাজের সঙ্গে জড়িত নেই, সর্বদা এমন অভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা এসব পদ পূরণ করা উচিত। পদ দু'টি হচ্ছে অপরাধ ও স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত। অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরার জন্য একজন প্রতিবেদক অপরিহার্য। স্থানীয় পুলিশের কাছে তিনি এমনভাবে পরিচিত হয়ে উঠবেন যে তাঁকে বিশ্বাস করা যাবে, তাঁর ওপর নির্ভর করা চলবে এবং এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সাহায্য করার জন্যও তাঁকে বলা যাবে। প্রতিদিন কতটা প্রতিবেদন দিতে পারবেন, তাঁর কাজের মুল্যায়ন ঠিক সেভাবে হবে না; তাঁর কাজের মুল্যায়ন হবে, পুলিশ জগতে যা ঘটে চলেছে সে সবের সঙ্গে তিনি কতটা সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন তার ওপর। আর এভাবেই কোন স্থানীয় বেতার কেন্দ্রের সাফল্য, এমন কি জাতীয় পর্যায়েও তার সাফল্য পরিমাপ করা হয়।

কোন স্থানীয় কেন্দ্রের পক্ষে প্রচারযোগ্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত খবরাদি। এ বছরও দরকার একজন বিশেষ প্রতিবেদক, যিনি সুপরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য হবেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় সরকারভুক্ত কমিটিগুলোর কাউন্সিলর ও সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত থাকবেন। স্থানীয় বেতার কেন্দ্র সম্প্রদায়গত বেতারের কাজ করে—যে সম্প্রদায় তাঁদের সরকারের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জানতে চান। এখানেই স্থানীয় সরকারের সংবাদদাতার কাজের গুরুত্ব নিহিত।

কোন ঘটনা ঘটলে যে প্রতিবেদককে তা সংগ্রহের জন্য পাঠানো হবে, তিনি যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি কেন্দ্রটির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন হয় বেতারের

কোন গাড়ী থেকে কিংবা দূরালাপনীর সাহায্যে এবং এমন একটি বিবরণী দেবেন যা অনুষ্ঠানে সরাসরি প্রচার করা যেতে পারে এবং এর স্থলে একটি উন্নত বিবরণী প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত যাতে ব্যবহার করা যায় সেজন্য প্রতিবেদনটি ধারণ করে রাখা হবে। এটাকে "কণ্ঠস্বর-বিবরণী" বলা হয়।

প্রতিবেদকের পরবর্তী কাজ হবে ঘটনাস্থলেই প্রত্যক্ষদর্শী এবং কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার নেয়া। এর সাথে জুড়ে দিতে হবে প্রকৃতই কি ঘট্‌ছে তার শব্দ। উদাহরণস্বরূপ, বন্দুকের গুলীর শব্দ অথবা ভেঙ্গে পড়া ছাদের আওয়াজ। যথার্থই কি ঘট্‌ছে তার সাথে কিছু অর্থহীন বাক্য জুড়ে দিলে, কেন্দ্রটির প্রতিবেদন তৈরীর ধারায় এটা সর্বদা একটা আলাদা ধরনের নতুনত্ব নিয়ে আসবে।

ঘটনা যতক্ষণ ঘট্‌তে থাকবে, প্রতিবেদক ততক্ষণই ঘটনাস্থল থেকে তার ওপর খবর পাঠাতে থাকবেন। সে খবর প্রতিটি সংবাদ বুলেটিনে সরাসরি কিংবা অনুষ্ঠানের মাঝে প্রচারিত হবে, অবশ্য যদি ঘটনার নতুন নতুন বিস্তৃতি অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাঝে প্রচার করাটা কেন্দ্রটির নীতি হয়ে থাকে।

কেন্দ্রে ফিরে আসবার আগে প্রতিবেদক অত্যন্ত কাছের কোন দূরালাপনীর সাহায্যে, ঘটনার বিবরণী লেখার জন্য কাউকে বলবেন। তিনি আবার তা সংবাদ -বুলেটিনে পড়বেন। প্রতিবেদক প্রচারের জন্য একটি সংরক্ষিত অনুলিপিও ধারণ করে রাখবেন। প্রতিবেদনের স্টুডিওতে ফিরে আসবার সময়টুকুতে কেন্দ্রটি থেকে ঘটনার নতুন নতুন দিক পালাক্রমে প্রচারিত হতে থাকবে। যার ফলে ঘটনাটিকে তখনও মনে হবে এই মাত্র ঘটে যাওয়া নতুন কোন খবর।

প্রতিবেদক ইচ্ছে করলে কেন্দ্রে ফিরে এসে সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে একটি বিশেষ বিবরণীও তৈরী করতে পারেন। এরমধ্যে সাক্ষাৎকার, শব্দের প্রতিক্রিয়া যদি থাকে তা এবং তাঁর নিজস্ব মন্তব্য জুড়ে দেবেন। তাঁর বিবরণী সন্ধ্যে বেলায় প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হলে তিনি সকালের বুলেটিনের জন্য দ্বিতীয় একটি অনুলিপি তৈরী করবেন যার মধ্যে তিনি "আজ রাতের মত" সময়-নির্দেশক কথাগুলি সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করবেন। অন্যথায় প্রাতরাশকালীন শ্রোতামণ্ডলী বিভ্রান্ত হতে পারেন।

স্থানীয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের প্রযোজক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার বা এর একটি অংশ চাইতে পারেন। প্রতিবেদকগণ এবং বেতারের পক্ষে কর্মরত প্রত্যেককেই অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, একটি একক কোন ঘটনার অনেকগুলো দিক থাকে। তাদের উচিত হবে যতটা সম্ভব ঘটনাবলীর জন্য উপযুক্ত বিষয় সরবরাহ করা। কর্মচারীদের এভাবে দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে কাজে লাগানো যায়। প্রতিবেদকদের জন্যও এটা সন্তোষের বিষয় যে, তিনি তাঁর কষ্টের বিনিময়ে প্রচার-সময়টার অনেকটাই পাচ্ছেন।

ঘটনার বিবরণী পাঠানোর জন্য প্রতিবেদকদের জন্যে রয়েছে দুটো প্রধান

মাধ্যম। উন্নত মানের ভি-এইচ, এফ (VHF) রেডিও সংযুক্ত একটি মোটর গাড়ী যা-কি না চমৎকার ফল দেয়, কিন্তু দুঃখজনক বিষয় যে, তার ক্ষেত্র হয় সীমিত এবং মাথার উপর বিস্তৃততর বৈদ্যুতিক সরবরাহের ব্যবস্থা-সম্পন্ন শহরগুলোতে বেতা- রের কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

বেতারের গাড়ীর জন্য দ্বিতীয় উত্তম ব্যবস্থাটি হচ্ছে দুরালাপনীর সাহায্যে বিবরণী পাঠানো। প্রচারের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হয় এটা কেন্দ্রেই ধারণ করা হয়, নতুবা কেন্দ্রটিতে কারিগরি সুযোগের ব্যবস্থা থাকলে সরাসরি প্রচারিত হয়ে থাকে। কোন কণ্ঠস্বর-বিবরণীর প্রয়োজন না থাকলে, প্রতিবেদক বার্তা কক্ষের কাউকে তার বিবরণী লেখতে বলবেন। সাধারণতঃ দক্ষ শ্রবণশক্তি সম্পন্ন মুদ্রাক্ষরিকরাই এ কাজ করে থাকেন। অনুলিপিটি (সাংবাদিকরা লেখার আকারে তাঁদের বিবরণীকে যে নামে ব্যবহার করেন) এরপরে টাইপ করে সম্পাদনা করা হয়।

অংশটি তারপর ব্যবহৃত হবে কি হবে না, এই সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত নেবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক অথবা প্রধান সহ-সম্পাদক।

সংবাদ সংস্থাসমূহ

স্থানীয় কেন্দ্রগুলো সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের ব্যাপারে খুব বেশী মাথা ঘামায় না। তারা রয়টারকেই শুধু মানে। তবে এসব সংস্থা কি ভাবে কাজ করে তা জানা দরকার।

বড় ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা হচ্ছে: রয়টার এবং ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (ইউ. পি. আই) ও এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) দুটোই শেষোক্ত মার্কিনী সংস্থা; আর রয়েছে এজেন্সে ফ্রেঞ্চ প্রেসে (এ. এফ. পি.)। কোন কোন সময় বলা হয় "ফরাসী সংবাদ সংস্থা—এ.এফ.পি।"

আবার প্রতিটি দেশের তার নিজস্ব সংবাদসংস্থা থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, বৃটেনে প্রেস এসোসিয়েশান (পি.এ) কেবল বৃটিশ সংবাদ পরিবেশন করে। অস্ট্রে- লিয়ায় অস্ট্রেলিয়ান এসোসিয়েটেড প্রেস (এ.এ.পি) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রয়টারের সমর্থক। বেশ কিছু বিশেষ ধরনের সংবাদ সংস্থা রয়েছে তারা আর্থিক, খেলা- ধূলা, জনসংযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রকারের কাজ করে।

প্রেস এ্যাসোসিয়েশন: এই সংস্থা চব্বিশ ঘণ্টা অনবরত খবর সরবরাহ করেন। দেশের সর্বত্র প্রতিবেদকদের সংগৃহীত বৃটিশ সংবাদের ওপরেই সংস্থাটির কাজ সীমিত। সংসদ, আইন, আদালত এবং ক্রীড়া সংক্রান্ত সংবাদের পুরোটাও এঁরা সরবরাহ করে থাকেন। এঁদের অঞ্চল ভিত্তিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেস-এর দেয়া বিদেশী সংবাদ এবং বিশেষ বিশেষ সংস্থার পাঠানো এক্সচেঞ্জ মূল্য। ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল ইত্যাদি।

রয়টার: বৃটিশ মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থা সম্ভবতঃ বিশ্বের সব চাইতে

পুরনো এবং সুপরিচিত। সারাদিনের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ব্যাপক বিষয় এর অন্তর্গত। ল্যাটিন আমেরিকা, দূরপ্রাচ্য, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব আফ্রিকা সংক্রান্ত খবরের জন্য বিশেষ করে উপযোগী বলে রয়টারকে বিবেচনা করা হয়। সংস্থাটির রয়েছে একটি শ্রবণ কার্যক্রম (অডিও-সার্ভিস) যার মাধ্যমে রয়টারের সংবাদদাতাদের বিশেষ বিশেষ কণ্ঠস্বর-বিবরণী গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনাল (ইউ.পি.আই) ও এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এ.পি) :—এ দু'টো হচ্ছে মার্কিনী সংস্থা এবং একে অপরের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবরের জন্য নিশ্চিতভাবে সংস্থা দুটো মূল্যবান কাজ করে থাকে। সংবাদ সংস্থা দুটো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। যেমন—মধ্যপ্রাচ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, এবং ইসরাইল। রয়টারের মত ইউ.পি.আই-এরও রয়েছে বিরাটাকার একটি শ্রবণ কার্যক্রম। একমাত্র উত্তর আমেরিকাতেই শতশত কেন্দ্রে এই সার্ভিসের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। শ্রবণযোগ্য বিষয়বস্তু সহযোগে স্বাধীন বেতার সংবাদ সরবরাহের চুক্তির আওতায় এই সংস্থা, বৃটেনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

অডিও-সার্ভিস ব্যয়-বহুল হলেও ছোট ছোট সংস্থার জন্য অত্যন্ত কম ব্যয় সাপেক্ষ। কারণ সারা বিশ্বে বিশেষ সংবাদদাতা রাখতে যে ব্যয় হয় তার তুলনায় খরচ কম। অবশ্য কারো নিজস্ব কোন লোকের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য অতটা সুবিধেজনক বা মর্যাদাসম্পন্ন না হলেও এর মাধ্যমে যথোপযুক্ত কাজ লাভ করা যায়।

বেশীর ভাগ বার্তাকক্ষই কেবল একই সংস্থার দেয়া তথ্য গ্রহণ করতে অনীহা দেখিয়ে থাকে। অবশ্য যদি না তা নিশ্চিতরূপে সঠিক তথ্য হয়। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই মানুষ শিখতে পারে কখন এককভাবে একটি সংস্থাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে, কখন কোন ঘটনার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া চলে এবং একক সংস্থা পরিবেশিত খবর প্রচারের ক্ষেত্রে কি সারবত্তা বা দুর্বলতা রয়েছে। সংবাদ সংস্থাগুলো কোন ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। যাঁরা ভাল অনুলিপি-পরীক্ষক তাঁরা প্রায়ই কোন একটি সংস্থাকে টেলিফোন করে তাঁদের এমন কোন বিষয় সম্পর্কে বলেন, যে বিষয়টি অন্য আর একটি সংস্থা থেকে দেয়া হয়েছে। আর এভাবেই তাঁরা বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাই করে থাকেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংবাদ বুলেটিন

সংবাদ বুলেটিনগুলোই হচ্ছে কোন বেতার কেন্দ্রের জন্য দিবসের প্রধান কেন্দ্র বিন্দু। শেষ সংবাদ বুলেটিনের পর থেকে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন খবরকে তাঁদের একীভূত করতে হয়। বার্তা বিভাগ সারাদিন ধরে হঠাৎ করে পাওয়া যেসব গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রচার করেন সেগুলোকেও তাঁদের আপটু-ডেট করে তুলতে হয়।

বুলেটিনগুলোকে ভালভাবে শ্রেণী-বিন্যাস করার লক্ষ্যে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ এই দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। অন্যকথায়ঃ খবরের প্রধান প্রধান সময়ে ঐতিহ্যগতভাবে প্রাতরাশকালীন (৬টা—৯টা), দুপুরের খাবারের সময় (১২টা—২টা), সান্ধ্যকালীন (৫টা—৭টা) এবং শোবার আগের মূহূর্তে (১১টা—১২টা) যেসব খবর প্রচার করা হয় তাকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বুলেটিন বলা হয়। আর প্রধান সময়ের বাইরে প্রচারিত বুলেটিনগুলোকে কম গুরুত্বপূর্ণ বুলেটিন মনে করা হয়। শেষ প্রধান সময়ের পর থেকে যা ঘটে চলেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রধান বুলেটিনে তা সংক্ষেপ করা উচিত। যেমন প্রাতরাশকালীন বুলেটিনগুলো এমনসব শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা উচিত যাঁরা আগের দিন শোবার পর থেকে কোন খবরই শোনেন নি। আবার প্রাতরাশের পর থেকে খবর শোনেন নি এমন বহু লোকের কথা মনে রেখেই দুপুরের খাবারের সময়কার বুলেটিন তৈরী হওয়া উচিত। কাজেই এসব বুলেটিনে ব্যাপক আকারে এবং বেশী করে এমনসব খবর যোগ করার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে যা হয়ত দীর্ঘকাল ধরে ঘটে চলেছে, অথচ সাম্প্রতিক খবরের ওপর একটা পূর্ণাঙ্গ সারসংক্ষেপ শুনতে ব্যগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ। এই বুলেটিনগুলোতে প্রধান প্রধান খবর প্রচারিত হবে এবং ঐ সময়ের বড় বড় ঘটনা দিয়ে শুরু করতে হবে। নতুনতম ঘটনা বা বিষয় দিয়েই যে সূচনা করতে হবে এমন কোন কথা নেই।

বার্তা-সম্পাদক হিসেবে আপনার উচিত হবে যতটা সম্ভব প্রকৃত বা যথার্থ ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করা। যেমন-সাক্ষাৎকার, কিছু কণ্ঠস্বর বিবরণী, বা ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন। এগুলোকে সংক্ষেপ করে ৩০ থেকে ৪০ সেকেণ্ড সময়ের উপযোগী করে প্রচার করতে হবে যাতে করে বুলেটিনের গতিধারা অব্যাহত থাকে।

বেতারের খবরের পরিবেশনা হবে অভিনিবেশিত, সুষ্ঠু ও মনোযোগসম্পন্ন। খুব বেশী আলাপী ধরনের, ঘরোয়া বা দ্রুত হবে না। বুলেটিনগুলোকে অবশ্যই হতে হবে বিশ্বাসযোগ্য ও দায়িত্বসম্পন্ন। শ্রোতাদের অবশ্যই অনু-

ধাবন করতে হবে যে, এর প্রতিটি বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ এবং কোন না কোনভাবে তাঁদের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বুলেটিনের বিষয়বস্তু ও ঘটনার বিন্যাসকে ক্রমাগত বদলে দিতে হবে। ঘটনাগুলোকে যতটা সম্ভব নতুনরূপ দিতে হবে (অথবা কিছু বুলেটিনের জন্য সেসব রেখে দেখা যেতে পারে)। কিন্তু লেখার জন্যই লিখতে হবে, এধরনের প্রবণতা সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। একটি সুলিখিত রচনায় খবরের দিকটিই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যা খারাপ রচনার বেলায় হয় না। কাজেই কেউ যদি নতুন বিষয়বস্তু যোগ না করে কেবল একই কথা বারবার লিখে যান, তাহলে দেখা যাবে, খুব শীগ্‌গিরই তার সংবাদমান সুপ্ত হয়েছে। অথবা চিরতরে তা হারিয়েও গেছে।

বুলেটিনগুলোকে সতেজ রাখতে হলে তার উন্নততর উপায় হচ্ছে ছোট ছোট ঘটনা যোগ করে যেতে হবে যা একবার পড়েই বদলে দেয়া হয়। (সম্ভবতঃ পরবর্তী বুলেটিনগুলোতে সেসব স্বতন্ত্রভাবে যোগ করা হতে পারে।) প্রধান ঘটনা (একটি বা দু'টি) স্বাভাবিকভাবেই ক্রমাগত পরিবর্তিত হবে, খবর পাঠকের পড়ে যাওয়া নতুন নতুন বিষয়ে পরিবর্তন আনার জন্যে কখনও কখনও একটি বাস্তব ঘটনার সংক্ষিপ্ত রূপ (একটি সন্নিবেশ) বিষয়টির মধ্যে যোগ করা যেতে পারে। এই সন্নিবেশিত অংশে বিষয়গতভাবে অবশ্যি নতুন দিক থাকতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুলিপিকৃত ঘটনা দিয়ে কোন সন্নিবেশিত অংশকে বাদ দেয়া যেতে পারে। এই অনুলিপিটি হবে সম্পূর্ণ নতুন একটি লিখিত রচনা—সন্নিবেশিত অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন সববিষয়ই যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সংবাদে যে কেবল দিবসের দুর্ঘটনাজনিত খবরই থাকে তা নয়। অবশ্য এগুলোর গুরুত্বও রয়েছে। যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাও অনেক ঘটে আর সেসব যে একটা খারাপ খবর তাও নয়। প্রতিটি বুলেটিনে দুর্যোগের খবর এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনার মধ্যে সাহায্য রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। তা না হলে আমরা শুধু যে খারাপ খবরেরই স্বার্থবাহক, এ ধরনের খোলাখুলি সমালোচনার সম্মুখীন হব। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড এবং বিমান দুর্ঘটনার চেয়ে খরচের পরিধি অনেক ব্যাপক অন্যান্য ঘটনাও ঘটছে যতটা সম্ভব সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করুন।

অস্থানীয় খবর এমনকি কোন বিদেশী সংবাদ দিয়েও খবর শুরু করতে ভীত হবেন না। গ্রামের রাস্তায় কি ঘটছে, জনসাধারণ শুধু তাতেই আগ্রহী—এ ধারণার স্বাভাবিক অপনোদন হওয়া দরকার। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের সাথে সাথে ব্যাপকতর বিষয়ে জনসাধারণকে উপলব্ধি করানোর ক্ষেত্রে খবর একটি অন্যতম শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, বুলেটিনগুলোর হওয়া উচিত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর একটি সুসমন্বিত মিশ্রণ।

একই রকম বিষয়, যেমন ধর্মঘট, শিল্প ও আদালত ঘটিত ঘটনা নিয়ে একটি পুরো বুলেটিন তৈরীর চেষ্টা করা উচিত হবে না। যদি একই রকমের অনেক খবরের সমাহার থাকে, হয় সে সবকে একই নামে চালিয়ে দিন এবং তাড়াতাড়ি ব্যবহার করে দেখুন নতুবা কোন প্রতিবেদককে একই কণ্ঠস্বর বিবরণী-ভুক্ত করবার জন্য দিয়ে দিন।

কখনও কখনও বড় ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ কোন ঘটনা সংঘটিত হলে বুলেটিনের বেশীরভাগ জায়গাজুড়ে এই ঘটনার কথাই থাকবে। এমনটি হলে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে এর একটা সেতুবন্ধন রচনা করতে হবে এবং তা হবে এরূপ, "এখন শুনুন অবশিষ্ট খবর।"

প্রকৃতিগতভাবে ঘটনাগুলোকে এক সাথে যোগ করে দেয়া যেতে পারে। আবহাওয়ার খবরের সঙ্গে ছুটির দিনের খবর, সড়ক, মৃত্যু অথবা দুধ ওয়ালাদের ধর্মঘটের খবর সংযুক্ত হতে পারে।

একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বুলেটিনের অর্থ এও দাঁড়ায় যে, অধিকাংশ লোক এর বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হবে। যতটা সম্ভব সাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণভাবে স্থানের নাম এবং বিদেশী এলাকার উল্লেখ থাকবে (যদি না তা সুপরিচিত অথবা বিষয়ের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় যার দরুন এসব বাদ দেয়াটা হাস্যকর মনে হবে)। বিষয়ের অতিশয্যে শ্রোতৃগুলীকে বিব্রত করবেন না।

বেতার-সংবাদের বড় দিক হচ্ছে তার তাৎক্ষণিকতা। একটি খবরকে সরাসরি প্রচারের জন্য বহিঃপ্রচার ব্যবস্থা সম্বলিত টেলিভিশন সংস্থাপনের কাজটি খুব জটিল এবং ব্যয়বহুল। অথচ বেতারের বেলায় দরকার শুধু একজন লোক এবং একটি দূরালাপণী যন্ত্র।

কোন ঘটনা প্রচার করতে গিয়ে বিষয়টির সার্বিক দিক কাজে লাগানোর ব্যাপারে আশংকিত হবেন না গভীরতর তথ্যানুসন্ধানের জন্য সংবাদ অনুষ্ঠানের স্থায়িত্বকাল যেখানে দীর্ঘ সেখানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত সংবাদ-বুলেটিনের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য ; প্রতিবার প্রচারের ক্ষেত্রে একটি চলতি ঘটনাকে টাটকা ও নতুন রাখার জন্য এটা একটি চমৎকার পন্থা, কোন বিষয়কে ফেলে দেবেন না। বিষয়টিকে বুঝতে চেষ্টা করুন। এর মধ্যে বিভিন্ন মতের সন্ধান করুন, গভীরভাবে উপলব্ধির সাথে সাথে বিষয়টিকে নিয়ে চিন্তা করুন।

যথার্থতা

শ্রোতৃমণ্ডলীর মাঝে দু'ধরনের শ্রোতা রয়েছেন—এক শ্রেণীর শ্রোতা বাস্তবধর্মী এবং অপরশ্রেণী আশ্চর্যজনকভাবে মুখর। প্রথমোক্ত শ্রেণী কোনরূপ অলংকরণ ও যথার্থতা ছাড়াই শুধু সরাসরি খবর শুনতে পক্ষপাতী। তাঁরা চান একটি একক কণ্ঠ হতে পরিবেশিত সরাসরি খবর প্রচার। তাঁদের পছন্দ আগে খবর, পরে সংবাদ-পরিপূরক যা হবে—অবিমিশ্র ও পৃথক।

অপর শ্রেণীভুক্তরা চান যেরকম খবর ঠিক সেভাবেই বলে যান। এঁরা যথার্থতার ব্যাপারে বেশী কিছু জানতে চান না, তা সে স্টুডিও থেকে প্রচারিত কণ্ঠস্বর-বিবরণী হোক, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হোক অথবা হোক কোন সাক্ষাৎকার। এঁরা পাত্রের ঠুনঠুন শব্দ যেমন পছন্দ করেন তেমনি করেন সাইরেনের নিনাদ এবং বন্দুকের আওয়াজ। অর্থাৎ সবকিছুতেই তাঁদের আগ্রহ রয়েছে। সম্ভবতঃ এঁরা দুই উগ্র-শ্রেণী। আধুনিক কালের সংবাদে বেশীর ভাগ শ্রোতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে এই উভয় ধরনের প্রচুর বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

সেই সঙ্গে আমি অবশ্য মনে করি যে, "প্রচ্ছন্ন উপস্থিতির" ধারণার মত বেতারের কথা সর্বদা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। যতক্ষণ যথার্থ বিবরণী সংক্ষিপ্ত, সহজে বোধগম্য, আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশিত ও কারিগরী দিক থেকে গ্রহণ-যোগ্য, ততক্ষণই বুলেটিনে তা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তবে সন্নিবেশিত অংশ থাক বা না-থাক বিষয়গুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখা উচিত। আমাদের কানে যত প্রকারের শব্দ পেঁৗছে তার মধ্যে বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত শব্দই মনে রাখা যায়।

বিষয়ের দৈর্ঘ্য : কোন্ কোন্ বিষয় কতগুলো যোগ করা হবে তা মেপে যেভাবে সংবাদ বুলেটিন তৈরী করা হয় ঠিক অনুরূপভাবে বিষয়ের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও সমতা বিধান করার প্রয়োজন পড়ে। কিছু বিষয় হবে দীর্ঘায়িত আবার কিছুবা সংক্ষিপ্ত। কোন বুলেটিনে অন্ততঃপক্ষে দু'পৃষ্ঠা-সম্বলিত প্রতিটি বিষয়ের সংযোজনা যেমন একে নীরস শোনাবে তেমনি মাত্র দু'টি বাক্যসংযুক্ত প্রতিটি ঘটনার অবতারণার ফলেও তা অদ্ভুত মনে হবে। একটি ভাল বুলেটিন ভাল একটি রচনার মতই। কিছু বাক্য দীর্ঘ, কিছু হ্রস্ব, প্রচুর ব্যঞ্জনা ও আলো আঁধারী এতে থাকবে। ঠিক যেসব জিনিস থাকলে একটি রচনা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে, তেমনি মনোমুগ্ধকর ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে একটা সংবাদ বুলেটিন। দুটো জিনিসের সাহায্যে একটি বিষয়ের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করা যাক—এর গুরুত্ব এবং অন্যান্য চিত্তাকর্ষক বিষয়ের লভ্যতা। যে-কোন পরিস্থিতিতেই, একটি বুলেটিনে একই সাথে সব সময় বিশটি বিষয়ের সংযুক্তি কাম্য হতে পারে না।

এখন দেখা যাক্ দুটো বেতার নেটওয়ার্ক— বিবিসি ও স্বাধীন বেতার সংবাদ—Independent Radio News (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রেডিও নিউজ) কিভাবে ১৯৭৩ সালের ২১শে নভেম্বর বুধবার বেলা ১টায় সংবাদ-বুলেটিন প্রচার করেছে। বি বি সি'র বুলেটিন ছিল ১০ মিনিটের। I R N-এর ১৫ মিনিটের—(এর মধ্যে ছিল ৩ মিনিটের খেলাধুলার খবর যা এখানে দেখানো হয় নি)। বুলেটিনের আকার,

বিষয়বস্তুর নির্বাচন, ধারা এবং সাধারণভাবে সংবাদ বিচারের জন্য দু'টোর তুলনা করা যাক্।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রেডিও নিউজ (লণ্ডন ব্রডকাস্টিং কোম্পানী)

শুভ-বিকেল, এখন বেলা ১টা। মাইক লিউস (Mike Lewis) খবর পড়ছি। বৃটেনের গাড়ীচালকরা পেট্রোলের ওপর বিধিনিষেধজনিত প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন।

ঘণ্টায় ৫০ মাইলের নতুন স্বেচ্ছাক্রমিক গতিসীমার দরুন লরী-চালকদের সময়মত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হতে পারে। তাদের কাজের সময়-সীমা বাড়ানোর জন্য হয়ত তাদের বাণিজ্য ও শিল্প-বিভাগকে অনুরোধ করতে হতে পারে।

কিছু কিছু গ্যারেজ প্রতিটি মোটর গাড়ীর চালককে চার গ্যালন পর্যন্ত পেট্রোল বরাদ্দ দিচ্ছে। আর কিছু বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। গতরাতে অর্ধেকেরও বেশী নৈশকালীন গ্যারেজ সন্ধ্যের আগে-ভাগেই বন্ধ হয়ে যায়।

স্বাধীন সার্ভিস কেন্দ্রগুলোর মালিকরা আশংকা করছেন যে, হয়ত তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে যদি পেট্রোল কোম্পানীগুলো তাদের নিজেদের জায়গায় পেট্রোল সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেয়।

খুচরো পেট্রোল-ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, মিঃ জিওফ্রে এ্যাট্‌কিন্‌সন (Mr. Geoffrey Atkinson) আমাদের প্রতিবেদক কলিন (Colin) পার্কেসকে (Parkes) তাঁর সদস্যদের উদ্বেগের কথাটি জানিয়েছেন।

সন্নিবেশ : ৪৩ সেকেণ্ডের। শেষ শব্দ : 'জনসাধারণের প্রতি।'

মিঃ জিওফ্রে এ্যাটকিন্‌সন (Mr. Geoffrey Atkinson)

তেল সংকটের অর্থ মোটর গাড়ীর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ঘটনার অবসান।

আর. এ. সি (RAC) বলছেন, তেল ঘাটতির দিনগুলোতে তাঁরা এ'ধরনের কোন প্রতিযোগিতার আয়োজনে সম্মত হবেন না।

তবে ভাড়া করা গাড়ীগুলো এখনও স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছে বলে মনে হয়। একটি কোম্পানী জানিয়েছেন, তেল সংকটের ফলে এখনও তাঁদের অসুবিধে হয়নি এবং এখনও তাঁরা খরিদ্দারদের তেলের ট্যাংক ভর্তি করে তেল সরবরাহ করতে পারছেন।

কয়লা খনির শ্রমিকদের বিরোধ এবং কয়লা বোর্ডের দেয়া বেতন সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রস্তাব বিবেচনার জন্য, শ্রমিক নেতৃবর্গ লণ্ডনে বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন।

বৈঠকের সর্বশেষ বিবরণীর জন্য আমাদের শিল্প সংক্রান্ত সংবাদদাতা নোয়েল হাউয়েলকে (Noel Howell) দিচ্ছি :

সরাসরি : শেষ শব্দ : ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট রেডিও নিউজ-এর জন্য গ্রস্‌ভেনর হাউজ (Grosvenor House) থেকে নোয়েল হাউয়েল (Noel Howell) বলছি—"

কিন্তু দেশের শিল্প-বিরোধের এখানেই শেষ নয়। মনে হচ্ছে একের পর এক বিরোধটি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। লরী ডগলাস (Lawrie Douglas) এর বিস্তারিত ভাষ্য।

সরাসরি : শেষ শব্দ "সারাদেশে"

এতক্ষণ লরী ডগলাস (Lawrie Douglas) বললেন।

প্যারিস থেকে পাওয়া অসমর্থিত খবরে বলা হয়েছে যে, প্যারিসে সোভিয়েট বাণিজ্যিক উপদেষ্টাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ সকালে প্যারিসের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে খবরটি বের হয়েছে।

গেরী লগ্রান (Gerry Laughran) এর পাঠানো বিবরণী :

সন্নিবেশ : ৩৫ সেকেণ্ডের। শেষ শব্দ : "প্যারিসে (অবস্থানরত) লগ্রান"

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে ফরাসী বাণিজ্য ইউনিয়নগুলো একদিনের সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করেছেন। ফ্রান্সের বৃহত্তম দু'টো ইউনিয়ন—দি জেনারেল লেবার কনফেডারেশন এবং ডেমোক্র্যাটিক লেবার কনফেডারেশন—'ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা কমাও' ধ্বনি সহকারে ৬ই ডিসেম্বর কাজ বন্ধ রাখার পরিকল্পনা নিয়েছেন। তাঁরা বলছেন যে, বছরে শতকরা দশভাগ হারে জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে। আর সরকার, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করবার জন্য খুব বেশী কিছুই করছেন না। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দরুন কেবল ইউনিয়নগুলোই যে অসন্তুষ্ট তা নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইউনিয়ন বলছেন যে, তাঁরাও কাজ বন্ধ রাখতে চলেছেন।

এবং খুচরো ব্যবসায়ীরা গত সপ্তাহের মত দোকান-পাট ও রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেয়ার হুমকী দিচ্ছেন। কসাইরা সরকারী চাপের প্রতিবাদে মাংস কেনা স্থগিত রাখতে পারেন।

বৃটিশ আইনবেত্তা সমিতি জনসাধারণের গোপনীয়তা রক্ষণ অধিকারের নিশ্চয়তার জন্য আরো কড়া ব্যবস্থাদি চান। তিন হাজার আইনজ্ঞের প্রতিনিধিত্বকারী সমিতি সখের গোয়েন্দা ও অন্যান্য অনুমোদিত লোকজনের কাছে পুলিশের (রেকর্ড) নথিপত্র হস্তান্তর করা হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন রয়েছেন এবং তাঁরা একথা লিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

সমিতির সভাপতি, মিঃ জেফ্‌রী গর্ডন (Mr. Jeffrey Gordon) বলেন, যাঁরা বহু বছর ধরে গোলযোগের বাইরে রয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনায় তিনি সন্ত্রস্ত। বিশ বছর আগে হলে তা হতে পারত।

সন্নিবেশ : ৪০ সেকেণ্ডের : শেষ শব্দ : "এ সম্পর্কে"।

মিঃ জেফ্‌রী গর্ডন (Mr. Jeffrey Gordon)।

আগস্ট মাসে ইটালীর একটি যাদুঘর থেকে চুরি যাওয়া এক লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের চিত্রকর্ম সম্পর্কে ইতালীয় পুলিশের কাছ থেকে নির্দেশের জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অপেক্ষা করছেন।

দু'সপ্তাহ আগে স্কটল্যাণ্ড-এর একজন অভিজাত ব্যক্তির প্রাক্তন স্ত্রী ওয়েষ্ট এণ্ড (West End) এর চিত্রকলা ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে তা বিক্রির জন্য নিলে, ইয়ার্ড এই চিত্রকর্মটি আটক করেন।

ম্যাডোনা ও তার সন্তানের ওপর চিত্রকর্মটি অঙ্কন করেছেন ম্যানটেগ্‌না (Mantegna)। বোল্‌গনার, (Bologna) একটি যাদুঘর থেকে এটা চুরি করা হয়।

স্ত্রীলোকটি লণ্ডনের গোয়েন্দাদের জানিয়েছেন যে, এটা যে চুরির মাল, তা তিনি জানতেন না। তিনি এরপর অষ্ট্রেলিয়া ফিরে যান।

কড্‌ (Cod) যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এখনও চলছে বলে মনে হয়, কয়েক সপ্তাহ আগে সরকারীভাবে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। আইসল্যাণ্ড-এর সমুদ্রে বৃটেনের মাছ ধরার অধিকার নিয়ে নতুন কোন বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠ্‌তে পারে বলে মনে হয়।

রেকজ্যাভিক (Reykjavik) থেকে চার্লস একবার্গ (Charles Ekburg) বলছেন :

সন্নিবেশিত অংশ : ৫১ সেকেণ্ডের : শেষ শব্দ : "হস্তান্তর করা"।

দেশে, ডার্বিশায়ার-এ (Derbyshire) ক্লে ক্রস-এর (Clay Cross) বিদ্রোহী পারিষদরা স্থানীয় (হাতের সাহায্যে কাজ করা) শ্রমিকদের শুক্রবারে তাদের বেতন দানের জন্য তাদের ব্যাংকের সঙ্গে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের এই কারণে এটা করতে হচ্ছে যে, চেক-এ স্বাক্ষর করবার ক্ষমতাসম্পন্ন কেরানী এবং প্রধান অর্থ আধিকারিকরা ধর্মঘটী ৩০ জন পরিষদ কর্মচারীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

পারিষদরা নিজেরাই চেক-এ স্বাক্ষর করবার এবং ব্যাংক থেকে শ্রমিকরা যাতে তাদের বেতন সংগ্রহ করতে পারে সেই ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে তাঁরা, ৩০ জন ধর্মঘটীর আজকের বৈঠকের একটি সার্থক ফলাফল আশা করছেন।

বেলফাষ্ট (Belfast) এ শাসনতন্ত্রের পক্ষে ৩টি দল উত্তর আয়ারল্যাণ্ড-এর সেক্রেটারী মিঃ হোয়াইটল (Mr. Whitelaw) এর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন। তাঁরা আশা করছেন এই বৈঠকই হবে চূড়ান্ত এবং এতেই উত্তর আয়ারল্যাণ্ড-

পরিষদের ক্ষমতা-ভাগাভাগির ব্যাপারে একটি নির্বাহী পরিষদ গঠন করা যাবে।

মিঃ হোয়াইটল (Mr. Whitelaw) আগামীকাল কমন্স-সভায় বৈঠকের ওপরে তাঁর বিবরণ পেশ করবেন।

প্রায় সপ্তাহখানেক যাবৎ নিখোঁজ, চেসায়ার (Cheshire)-এর একজন লোকের সন্ধানে অনুসন্ধানীদল স্নোডোনিয়া-র (Snowdonia) ঢালু জায়গায় বরফ ও কুয়াশার মাঝে তাঁদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ম্যাকল্‌স্‌ফিল্ড (Macclesfield)-এর পর্বতারোহী মিঃ পীটার ডায়মণ্ড-এর (Mr. Petir Diamond) জন্য প্রায় শ'চারেক লোক কার্ণেডিউ (Carneddau) পর্বতমালা অনুসন্ধানে বের হয়েছেন।

ওয়েল্‌স-এর (Wales-এর) এই অভিযান হচ্ছে অন্যতম বৃহৎ। এরকম অভিযান এখানে খুব কমই চালানো হয়েছে।

লস এঞ্জেল্‌সে ২৪ ব্যক্তিকে হত্যার জন্য একজন যুবককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই ২৪ ব্যক্তি গত সপ্তাহে এক কক্ষে অগ্নিকাণ্ডে মারা যায়। অগ্নি-কাণ্ডের কয়েকঘণ্টা বাদে, পুলিশ একটি পার্ক-এর বেঞ্চে ঘুমন্ত অবস্থায় আঠারো বছর বয়সের যুবকটিকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায় যে, যুবকটি আগুন ধরিয়ে দেয়ার কথা স্বীকার করেছে এবং বলেছে যে, মাত্র কিছু সময় হল তাকে রাজ্যের একটি শিল্প-বিদ্যালয় থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে তাকে আগুন লাগানোর দায়ে আটক রাখা হয়েছিল।

কৃষিজীবীদের জাতীয় ইউনিয়নের সদ্য-প্রকাশিত একটি জরীপে বলা হয়েছে যে, বৃটেনের জনসাধারণ দেশের কৃষি ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পক্ষে ব্যাপকভাবে মত দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে : বেশী পরিমাণে খাদ্য-চাহিদা ব্যবস্থা করা।

আমাদের কৃষি-সংবাদদাতা ডেভিড এ্যাডিস্‌ (David Addis) বলছেন : সরাসরি—

এতক্ষণ আমাদের কৃষি-সংবাদদাতা ডেভিড এ্যাডিস্‌ (David Addis) এর কথা শুনলেন।

নিউজীল্যাণ্ডের ডুবুরীরা ৬০ হাজার পাউণ্ডেরও বেশীদামের গহনা, একটি ক্ষুদ্র স্টীমারের ভগ্নাবশেষ থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন। ৭৬ বছর পূর্বে এক প্রচণ্ড ঝড়ে স্টীমারটি ডুবে যায়।

এস, এস, চাসমানিয়া নামের এই স্টীমারটি নিউজীল্যাণ্ড-এর মাহিয়া (Mahia) উপদ্বীপের অদূরে নিমজ্জিত হয়।

ওয়েলিংটনের একজন হীরক ব্যবসায়ীর এই গহনাগুলো, নৌকোর জন্য ছুটোছুটির সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে।

ক্যাম্ব্রিজের কমক'রে হলেও ১৬টি কলেজ ও সরকারী ভবন, লাল ও বেগুনী

বর্ণের বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে লেপে দেয়া হয়েছে। পুলিশ বলছে, দুষ্ট লোকেরা এরোসোল ছিটিয়েছে।

ক্ষতির পরিমাণ এক হাজার পাউণ্ড বলে মনে করা হচ্ছে। একজন লোক পুলিশের অনুসন্ধান কাজে সাহায্য করছে।

ফিনল্যাণ্ড-এ একজন স্ত্রীলোক, ফার্টিলিটি (Fertility) ওষুধ সেবনের মাধ্যমে পরিণত সময়ের আগেই কুইনস-এর (quins) জন্ম দিয়েছে।

সরকারী কর্মকর্তারা বলছেন, পাঁচটি শিশুই এখনও বেঁচে রয়েছে তবে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

চলতি মাসে অনুরূপ অবস্থার মাঝে এ'নিয়ে দ্বিতীয়বার এই হাসপাতালে একের অধিক শিশুর জন্মলাভ ঘটল।

স্পেনে কিছুদিনের জন্য অবস্থানরত যুবরাজ 'চার্লস' ডিউক অব ওয়েলিংটন-এর এলাকায় আজ সকালে পাখি শিকারে গিয়েছেন। এখানে তিনি তাঁদের পরিবারের অতিথি হিসেবে রয়েছেন। যুবরাজ চার্লস ও ডিউকের বাইশ বছরের কন্যা লেডী জেন (Jane) ওয়েলেস্‌লী (Wellesly)র মধ্যে প্রেমের গুজব সত্ত্বেও এই শিকারের সময়টাতে তিনি বাড়ীতেই ছিলেন।

শিরোনাম সমূহ

বৃটেনের গাড়ী চালকরা পেট্রোল-সরবরাহের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। তেল সরবরাহের ব্যাপারে অবাধ সার্ভিস পরিচালনাকারী মালিকরা বলছেন, এই অবস্থা চলতে থাকলে তাঁদের ব্যবসা ছেড়ে দিতে হতে পারে।

খনি শ্রমিকদের নেতারা কয়লা বোর্ডের দেয়া সর্বশেষ বেতনের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য এই মুহূর্তে লণ্ডনে বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। বৈঠক যখন চলছে সে সময় মিঃ হীথ (Mr. Heath) পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য ডাউনিং স্ট্রীট-এ তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে আবার দেখা করেন।

প্যারিস থেকে পাওয়া অসমর্থিত খবরে বলা হয়েছে, প্যারিসস্থ সোভিয়েট দূতাবাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১০ জন সোভিয়েট বাণিজ্য উপদেষ্টাকে গোয়েন্দাবৃত্তির কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ডার্বিশায়ারের ক্রে ক্রস-এর বিদ্রোহী পারিষদরা স্থানীয় (হাতেকর্মী) শ্রমিকদের বেতন দানের জন্য তাঁদের ব্যাংকের সঙ্গে জরুরী বন্দোবস্ত করছেন। কেরানীরা ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই হচ্ছে এখনকার সংবাদ। বেলা দেড়টায় স্থানীয় খবরের পরবর্তী বুলেটিন প্রচারিত হবে। আরো পরে বেলা দু'টায় প্রচারিত হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ-বুলেটিন।

বিবিসি রেডিও চার (বিবিসি রেডিও ফোর)

খনি শ্রমিক নেতারা যখন কয়লা-বোর্ডের সঙ্গে তাঁদের সর্বশেষ বেতনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, মিঃ হীথ তখন জ্বালানি পরিস্থিতি ও সাধারণভাবে অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে আবার বৈঠকে বসেছেন।

বৃটেনের নিজের জ্বালানী সমস্যা সত্ত্বেও, বৃটেন ইউরোপের সঙ্গে তার ব্যবসা-গত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে লাখ লাখ গ্যালন পরিশোধিত তেল ও পেট্রোল রফতানী করছে। তেলের জন্য অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা অনেক বেশী এবং তার একজন মন্ত্রী এ সময় বলেছেন, আরবদের ভূমি জোর ক'রে কুক্ষিগত করার কোন অধিকার ইস্রায়েলের নেই।

বেলফাস্টে, কিভাবে আসন-বন্টন হবে, এ ব্যাপারে দলীয় সংঘাতের মধ্যে মিঃ হোয়াইটল, (Mr. Whitelaw) উত্তর আয়ারল্যাণ্ড-এর ঘটনাবলী পরিচালনা করতে সক্ষম একটি নির্বাহী পরিষদ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করেছেন।

জ্বালানি সরবরাহের দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে আরো একটি সকাল অতিবাহিত হল। লণ্ডনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে: কয়লাবোর্ডের দেয়া সর্বশেষ বেতনের প্রস্তাব নিয়ে খনি শ্রমিক-ইউনিয়নের জাতীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠক চালিয়ে যাওয়া। ইউনিয়ন সদর দফতরের বাইরে থেকে খবর দিতে গিয়ে আমাদের শিল্প সংবাদদাতা জন হাস্‌কেন (John Hosken) বলছেন:

সরাসরি: শেষ শব্দ: "ভাগ্যটাই বড় কথা।"

বিশ্ব জ্বালানি সংকটের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ব্যবস্থা সম্পর্কে এখন বলা হচ্ছে। মিঃ হীথ (Mr. Heath) আজ সকালে ডাউনিং স্ট্রীটে তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেন। তাঁদের আলোচনা প্রধানতঃ জ্বালানি পরিস্থিতির পর্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। সর্বশেষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। দেশের সর্বত্র মোটর-গাড়ীর গ্যারেজগুলো আবার তাদের খরিদ্দারদের প্রত্যেককে তেল সরবরাহের পরিমাণ ২ থেকে ৪ গ্যালন ক'রে সীমিত করে দিচ্ছে: অন্যরা গ্যারেজগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিচ্ছে। বড় বড় তেল-কোম্পানী পরিস্থিতিকে কষ্টকর বলে বর্ণনা করলেও এখনও সংকটজনক মনে করছেন না।

বাণিজ্য ও শিল্প-বিভাগ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, জ্বালানি-ঘাটতি সত্ত্বেও বৃটেন লক্ষ লক্ষ গ্যালন পরিশোধিত তেল ও পেট্রোল রফতানী ক'রে যাবে।

একজন মুখপাত্র বলেন, স্ক্যাণ্ডিনাভিয়া ও আয়ারল্যাণ্ডের মত ইউরোপীয় দেশগুলোতে তেল সরবরাহের জন্য দীর্ঘস্থায়ী রফতানী ব্যবস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এদিকে, প্রধানতঃ তেলের জন্যই জাপান বেশীমাত্রায় অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির দরুন অনেক জাপানী কর্মকর্তা আরব দেশগুলো ও ইস্রায়েলের প্রতি তাঁদের দেশের নীতি পুনর্বিবেচনার আহবান জানাচ্ছেন। একজন জাপানী মন্ত্রী বলেছেন, আরব-ভূমি নিজেদের দখলে রাখার কোন অধিকার ইস্রায়েলের নেই। টোকিও থেকে আল্‌কালিসন (Al Cullison)-এর পাঠানো বিবরণ :

সন্নিবেশ : শেষ শব্দ : "টোকিওতে"।

আরো বেশী এ্যাম্বুলেন্স-কর্মী বেশী বেতনের দাবীতে শিল্প-সংক্রান্ত সংঘবদ্ধ কার্যক্রমে যোগ দিয়েছে।

কোন সতর্কবাণী ছাড়াই আজ সকালে ইপ্‌স্‌উইচ্‌ (Ipswich) চালকরা তাদের ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট শুরু করেছে।

জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য শুধু দুটো এ্যাম্বুলেন্স-এর কর্মীরা কর্তব্যরত রয়েছেন।

পীটারবর্‌ও ও হ্যাণ্টিংডন্‌ (Peterborough ও Huntingdon) নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে লোকজন সেখানেও কাজ শুরু করে দিয়েছে।

বেশ কয়েকটি প্রাদেশিক দৈনিক কাগজের সাংবাদিকরা বেতন সংক্রান্ত বিরোধের ওপর বেছে বেছে ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের এই ধর্মঘট সপ্তাহান্ত পর্যন্ত চলবে।

সাংবাদিকদের জাতীয় ইউনিয়ন কোন্‌ কোন্‌ কাগজ এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'বে বা কতজন সাংবাদিক এর সাথে জড়িত, তা বলেন নি। যে-সব সান্ধ্যকালীন কাগজের সাংবাদিকরা কাজে যোগ দিয়েছেন বলে জানা গেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে : হাল ডেইলি মেল (Hull Daily Mail), দ্য মিড্‌ল্‌বরও ইভ্‌নিং গেজেট (The Middlesbrough Evening Gazette), দ্য কাম্বারল্যাণ্ড ইভনিং নিউজ (The Cumberland Evening News), দ্য সাউথ শীলড্‌স গেজেট (The South Shields Gazette). দ্য ব্রাইটন ইভ্‌নিং আরগাস (The Brighton Evening Argus).

এই বিরোধের সঙ্গে জাতীয় সংবাদপত্রগুলো জড়িত নেই।

বেতনবোর্ডের চেয়ারম্যান, স্যার ফ্রাংক ফিগুইর্‌স্‌ (Sir Frank Figgures) বলেছেন, দক্ষতামূলক পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দকৃত বেতনের বাইরে, অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বৃদ্ধিকে মেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে, সরকারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, তৃতীয় পর্যায়ের বিষয়টি (স্টেজ থ্রী অব্‌ দি গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোলস) গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আরো বেশী ক'রে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চারের প্রয়োজন রয়েছে।

বৃদ্ধির সাম্প্রতিক উচ্চহার অনির্দিষ্টকালের জন্য বজায় রাখা চলতে পারে না।

স্যার ফ্রাংক (Sir Frank) লণ্ডনে শিল্প-সংক্রান্ত এক সামাজিক সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে এ'কথা বলেন।

তিনি বলেন, বেতন সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নের ওপর বোর্ডের রিপোর্ট আসন্ন প্রায়।

যে সব দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে একটি বিশেষ ক্ষেত্র মনে করতে হবে।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর আলোচনা শুনুন।

মিঃ হোয়াইটল (Mr. Whitelaw) দলীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য বেলফাষ্ট-এ বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। মনে করা হচ্ছে, প্রদেশটির শাসনকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে বেলফাষ্ট-এ ত্রি-দলীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের জন্য এ যাবৎকালের আলোচনার মধ্যে এটিই হবে সবচাইতে সংকটজনক অধিবেশন।

দ্য ইউনিয়নিস্টস্ ও দ্য এস্‌ডিএল্‌পি (The Unionists ও the SDLP) এই দু'প্রধান দলের মুখপাত্ররা বৈঠকের আগে মতান্তর ঘটা সংক্রান্ত তীব্র বিরোধের কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। আমাদের উত্তর আয়ারল্যাণ্ড-এর রাজনৈতিক সংবাদদাতা ডব্লিউ, ডি, ফ্ল্যাক্‌স্ (W. D. Flackes) বলছেন :

সন্নিবেশ : শেষ শব্দ ঃ "রাত্রিকালীন"।

চব্বিশ ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ দক্ষিণ আরমাগ (Armagh)-এর একজন ডাক-পিয়নের জন্য অনুসন্ধান কাজ অব্যাহত রয়েছে। সে যে ধরনের গাড়ী চালাচ্ছিল, সীমান্তের উত্তর দিকে ডাবলিনের (Dublin) প্রধান রাস্তায় সে রকম একটি গাড়ী আজ সকালে পাওয়া যায়। বেলফাষ্ট থেকে পাঠানো বব্ ফ্রেণ্ড (Bob Friend)-এর বিবরণী :

সন্নিবেশ : শেষ শব্দ : "রাজনৈতিক সম্বন্ধযুক্ত"।

সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা 'তাস' দাবী করেছে যে, রাশিয়া ও চিলির মধ্যে বিশ্বকাপ নিয়ে যে হৈ-চৈ শুরু হয়েছে তা ইংল্যাণ্ডকে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্রেরই অংশ হিসেবে ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কিয়ে দেয়া হ'য়েছে। সংস্থা আরো বলছেন, আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন ফিফা-র (FIFA-র) বৃটিশ সভাপতি, স্যার স্ট্যান্‌লি রাউস (Sir Stanley Rous) এই ষড়যন্ত্রের পেছনে রয়েছেন।

তাস-এর ধারণা হচ্ছে এই যে, ফিফা স্যান্টিয়াগো (FIFA, Santiago)-তে চিলির সঙ্গে যোগ্যতা প্রমাণ করার ম্যাচে রাশিয়াকে খেলতে আদেশ দিয়েছে আর তারা জান্‌ত যে, এতে রাশিয়া রাজী হ'বে না এবং খেলা থেকে বাদ পড়ে যাবে। এর ফলে পোল্যাণ্ডসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো খেলায় অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকবে। পোল্যাণ্ড, এর আগে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দিয়েছিল। এভাবে স্যার এ্যাল্‌ফ (Sir Alf)-এর লোকরা তখন পোল্যাণ্ডের জায়গা অধিকার করবে।

অপরাধ সংক্রান্ত নথিপত্র-দফ্‌তর থেকে তথ্যসমূহ কোন ক্ষমতা ছাড়াই সখের গোয়েন্দাদের কাছে হস্তান্তর করা হতে পারে বলে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে আইনজীবীদের উদ্বেগের কথা জানিয়ে বৃটিশ আইনজীবী সমিতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে পত্র দিয়েছেন।

তাঁরা গোপনীয়তার ব্যাপারে বিধিবদ্ধ অধিকার চান।

সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ জেফ্‌রী গর্ডন (Mr. Jeffrey Gordon) জানাচ্ছেন, প্রকাশ হ'য়ে পড়ার ঘটনা প্রমাণিত হ'লে তা হবে সরকারী গোপনীয়তা আইনের বরখেলাপ।

আবহাওয়া : (পূর্বাভাষের বিবরণ বাদ দেয়া হ'য়েছে।)

খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আবার শোনাচ্ছি (পুনর্বার শিরোনাম পড়ে শোনান।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

ভাল সাক্ষাৎকারের অর্থ হচ্ছে বিষয়টিকে দ্রুত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তুলে ধরা, যাতে করে সঠিক প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তত্ত্বগতভাবে ভালো সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী হওয়া যায় না অভ্যাসের ভেতর দিয়েই এটা অর্জন করা যায়—কিন্তু অভ্যাস দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হবে তত্ত্বের ধারণার ওপর। ভাল সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল, দ্রুত চিন্তাশক্তি, আর অনর্গল প্রশ্ন করবার ক্ষমতা আসে কেবল অভ্যাস থেকে—এ'কথা বলার ওপর আমি খুব বেশী একটা জোর দিতে পারি না। কাজেই প্রাথমিক অবস্থায় আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণের বেলায় এগুলোর অভাব থাকলেও ভেঙ্গে পড়ার কিছু নেই। কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন। হঠাৎই একদিন এই দক্ষতা আসবে।

সাধারণ সাক্ষাৎকার

কোন সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে, আপনাকে অবশ্যই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে হবে। সম্ভবতঃ ঘটনার পশ্চাদভূমি সম্পর্কে কিছু বলা হতে পারে। ঐ ব্যক্তি বা বিষয়ের পেছনের ঘটনাবলীর সাথে সাথে আসলে কি জানতে চাওয়া হচ্ছে, তার একটা সাধারণ রূপরেখাও সম্ভবতঃ দেয়া হতে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ মুহূর্তে কেন আপনি এই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন? জীবন বা রাজনীতির কোন্ গুরুত্বপূর্ণ দিক এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে অথবা কোন্ গ্লানি বা অপবাদ এর মাধ্যমে প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে?

সাধারণ কতগুলো সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে: তথ্য সংগ্রহ, কিছু রয়েছে, কোন বিষয়কে পরখ করা অথবা বহুমুখী বিতর্কের কোন একটি দিক ফুটিয়ে তোলা। সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র-উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে এর কাজটি মনস্তাত্ত্বিকও হ'তে পারে (বিবিসি টেলিভিশনে অনেক বছর আগে "মুখোমুখি" সিরিজে জন ফ্রিম্যান (John Freeman) যেমন চমৎকার করে এটা ফুটিয়ে তুলেছিলেন)। আরো কিছু সাক্ষাৎকারের কথা বলা যায় যার মাধ্যমে শ্রোতারা চলতি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে একটা আবেগ অনুভব করার ক্ষেত্রে উত্তেজনার সঞ্চার করবে। কিছু রয়েছে, সবটাই আমোদ-প্রমোদজনক। উদ্দেশ্য যাই থাক্ না কেন, প্রথম থেকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

প্রস্তুতি: প্রস্তুতির কাজটি অপরিহার্য। সুযোগ ঘটলে রাস্তার লোকটি (শ্রোতা)

যে-সব প্রশ্ন করতে পারে সে-সব প্রশ্নের ধারা খুঁজে বের করতে হবে। প্রশ্নগুলো যেন খুব বেশী ব্যবহারিক ও বিশেষ ধরনের না হয়, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ ক্ষুদ্র কোন গোষ্ঠীর লোকদের চাইতে বেশী সংখ্যক লোকের স্বার্থের দিকে নজর রাখতে হবে। (অবশ্য যদি না সাক্ষাৎকার গ্রহণের ধরন এরকম হয় তাহলে)।

ভাল সাক্ষাৎকার গ্রহণের তিনটি দিক রয়েছে, তাহল, যাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে তিনি কি বলতে চান, শ্রোতারা কি জানতে চান এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কোন্ বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

প্রশ্নমালা ঃ প্রশ্নের আকারে সাক্ষাৎকার নিতে হবে আর প্রশ্নগুলো এমন হতে হবে যাতে করে, যাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে তাঁর মনে, তাঁকে কি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ না দেখা দেয়। প্রশ্ন অস্পষ্ট হলে সাক্ষাৎকারটিও অস্পষ্ট হবে। আর যাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া হচেছ, তিনিও প্রশ্নের অস্পষ্টতার কারণে জবাব এড়িয়ে যাবেন।

প্রশ্নটিকে হতে হবে একক, পরিচ্ছন্ন, ভুলত্রুটি মুক্ত। শ্রোতৃমণ্ডলী ও সাক্ষাৎকার দানকারী উভয়ের কাছে তা হতে হবে পরিষ্কার।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হওয়া উচিত। যতই এলোমেলো হবে ততই তর্কের সূত্র হারিয়ে যাবে, সময়ের অপচয় ঘটবে এবং সাক্ষাৎকারটি হয়ে উঠ্‌বে বিরক্তিকর। জনসাধারণ সাধারণতঃ জবাবটি যতটা শুনতে আগ্রহী। প্রশ্নের বেলায় ততটা নয়। কাজেই তাঁরা এলোমেলো প্রশ্নকারীর কোন সাক্ষাৎকার ততটা শুনতে চান না।

একবারে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। তা না হলে, সবাই সবকিছু গুলিয়ে ফেলবে। সাক্ষাৎকার দানকারী প্রশ্নের সবচে' সহজ একটি দিকেরই উত্তর দেয়ার সুযোগ পাবেন। অবশ্য, যদি প্রশ্ন এমন হয় যে, তার পটভূমি বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে বিশ্লেষণটিও সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। যেখানে দীর্ঘ প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে পারা যায় না সেখানেও আসল প্রশ্নটি সংক্ষেপ করতে হবে ঃ

কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা মনে করতে পারেন যে, আপনার দেয়া সব তথ্যই ভুল ভ্রান্তিতে ভরা। দৃষ্টান্ত হিসেবে আপনার সর্বশেষ বইতে আপনি বলেছেন, প্রায় ৩ হাজার বছর আগেমাত্র এই বিশ্বের জন্ম হয়েছে। তাহলে আপনার দেয়া তথ্য আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত সব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নিশ্চিত পরিপন্থী বলেই মনে হবে।

আপনি কিভাবে এই তথ্য আবিষ্কার করলেন?

প্রাথমিক যোগাযোগ ঃ কোন জটিল বিষয় বা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করাই যদি আপনার সাক্ষাৎকার নেয়ার উদ্দেশ্য হয় তাহলে সাক্ষাৎকারদানকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার কিভাবে নেয়া যেতে পারে সে-সম্পর্কে আলোচনা করাটা সবচাইতে

ভাল হবে। কি কি বিষয় সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কোনটির পরে কোন্‌টি জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, এভাবে আপনারা আপনাদের দু'জনের (অথবা ততোধিক) মধ্যে সিদ্ধান্ত নিন।

যেখানে স্বার্থের বিরোধ নেই সেখানেই অবশ্য এ' ধরনের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব। বিশেষ কোন ব্যক্তি এমন কোন বিষয় উত্থাপন করতে চান যা-নাকি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছে অবশ্যই চ্যালেঞ্জ যোগ্য বলে মনে হবে, কিংবা যতটা তিনি জানেন, তার চাইতে কম বলতে চান অথবা এমন সব প্রশ্ন যেগুলোকে সাক্ষাৎকার দানকারী আদপেই জিজ্ঞেস করা উচিত হবে না বলে মনে করেন তাহলে সেক্ষেত্রে, শুধুমাত্র বিষয়ের ব্যাপকতা ও অত্যন্ত সাধারণ দিক ছাড়া আগেই কিছু আলোচনা করাটা উচিত হবে না। "আমাকে আপনার জিজ্ঞাস্য কি ?"—এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হলে, আপনার প্রত্যুত্তর অবশ্যই সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য অথচ এড়িয়ে যাবার মত হতে হবে। "ওহ্‌। আমি এখনও চিন্তাই করিনি। আমি আগে থেকেই ঠিক ঠিক প্রশ্নগুলি কখনও লিখে রাখি না" অথবা হ্যাঁ. সাধারণভাবে আপনার পদ্ধতি কিভাবে কাজ করছে ইত্যাদির ওপর আমি জিজ্ঞেস করব এবং পরে কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কেও আলোচনা করব। সাক্ষাৎকার নেয়ার কাজটি শুরু না হওয়া পর্যন্ত এবং আমাদের সাক্ষাৎকার কোন্‌দিকে মোড় নিচ্ছে তা-না জানা পর্যন্ত এটুকুই, শুধু আমি আপনাকে বলতে পারি।"—কতকটা এ'ধরনের আর কি।

আপনি অবশ্যই কোনসময় এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দেবেন না, যেখানে সাক্ষাৎকারদানকারী বলবেন যে, আমি এ'সব বিষয়ের ওপর কোন জবাবই দেব না। সেক্ষেত্রে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস না করাই শ্রেয়। আপনি রাজী থাকলে, তাঁকে কোন প্রশ্ন না করাটাই হবে আপনার জন্য সম্মানজনক। সবচেয়ে ভাল হয়, সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে এ'ধরনের কোন বিষয়ের অনুরোধের অবকাশ না দেয়া। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে, আপনার প্রশ্নের উত্তরে তিনি তখনও হয়ত "এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে প্রস্তুত নই" ধরনের কিছু বলতে থাকবেন। আর আপনিও ঠিক এইটিই তাঁর কাছ থেকে শুনতে চান। সাক্ষাৎকারদানকারী ব্যক্তি কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাইলে, তাঁকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মধ্যেই তা করতে দেয়াটা অনেক ভাল হবে। এর ফলে শ্রোতারা তখন তা শুনবার পর নিজেদের মধ্যেই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

কোন অবস্থাতেই পূর্ব-নির্ধারিত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে সম্মত হবেন না। এই নীতি সর্বতোভাবে পরিহার করুন। কারো সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগেই তিনি যদি পূর্বাহ্নেই প্রতিটি প্রশ্ন ঠিক ঠিক জেনে থাকেন, তাহলে তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়াটা উচিত হবে না। — যদি না অবশ্য সাক্ষাৎকারের শুরুতেই এ' বিষয়ে পরিষ্কার কিছু

না জানা যায়। আমি ব্যাক্তিগতভাবে তাঁকে তাড়াতাড়ি এই প্রশ্ন করারই চেষ্টা করব, "কেন আপনি শুধু নির্ধারিত প্রশ্নের মধ্যেই আপনার সাক্ষাৎকার সীমিত রাখতে চান?"

একবার যদি আপনি পূর্ব-নির্ধারিত প্রশ্ন করতে সম্মত হন, তাহলে আপনার কাজটা জনসংযোগ কর্মচারীর মত হয়ে দাঁড়াবে।

সঠিক হতে হবে: রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিতসুলভ লোকেরা বিমূর্ত (বা দুরূহ) চিন্তাধারায় অভ্যস্ত। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতে ভালবাসেন। ভুলে যান যে, এটা জনসাধারণের খুব একটা কাজে আসে না। শ্রোতারা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বিষয় দেখতে উৎসাহী নন। তাঁরা তাঁদের গৃহ নির্মাণ সমস্যা বা আর্থিক সংকোচের সমাধান কিভাবে হবে, তাই জানতে চান।

কর্ম-সম্পাদনা: এমন সব প্রশ্ন তৈরী রাখতে হবে, যেগুলো জিজ্ঞেস করা হবে এবং নাও করা হতে পারে। এক্ষেত্রে সবসময় সাক্ষাৎকারের ধারা বুঝে যেকোন প্রশ্ন করবার স্বাধীনতা রাখতে হবে। কিন্তু সাক্ষাৎকার দানকারী ব্যক্তি কি বলছেন, সেদিকে লক্ষ্য না করে আপনার নিজস্ব প্রশ্নের তালিকা দেখে প্রশ্ন করবার মধ্যে আপনি হীনমন্যতার পরিচয় দেবেন না। যেমন:

"আপনি কতটা লম্বা?"

"৬ ফুট"

"আর উচ্চতা? ওঃ হ্যাঁ, আপনি ত, এইমাত্র বলেছেন।"

সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় আপনাকে আপনার মতামত সুগঠিত করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিশেষ কোন দৃষ্টিভংগীর ব্যাপারে আপনি যা জানতে চান সাক্ষাৎকার দানকারী লোকটি তার চাইতে বেশী কিছু বলছেন আর তা কৌতূহল-উদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ এমন হলে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এ প্রসঙ্গ চেপে গিয়ে অন্য কিছুর অবতারনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রশ্ন করবেন, না যেভাবে আলোচনা চলছে তাই চলতে থাকবে?

প্রায়ই এ ধরনের সাক্ষাৎকারের কথা শোনা যায় যা থেকে ধারণা জন্মে যে, সাক্ষাৎকারের মধ্যে উত্থাপিত হতে পারে এমন সব দিক বা প্রশ্নের জবাবগুলোর ব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ব্যক্তি আগে থেকেই স্থির করে রাখেন যে, তিনি অমুক অমুক সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।

প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে, পুনরায় জিজ্ঞেস করুন, প্রয়োজন হলে আবারও। কচিৎ কখনো অমুকে সত্য কথাটি বলছে না বলে আপনি প্রমাণ করতে সক্ষম হলেও আপনি তাঁর সে প্রথম মিথ্যাটি প্রকাশ করবেন না। ফলে হবে কি, ভদ্রলোক দ্রুত গুটিয়ে ফেলবার সুযোগ পাবেন। তাঁকে ক্রমাগত বিষয়ের গভীরে নিয়ে যান,

যতক্ষণ না তিনি পুরোপুরিভাবে ঐ অবস্থায় উপনীত হন যেখান থেকে আর তাঁর পিছু হটবার অবকাশ নেই, আর ঠিক সেই সময় আপনি তাঁকে হতচকিত করে দিন।

খবরের জন্য সাক্ষাৎকার

বুলেটিনের জন্য অথবা কোন অনুষ্ঠানের জন্যই হোক, সংবাদ-সাক্ষাৎকারর জন্য একটি নিশ্চিত কৌশল ও দৃষ্টিভংগীর দরকার হয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত থাকলেও আমি মনে করি যে, বিশেষভাবে আপনি সংবাদ-সাক্ষাৎকারে ক্ষেত্রে খুব একটা অভিজ্ঞ না হয়ে থাকলে, যতটা সময়ের প্রয়োজন তার চে' বেশী সময় ধরে সাক্ষাৎকার নেয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এটা সত্য যে, যত বেশী অভ্যস্ত হওয়া যায়, ততই প্রধান প্রধান দিকগলো অনুধাবন করা সহজতর হয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, সঠিক জবাব নিন এবং এইভাবে চলতে থাকুন। সরাসরি প্রচারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনাকে যত্ন সহকারে অবশ্যই চিন্তা করে নির্ধারিত সময়ের ভেতরেই তা শেষ করতে হবে, আর যদি ধারণ করে রাখার জন্য হয়, তাহলে (স্বাভাবিকভাবে যা হয়ে থাকে) সাক্ষাৎকারটি সম্পাদনা করবার অবকাশ থাকে বলে তা (সাক্ষাৎকার) অব্যাহত রাখার মধ্যে কোন অসুবিধে নেই।

এভাবেই আকস্মিক বিষয়ের অবতারণা হয়—যা মূল ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কখনও কখনও দেখা যায় সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় এমন সব বিষয় বেরিয়ে পড়ে যা মূল বিষয়ের থেকে আরো ভাল সংবাদ তৈরী করতে সাহায্য করে। মুল সাক্ষাৎকারটি যতই ভাল হোক না কেন: সম্পাদনার মধ্যেই এটা আরো উন্নত হয়ে উঠে।

সরাসরি প্রচারিত কোন সাক্ষাৎকার নেয়ার বেলায় সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করে দু'টো কিংবা তিনটে বড় ধরনের প্রশ্ন রেখে, তার উত্তর কি হয়, সেটি শুনতে হবে। অতিরিক্ত কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে এবং উত্তরগুলোর ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হবে। আগের প্রশ্নের উত্তর কি ছিল এবং পরবর্তী প্রশ্নের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া কি, এ বিষয়ে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা না ক'রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তাঁর তিনটি বা চারটি প্রশ্নের ওপরই যদি একাগ্রতা নিবদ্ধ রেখে যান, তাহলে সেরকম সাক্ষাৎকারের চাইতে খারাপ সাক্ষাৎকার আর কিছু হতে পারে না।

ভাল সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দ্রুত চিন্তা করার, সংক্ষেপে ও অনর্গল বলে যাবার আর সবার ওপর পশ্চাদভূমি (পটভূমি) সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞানের অধিকার থাকা দরকার। প্রকৃতপক্ষে কোন প্রস্তুতি ছাড়াই তাঁকে সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য সক্ষম হতে হবে—অথচ তাঁর আস্থা থাকতে হবে যে, তিনি যে-সব প্রশ্ন করছেন। সত্যিকার অর্থেই সেগুলো মৌলিক ধরনের।

পক্ষান্তরে, অনেক সময় দেখা যায়, ঘটনার গতিশীলতা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ-

কারীর জ্ঞানের অভাবকে ভাল অর্থে কাজে লাগানো যেতে পারে। "সর্বশেষ এই ঘটনা সম্পর্কে আমি আদৌ কিছু জানি না। শ্রোতাদেরও কিছুই জানা নেই। আমরা কি জানতে পারি?"

সময়ের দীর্ঘ-স্বল্পতার কথা স্মরণ রাখতে হ'বে। প্রচারিত হবার আগেই কার্যকারিতা হারিয়ে যেতে পারে, জিজ্ঞাস্য এমন সব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময় নিরূপণ করবেন না। উদাহরণস্বরূপ, চারদিনের মধ্যে সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হবার কথা থাকলে কোন গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়া সংক্রান্ত খবরের ওপর আলোচনা করবেন না। ততক্ষণে এটা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পরিণত হতে পারে।

কখনই অবান্তর কথা বলবেন না অথবা শ্রুতিকটুর স্থলে শ্রুতিমধুর বাক্য ব্যবহার করবেন। ব্যক্তিবিশেষ মৃত হলে তাকে তাই বলুন, যদি সে সমকামী হয় তাকে সে ভাবেই তুলে ধরুন। তাকে দুর্বল ব্যক্তি বলে বিকল্প শব্দ ব্যবহার করবেন না যাতে করে সমকামী ব্যক্তি নিজেকে অপমানিত মনে করতে পারেন। কেউ কালো হলে—বিষয়গতভাবে সাক্ষাৎকারের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রয়োজনে এবং তাঁর কালো রংকে আপনি উল্লেখ করতে চাইলে, তাঁকে আপনি কৃষ্ণকায়ই বলুন—বর্ণগত বা নিগ্রো বলবেন না। তাঁকে অন্য যেকোনভাবে বর্ণনা করলে কালো ভদ্রলোকটিকে নিশ্চিতভাবেই অপমান করা হবে।

কখনই কোন ব্যাপারে মতামত দেবেন না। কিংবা বিতর্কমূলক ধারণার প্রশ্রয় দেবেন না। উদাহরণ হিসেবে, হয়ত এক চক্ষুবিশিষ্ট কোন লোকের সাক্ষাৎকার আপনাকে নিতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তাঁর যে মারাত্মক রকমের (শারীরিক) অযোগ্যতা রয়েছে তার উল্লেখ করবেন না। তিনি হয়ত তার খুঁতকে কোনো ত্রুটিই মনে করছেন না। তাই আপনার এ ধরনের অনুকম্পা প্রদর্শনকে উনি নিশ্চিতভাবেই ভাল চোখে দেখবেন না।

এসব অনুমান বা ধারণার ফলে সাক্ষাৎকার দানকারী ব্যক্তি প্রশ্নের বিষয়গত তর্ক উত্থাপন করে এর উত্তরদানে বিরত থাকতে পারেন। রাজনৈতিক সাক্ষাৎকারের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। বিপরীত-মত উত্থাপন করে কোন রাজনীতিবিদকে চ্যালেঞ্জ করলে, সেক্ষেত্রে মতামতটা যে আপনারই সেটা বুঝতে দেবেন না। অন্য কারো উপরে চাপিয়ে দিন। আর যখনই সম্ভবপর মনে হবে, তখনই এটা কোন ব্যক্তি বিশেষের অথবা সংস্থার বেলায় প্রয়োগঃকরুন—সাধারণভাবে যাদের কর্তৃপক্ষীয় বা নিরপেক্ষ বলে বিবেচনা করা হয় তাঁদের ওপর।

আস্থা ঃ প্রতিটি লোকের ক্ষেত্রেই স্নায়ু ক্রিয়া করে।—তবে তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। যেমন, (মাইক্রোফোনের) স্বর-বিবর্ধক যন্ত্রের সামনে কিছু লোক অনেক ধীর গতিতে চিন্তা করেন—অনেকে আবার খুব বেশী দ্রুত। স্নায়বিক এ' ক্রিয়ার

একমাত্র প্রকৃত প্রতিষেধক হচ্ছে : "অভিজ্ঞতা, অভ্যাস আর আস্থার সমন্বয়।" "এখানে আমিই দায়িত্বশীল কর্মী"—এ ধরনের মানসিকতা থাকলে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ওপর তার বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

শিষ্টতা বা সৌজন্যের কিছু দিক : অমার্জিত হবেন না, তর্জন গর্জন করবেন না, গোপন বিষয় জানতে চাপ দেবেন না এবং ন্যাক্কারজনক প্রশ্ন করবেন না।

কিভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া উচিত নয়, তার একটি উদাহরণ :

জ্যাক দ্য মনিও (Jack de Manio) তাঁর 'টু অন্টি উইথ লাভ'(To Auntie with Love) গ্রন্থে, একজন বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি কি ধরনের প্রাতরাশ করেন, তা প্রকাশের লক্ষ্যে যে সাক্ষাৎকার নেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

আমরা চেয়েছিলাম এমন একজন লোক যিনি শারীরিক দিক দিয়ে সুগঠিত, ধনী, ও Vorty ব্যক্তি—শিকার করা পাখি, ময়ূরের মগজ, উটপাখীর জিভ্ এবং অরটলান্স (Ortolans) দিয়ে প্রাতরাশ করেন। কাজেই আমরা যখন দেখলাম মিঃ গুলবেনকিয়ান (Mr. Gulbenkian) আমাদের কল্পনার কাছাকাছি লোক, তাঁর কাছে গেলাম।

"বলুন, মিঃ গুলবেনকিয়ান, আপনি সাধারণতঃ প্রাতরাশে কি কি খান?" ভারী ও গম্ভীর গলায় তিনি বললেন," দেখুন, এমনিতে আমি সাধারণতঃ এক কাপ চা-ই খেয়ে থাকি।"

অস্বাভাবিক নীরবতা শেষে প্রশ্ন করা হল : "শুধু এক কাপ চা?"

"হাঁ, এক কাপ চা-ই শুধু।"

"আপনি আর কিছু খান না?"

"না, খেতেই হবে এমন নয়।"

"আপনার খাবার তালিকায় আর কিছু নেই?"

"আমি মাঝে মধ্যে শুক্‌নো একটি বিস্কুট খেয়ে থাকি।"

"এই-ই সব? আমার ত মনে হয় আপনার যে অবস্থা তাতে আপনি যা ইচ্ছে খেতে পারেন অথচ আপনি বলছেন, আপনি মাত্র এক কাপ চা ও একটি শুক্‌নো টোস্ট বিস্কুট খান।"

"হাঁ, ঠিক তাই। এসবই আমি সাধারণতঃ খেয়ে থাকি।"

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ইতিমধ্যে স্নায়বিক-বৈকল্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হবার মত অবস্থা। কাজেই বিষয় বদলিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "লণ্ডন সফর করতে এসে আপনি কিরূপ আনন্দলাভ করছেন, মিঃ ...."

"ধন্যবাদ। খুব ভাল"

"এখানে বসবাস করবার কোন ইচ্ছে কি আপনার রয়েছে?"

"দেখুন, যেহেতু গত ৬০ বছর ধরে আমি এখানে আছি, সে হিসাবে ন্যায়-সঙ্গতভাবে আমি বলতে পারি, হয়ত-বা আমি এখানে থেকেও যেতে পারি।"

"সত্যি, আমি দুঃখিত। আমার ধারণা ছিল যে, আপনি প্রায়ই পর্তুগাল গিয়ে থাকেন।"

"না, আমি আমার সারা-জীবনে কোন সময়ই পর্তুগালে ছিলাম না।"

"ওহ্, তাই না কি?" অদ্ভুত ত'?"

"না, আমি মনে করি না এটা কিছু অদ্ভুত। পর্তুগালে বসবাস করবার ইচ্ছে আমার কোনদিনই ছিল না। কাজেই কখনই আমি সেখানে যাইনি।"

"কিন্তু, আপনি একজন পর্তুগীজ, তাই নয় কি?"

"না, আমি আর্মেনিয়ার অধিবাসী।"

—জ্যাক দ্য মনিও'র "টু আণ্টি উইথ লাভ্" (To Auntie with Love) থেকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সম্পাদনা

সংবাদদাতাদের পাঠানো সাক্ষাৎকার কিংবা তথ্যাবলী প্রায়ই বড় আকারের হয়। এসবের সম্পাদনার প্রয়োজন রয়েছে। কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত কোন সাক্ষাৎকার, বুলেটিনে সন্নিবেশ করার জন্য বড় বেশী দীর্ঘ। সংবাদদাতাদের পাঠানো বিষয়গুলি সাধারণতঃ কোন সমস্যা নয়। কারণ কতটা বড় হবে, তা আপনি নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। তথাপি কখনও কখনও সেগুলো সম্পাদনা করবার দরকার হয়ে পড়ে। এর তুটো কারণ থাকতে পারে— হয় সেটি কোন অনুষ্ঠানের জন্য পাঠানো হয়েছে—যার কিছুটা অংশ কোন বুলেটিনে নেয়া যেতে পারে নতুবা হতে পারে এটি পরম্পরাগত অথবা প্রতিক্রিয়াধর্মী বিষয়। এসব সম্পাদনা করা কঠিন কিছু নয়। প্রায়ই পাঠানো বিষয় থেকে একটি বা তুটি বাক্য বাদ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। ভূমিকা হিসেবে বিষয়টির তাৎপর্য খুব বেশী না থাকলে, সন্নিবেশিত অংশের প্রথম কয়েকটি লাইন বাদ দিয়ে ভূমিকার আকারে এটি পড়া যেতে পারে। সন্নিবেশিত অংশের শেষের বাক্যাবলীর বেলায়ও এটা প্রযোজ্য।

সাক্ষাৎকার সম্পাদনার কাজটি এতটা সহজ নয়। সম্পাদনার ফলে কোন সাক্ষাৎকার ভালও হতে পারে অথবা তার গুণাগুণ নষ্টও হয়ে যেতে পারে। ভাল সম্পাদনার অর্থই হচ্ছে ভাল প্রচার। কিন্তু সম্পাদনার কাজটি বিরক্তিজনক, এরজন্য দরকার চিন্তাশক্তি, সময়, অভ্যাস ও ধৈর্য। অবশ্যই এটিকে পেশাদারী হতে হবে। হতে হবে সূক্ষ্ম ও সুন্দর। মূলবিষয়গত ধারণাটি যে-কোন উপায়ে এতে বজায় রাখতে হবে। বক্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথবা অভিপ্রায় যেন কখনো বিকৃত না হয়।

সম্পাদনা করতে গেলে প্রথম যে কথাটি মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছেঃ "কি কি বাদ দেয়া যেতে পারে?" এজন্য নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে, যাতে করে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে সুন্দরতর। এই কথাগুলোই সর্বদা মনে রাখতে হবে। "আমার কাছে বিষয়বস্তু ততটা নেই। কাজেই আমি কি কি যোগ করতে পারি?"— সব সময় এ' চিন্তা করলে চলবে না। বেতারের একজন ভাল পাঠক অথবা প্রযোজকের কখনই বিষয়ের তেমন কোন ঘাট্‌তি পড়ে না, যেখানে তাঁকে পুরো একটি সাক্ষাৎকার ব্যবহার করতে হয়। আর এ'কাজে, তাঁকে সাক্ষাৎকারটির এক-তৃতীয়াংশই প্রকৃতপক্ষে কাজে লাগানো উচিত। কোন দিক অপ্রাসঙ্গিক হলে এর থেকে সামান্য কিছুই পাওয়া যেতে পারে। কিংবা যেহেতু বেশীর ভাগ লোকেরই এতে আগ্রহ থাকে কম, কাজেই বাদ দিন।

ভাল সম্পাদনার ফলে সাক্ষাৎকারের গতিশীলতা অক্ষুণ্ণ থাকে। দীর্ঘ বিরতি ও নমনীয় অংশগুলোকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলুন। "ই আর এস" (ers) শব্দগুলি, (সব সময়ই নয়, বক্তার তোত্‌লামির সুখ্যাতি থাকলে) ছাঁটাই করুন। (একজন সুপরিচিত তোত্‌লামীকারীর বক্তৃতা থেকে সব ধরনের তোত্‌লামীর অংশ বাদ দেয়ার দরুন এটা স্পষ্টতঃ হাস্যকর হয়ে উঠবে)।

অতিরিক্ত প্রশ্নগুলি ছাঁটাই করুন এবং যেখানেই সম্ভব উত্তরগুলো বা উত্তরের অংশগুলোকে একত্রে গ্রথিত করুন। এর ফলে, গতিশীলতা বজায় থাকবে ও সময়ও বাঁচবে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বাদ দিন। এর দরুন সাক্ষাৎকার, বুলেটিন কিংবা অনুষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয় সহজ হয়ে উঠবে।

দৈর্ঘ্য: বিষয়ের কার্যকারিতা কতটুকু রয়েছে—এটা বিচার করেই এর দৈর্ঘ্য নিরূপিত হওয়া উচিত। আড়াই মিনিটের সাক্ষাৎকারে ৫০ সেকেণ্ড-এর কার্যকারিতা থাকলে এটা ৫০ সেকেণ্ডেরই হওয়া উচিত।

বিরতি: সব সময়ই স্বাভাবিক বিরতি দেয়া উচিত। একটির সম্পাদনার দরুন আরেকটি যেন নষ্ট না হয়। যদি না এটা স্বাভাবিক মনে হয় অথবা অন্য আরেকটি সাংঘাতিক ভুলের অবতারণা না করে। একটি অংশ শেষ হ'য়ে যাবার সময়, কণ্ঠস্বরের নিম্নগামিতার সঙ্গে অন্য একটি বিষয় যোগ করার কালে ক্রমনিম্ন কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন সাযুজ্য বজায় থাকে।

টেপ (tape) সম্পাদনার কৌশল

দু'টো উপায়ে টেপ-সম্পাদনা করা যেতে পারে: ধারণকৃত বিষয় বা তথ্য কাটছাঁট ক'রে এবং মূল টেপ থেকে অন্য টেপ-এ তোলার সময় ভাষান্তর করার মধ্যে দিয়ে। কতক দেশে এই পদ্ধতি বেশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ছোটখাটো প্রচার সংস্থাগুলোও এই ভাষান্তর পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছে। এর নিশ্চিত কারণ এই যে, সব সময় মূল্যবান টেপ কেটে এটা করার চাইতে এই পদ্ধতিতে সম্পাদনার কাজ কম ব্যয়-সাপেক্ষ। পদ্ধতিটি একেবারে সহজ। এর জন্য দরকার মাত্র দু'টো ধারণ করার যন্ত্র (রেকর্ডার)— একটির সঙ্গে অন্যটি সংযুক্ত। আপনি একটি টেপ থেকে অন্যটিতে ধারণ করুন— যেখানে আপনার প্রয়োজন হবে না সেখানে থেমে যান। যে-অংশটি পর্যন্ত আপনার দরকার, সেই অংশটি পর্যন্ত মূল টেপটি ঘুরিয়ে এরপর দু'টো রেকর্ডারই আবার চালু ক'রে দিন। পদ্ধতিটি হচ্ছে স্বচ্ছন্দ ধীরগতিসম্পন্ন, চালু করেই আবার বন্ধ ক'রে দেবার মত।

"কেটে যোগ করে দেয়ার" পন্থাই হচ্ছে যতদূর সম্ভব সবচেয়ে দ্রুততম উপায়। স্বাচ্ছন্দ্যময় ও পেশাদার পদ্ধতি। দুই পদ্ধতিতেই সাময়িকভাবে বিষয়ের প্রাথমিক সম্পাদনার কাজটি করা যেতে পারে—এটাকে বলা হয় স্বাচ্ছন্দ্যহীন সম্পাদনা। সবকিছু ঠিকঠাক হ'য়ে যাবার পর চূড়ান্তভাবে সম্পাদনার কাজ হাতে নিতে হবে।

সম্পাদনার একটি উদাহরণ

এ্যাসেনশন (Ascension) দ্বীপের একজন প্রতিবেদকের সঙ্গে টেলিফোনে প্রথম একটি প্রকৃত সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। দ্বীপ থেকে দূরে একটি জাহাজে আগুন লেগে যায়। যেহেতু তিনিই এই ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা দেন, কাজেই তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সংবাদ বুলেটিন, চলতি ঘটনাবলীর ওপর অনুষ্ঠান ও টেলিভিশনে এর অংশ-বিশেষ ব্যবহার করা হয়। বিবিসি'র স্থানীয় একটি বেতার কেন্দ্র থেকে সাক্ষাৎকারটির পুরোটাই প্রচারিত হয়। জাহাজটি ও যাত্রীদের কয়েকজনের ব্যাপারে কেন্দ্রটির স্বার্থ জড়িত ছিল।

এখানে শুরু থেকে অসম্পাদিত পুরো সাক্ষাৎকারটিরই প্রতিলিপি তুলে ধরা হ'ল :

প্রশ্ন : সম্ভবতঃ আপনি জাহাজটি, তার গন্তব্যস্থল ও কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে সব কিছু বলতে পারবেন।

উত্তর : সর্বশেষ যা ঘটেছিল তা হ'চ্ছে এই যে, জাহাজটি যখন এ্যাসেনশন দ্বীপ থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে, সে সময় এতে আগুন ধরে যায়। সেদিন ছিল শুক্রবার। শুক্রবার বিকেলেই জাহাজটি দ্বীপটি থেকে সেন্ট হেলেনার পথে যাত্রা শুরু করে। জাহাজটির অন্যতম অংশ বেতার যোগাযোগের কক্ষে আগুন ধরে গেলে বেতারে যোগাযোগ করবার মত কোন অবস্থা ছিল না। এরপর জাহাজটির আবাসিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে আগুন আয়ত্তে আনা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। ফলে শনিবার ভোরেই জাহাজটিকে পরিত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

প্রশ্ন : জাহাজটিতে কতজন যাত্রী ছিলেন?

উত্তর : এর ৮২ জন লোকের মধ্যে ১৯ জন ছিলেন যাত্রী। আজ সকালেই আমরা খবর পেলাম তেলবাহী জাহাজ জর্জ এফ. গেটি (George F. Getty) তাদের উদ্ধার করেছে। আমরা এখন যাত্রীদের এখানে ফিরে আসবার প্রতীক্ষা করছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা এখানে পৌঁছুবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : খবর পেতে বেশ কিছু দেরী হয়েছে। এর কারণ কি এই যে, তেলবাহী জাহাজটিই প্রথম খবরটি পাঠায়?

উত্তর : জন (John), আমার ত' তাই মনে হয়। দ্য গুড হোপ্ ক্যাস্ল (The Good Hope Castle) জাহাজটিতে বেতার যোগাযোগের আদৌ কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই আজই ভোরে আমরা তেলবাহী জাহাজটি থেকে প্রথম খবরটি পাই।

প্রশ্ন : ক্ষয়ক্ষতির কোন ধারণা দিতে পারেন কি? জাহাজটি কি এখনও ভাসছে?

উত্তর : খবরে মনে হয়, জাহাজটি এখনও পানির ওপরে। অথবা আজ এর আগে পাওয়া খবরে তাই বলা হয়েছিল। আগুনের বিস্তৃতি ব্যাপক ছিল বলেই

যাত্রীদের জাহাজটি পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছিল।

আহ্, প্রাণে বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেই আমরা এ ব্যাপারে আরো কিছু জানতে পারব।

প্রশ্ন : এ'ধরনের মালবাহী জাহাজের পক্ষে এতগুলো যাত্রী বহন কি অস্বাভাবিক?

উত্তর : হঁ্যা, জন, সাদাম্পটন (Southampton) থেকে কেপটাউন (Cape Town) পর্যন্ত যে দুটো জাহাজ নিয়মিত যাতায়াত করে, এ জাহাজটি তার একটি। দু'টোতেই যাত্রী বহনের ব্যবস্থা রয়েছে। জাহাজগুলিতে বেশী যাত্রীর বন্দোবস্ত নেই—মাত্র ১২ জনের স্থান রয়েছে। কিন্তু জাহাজ দু'টি এ্যাসেনশন দ্বীপ ও সেন্ট হেলেনার মধ্যে ছত্রিশ জন ডেক-যাত্রী আনা-নেয়া করে থাকে, কারণ দূরত্ব খুব কম। এই ব্যবস্থা দু'টো দ্বীপের মধ্যে যাত্রী পারাপারের ব্যবস্থার মতই।

প্রশ্ন : এখন কি হ'বে? আমার মনে হয়, এ লোকগুলোর অনেককেই কোন কোন না কোনভাবে সেন্ট হেলেনায় ফেরৎ পাঠানো হবে।

উত্তর : দেখ জন, এখানে একটা পরিহাসের দিক রয়েছে। জাহাজে আরো অনেক বেশী লোক থাকতে পারত। কিন্তু এই মুহূর্তে সেন্ট হেলেনায় প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা-মহামারী চলছে। এতে গত কয়েক সপ্তাহে প্রায় ১২ জন লোক মারা গেছে। কাজেই সেন্ট হেলেনায় কোন যাত্রী পাঠানো হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কেবল ছ'জনের একটি পরিবার এর ব্যতিক্রম ছিল। এরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য ফিরে যাচ্ছিল। তারা সেন্ট হেলেনায় যেতে চায় না এ্যাসেনশন দ্বীপেই অপেক্ষা করতে চায়—এ'দুটোর একটিকে বেছে নিতে বলা হ'য়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা যেতে চেয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, তারা তাদের সব অবলম্বন ও কাপড়-চোপড় হারিয়েছে।

প্রশ্ন : দ্বীপবাসীরা কিভাবে খাপ-খাইয়ে নিচ্ছে?

উত্তর : এ্যাসেনশন দ্বীপটি খুব ছোট। এর মোট জনসংখ্যা মাত্র ১২ শো। কাজেই এই ৮২ জন লোকের কোনরকম থাকবার বন্দোবস্ত করবার জন্য সহায়-সম্পদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দু'টো কুকুরও রয়েছে।

প্রশ্ন : ঠিক আছে, পীটার। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।

উত্তর : বিদায়, জন।

এটাই ছিল আসল সাক্ষাৎকার। মাত্র ৭ মিনিটের। যে-কোন বিষয়ের জন্যই অনেক বেশী দীর্ঘ। মোটের ওপর, সাক্ষাৎকারটির সংবাদ-মূল্য রয়েছে এবং কৌতূহলোদ্দীপক। কাজেই সাধারণ সাক্ষাৎকারের বেলায় প্রায় ৫ মিনিট স্থায়ী হ'তে পারে— এ'ভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত। চল্লিশ সেকেণ্ডের সন্নিবেশিত অংশ হিসেবেও ব্যবহৃত হ'তে পারে।

সংবাদ সন্নিবেশ

মনে রাখবেন, খবরের কেবল একটা সামান্য অংশ আপনাকে কেটে বাদ দিতে হবে। বাদবাকী বিষয় খবর পাঠক অনুলিপি দেখে তাড়াতাড়ি পড়ে শোনাবেন। সাক্ষাৎকারটিতে প্রথম যে-উত্তরটি দেয়া হয়েছে সেটি সংবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ। প্রথম প্রশ্নটি বাদ দিন, সেই সাথে উত্তরের প্রথম বাক্যটি "—সেন্ট হেলেনার পথে ছিল এবং" পর্যন্ত। যা কিছুই বলা হোক্‌না কেন তা প্রারম্ভিকরূপে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যেতে পারে। সন্নিবেশিত অংশের সূচনাটি হ'বে এ'ভাবে—"আমার মনে হয়, জাহাজটি যোগাযোগ করতে অপারগ হয়ে পড়েছিল"। "আমার মনে হয়" কথাটি বাদ দিন আর এইভাবে সন্নিবেশিত অংশের সূচনা করুন:

"জাহাজটি বেতার যোগাযোগ করতে পারেনি কেননা জাহাজটির অন্যতম অংশ - বেতার কক্ষে আগুন ধরে গিয়েছিল। অগ্নি আবাসিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে—নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে জাহাজটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।" "শনিবার ভোরে" কথাটি বাদ দিয়ে এখান থেকে আবার শুরু করুন। "জাহাজটিতে ১৯ জন যাত্রীসহ ৮২ জন লোক ছিল। তেলবাহী জাহাজ জর্জ এফ. গেটি তাদের তুলে নেয়।" এখানেই সন্নিবেশিত অংশ শেষ করুন। লক্ষ্য করুন যে, "আমরা আজ সকালে জানতে পেরেছি যে," অংশটি "এবং আমরা এখন প্রতীক্ষা করছি" থেকে "প্রায় ঘন্টা খানেকের মধ্যে" কথাগুলিও বাদ দিয়েছি।

সাধারণ সাক্ষাৎকার

এখানেও প্রথম প্রশ্নটি বাদ দিন। এটাকে সাধারণ প্রারম্ভিক বিষয়ের মধ্যে যোগ করতে পারেন। কাজেই আমরা শুরু করব:

জাহাজটি শুক্রবার বিকেলে সেন্ট হেলেনার পথে দ্বীপটি থেকে যাত্রা করে এবং এর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা—বেতার কক্ষে আগুন ধরে গেলে জাহাজটি থেকে বেতারে কোন যোগাযোগ করা যায়নি। আগুন এরপর আবাসিক অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখনই জাহাজটি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। "শনিবার সকালে" কথাটি বাদ দিন এবং তার পরবর্তী প্রশ্নও। পরবর্তী উত্তরের প্রথম থেকে সাক্ষাৎকার নেয়ার কাজ শুরু করুন। জাহাজটিতে ১৯ জন যাত্রীসহ ৮২ জন লোক ছিল। তেলবাহী জাহাজ—জর্জ এফ. গেটি তাদের তুলে নেয়—উত্তরের এই অংশ পর্যন্ত অবশিষ্টটুকু বাদ দিন।

বিশেষ একটা সময় কালের মধ্যেই সাক্ষাৎকারটি আবর্তিত হচ্ছে বিধায় উত্তরের বাকী অংশগুলোও বাদ দিন। পরবর্তী প্রশ্ন ও উত্তর কেটে দিন—যেখানে

প্রশ্ন দিয়ে শুরু হ'য়েছে সেখান থেকে সূচনা করুন।

প্রশ্ন : ক্ষয়ক্ষতির কোন ধারণা আছে কি? পরের বাক্য বাদ দিন।

উত্তর : প্রাপ্ত খবরে মনে হয় জাহাজটি এখনও ভাসছে। কিংবা আজ এর আগে পাওয়া খবরে ত' তাই বলা হ'য়েছিল। অগ্নিকাণ্ড সম্ভবতঃ খুব ব্যাপক ছিল বলেই জাহাজটি পরিত্যাগ করার জন্য বলা হ'য়েছিল।

পরের বাক্য বাদ দিন এবং প্রশ্ন দিয়ে শুরু করুন।

প্রশ্ন : এ'ধরনের একটি মালবাহী জাহাজের পক্ষে এত যাত্রী বহন কি অস্বাভাবিক ?

উত্তর : "হ্যাঁ, জন,"—কথাটি বাদ দিন। জাহাজটি সাদাম্পটন থেকে কেপটাউন পর্যন্ত নিয়মিত চলাচলকারী দু'টো জাহাজের একটি। "এবং জাহাজ দু'টিতে যাত্রী বহনের বন্দোবস্ত রয়েছে" কথাগুলি বাদ দিন। বেশী যাত্রী বহনের জায়গা জাহাজ দুটিতে নেই—মাত্র ১২ জনের স্থান সংকুলান হ'তে পারে। কিন্তু জাহাজ দুটি ডেক-এ ৩৬ জন যাত্রী নিয়ে এ্যাসেনশন ও সেন্ট হেলেনার মধ্যে নিয়মিত এক সার্ভিসে চলাচল করে ; কেননা এ'দুটো দ্বীপের মধ্যে যাতায়াতের সময় খুব কম। পরের বাক্য ও প্রশ্ন বাদ দিন। পরবর্তী উত্তরের দ্বিতীয় বাক্য থেকে আবার শুরু করুন। জাহাজটিতে আরও অনেক বেশী যাত্রী থাকতে পারত কিন্তু সেন্ট হেলেনায় এখন খুব বেশী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী চলছে। এতে গত কয়েক সপ্তাহে প্রায় ১২ জন লোক মারা গেছে। কাজেই সেন্ট হেলেনায় কোন যাত্রী না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ব্যতিক্রম হিসেবে ৬ সদস্যের একটি পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সেন্ট হেলেনায় ফিরে যাচ্ছিল। তাদের বলা হয়েছিল, তারা থাকবে না যাবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা সেখানে যাবারই সিদ্ধান্ত নেয়। এখন মনে হচ্ছে তারা তাদের সব অবলম্বন ও কাপড়-চোপড় হারিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভাল সাক্ষাৎকার। অনেক বেশী গ্রথিত ও খুব কৌতূহলোদ্দীপক। মূল সাক্ষাৎকারের যেখানে বলা হচ্ছে যে, দ্বীপবাসীরা কিভাবে খাপ-খাইয়ে নিচ্ছে সে সম্পর্কিত শেষ প্রশ্ন ও উত্তর এমন একটি বিষয় যাকে আরো বেশী কৌতূহল মেটানোর ব্যাপারে প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাজের অন্যান্য অংশ

বেতার সাংবাদিকতার অর্থই খাপ-খাইয়ে নেয়ার যোগ্যতা। এমন দিন আসতে পারে যখন দেখা যাবে প্রচার সাংবাদিকরা খবর লিখছেন, পড়ছেন ও সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। একটি (বা দু'টি) কণ্ঠস্বর-বিবরণীর কাজ করছেন, প্রত্যক্ষ-দর্শী হিসেবে সরেজমিন ভিত্তিক প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন—প্রায় সব কিছুই করছেন।

এ ধরনের কাজের বিভিন্নতার জন্যেই অনেকে এই পেশাকে আকর্ষণীয় মনে করেন। প্রচার সাংবাদিকের লক্ষ্য হবে যতটা সম্ভব বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, যাতে ক'রে যে-কোন কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হ'তে হবে আর তা পেশাগতভাবে।

কণ্ঠস্বর প্রতিবেদন

কণ্ঠস্বর-বিবরণীতে আপনি এমন কিছু বলছেন, যা মূল খবরের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বলা যেতে পারে না। খবর-পাঠকও সেভাবেই খবর পড়েন। সরাসরি কোন খবরের চেয়ে কণ্ঠস্বর-বিবরণী আরো বেশী ব্যক্তি-সর্বস্ব। এগুলো দৈনিক পত্রিকার একপেশে বিষয়, গবেষিত, লিখিত (আর বেতারের বেলায়) দায়িত্বশীল প্রতিবেদ-কের বলে যাওয়া বিষয়ের মতই। কণ্ঠস্বর-বিবরণী দু'রকম :—সংবাদ বিবরণী এবং চিন্তা-সঞ্জাত (বিষয়)।

খবর সংক্রান্ত প্রতিবেদন

এ জাতীয় প্রতিবেদনের উৎস বিভিন্ন : ঘটনাস্থল, গাড়ী-সংযুক্ত বেতার, টেলি-ফোন অথবা অন্য সব মাধ্যম। খবর সংক্রান্ত প্রতিবেদনের অনেকটাই অলিখিত মন্তব্য। খবর প্রতিবেদন একজন প্রতিবেদকের স্টুডিও থেকে পরিস্থিতির ওপর পাঠানো মুখবন্ধ (recaps) হ'তে পারে তবে তা খুব একটা কার্যকর হয় না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি বিবরণী পাঠানো হ'চ্ছে বলে অবশ্যই যেন কোন ধারণা না দেয়া হয়। স্টুডিও থেকে প্রতিবেদনটি প্রচারিত হচ্ছে—এ কথা বলারও প্রয়োজন নেই। কিছুই বলবেন না। এ সবের বেলায়, কোন প্রতিবেদ-কের চাইতে-খবর-পাঠকের কাছ থেকেই পশ্চাদ-ঘোষণা আসাটা শ্রেয়। খবর পাঠক শুধু বলবেন, "এতক্ষণ জো ব্লগ্‌স্‌-এর কথা শুনলেন।"

চিন্তাসঞ্জাত বিষয়

প্রতিবেদকের, প্রত্যক্ষদর্শীর মত বিবরণী লিপিবদ্ধ করবার ন্যায় ঘটনার ওপর

খুব তাড়াতাড়ি প্রতিবেদন পরিবেশনার বিষয় এটা নয়। শব্দের সাহায্যে ঘটনার একটি ছবি খাড়া করার চাইতে এটা ব্যাখ্যার মত করে গভীরতর বিষয়ের অবতারণা করবে। প্রতিবেদকের চাইতে সংবাদদাতারাই সাধারণতঃ এটা করবেন। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সংবাদদাতারা রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ খবরের সন্ধান করেন বা তার উৎস খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেন অন্যদিকে একজন প্রতিবেদক ঘটনাবলীর ওপর তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবেদন তৈরী করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংবাদদাতারা বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাঁরা খবরের বিষয়কে ব্যাখ্যা করেন, এর পটভূমি তুলে ধরেন, বিষয়ের উপযুক্ত প্রেক্ষিত গড়ে তোলেন আর ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে তার কাল্পনিক ছবি আঁকেন। তাঁদের রীতিটি ব্যক্তিসর্বস্ব, আলাপচারী ও সু-সম্পাদিত হতে হবে। বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু উপস্থাপনার গণ্ডী-চিহ্নিত। এই অতিরিক্ত বিষয়ের অবতারণার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় যে, প্রকাশিত মতামত সংবাদদাতারই কেন্দ্রের(বা সংশ্লিষ্ট অন্য কারো নয়)। সংবাদদাতার পাঠানো বিষয় সম্পর্কে শ্রোতাদের চিন্তার অবকাশ থাকে না। তাঁরা কেবল তাঁদের ধারণাটাই তুলে ধরেন যার দ্বারা শ্রোতারা বিষয়ের খুঁটিনাটি তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা ও বাছাই করতে পারেন আর হয় সেগুলো বাদ দিতে অথবা তাঁদের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করতে পারেন।

সংবাদদাতাদের প্রকৃত কোন ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ ব্যতিরেকে সংবাদ-বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এ জাতীয় খবরের ওপর মন্তব্য, ব্যাখ্যা ও সম্পাদকীয় ধারণা তৈরীতে তাদের কাজে লাগানো হয়। বেতার সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে ঘটনা ও মতামতের মধ্যে সব সময়ই এক অলংঘনীয় বিভাগকারী সীমারেখা থাকতে হবে। সংবাদদাতাদের কাজে লাগানোর মধ্যে দিয়েই এই সীমারেখা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সাক্ষাৎকার বা সন্নিবেশযোগ্য অংশ যা আপনি মূলগতভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তাতে যদি কোন ভুল ধরা পড়ে তাহলে সে ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর-বিবরণী একটি সাময়িক বিকল্প হিসেবেও কাজে আসে। আপনাকে বা প্রতিবেদককে যা বলা হয়েছিল তাকে ভিত্তি করেই বিষয়টি যথাযথ ও নির্ভুলরূপে কণ্ঠস্বর-বিবরণী হিসেবে পঠিত হ'তে পারে। সব সময় প্রথম বাক্য অথবা সংকেত সূচক অর্থাৎ প্রারম্ভিক বিষয়কে খবর পাঠক কিংবা উপস্থাপককে দিয়ে পড়াতে হবে। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে দ্বৈত-উপস্থাপনা যেন না হয়। আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, সব প্রতিবেদক ও সংবাদদাতারই এটাকে একটা "উৎকৃষ্ট নিয়ম" (Golden rule) হিসেবে গড়ে তোলা উচিত। বিষয়ের সংকেত সূচক হিসেবে সব সময় এমন একটি বা দু'টি লাইন দিন যা খবরের মধ্যে নেই। ফলে প্রত্যেকেরই কাজের ধারাটি সহজতর হয়ে উঠবে।

ইচ্ছে মোতাবেক (কিছু) যোগ করা

অনেক বেতার-প্রতিবেদকের কাছেই এটা একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় যে, কিভাবে তাঁদের প্রবন্ধে তাঁরা ইচ্ছেমত তাঁদের মন্তব্য ইত্যাদি বিষয় জুড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বাকপটুতা অর্জন করতে পারেন। আপনি যদি অনর্গল বলে যেতে চান তাহলে তা অভ্যাস করা আপনার জন্য অপরিহার্য। সব কিছুই তৈরী ও লিখিত পাবার চাইতে ইচ্ছেমত কিছু করবার ক্ষমতা থাকাটা অনেকটা শ্রেয়। অভ্যাসের মধ্য দিয়েই আস্থার ভাবটি অর্জিত হয়। কিন্তু কতকগুলো সতর্কতার দিক রয়েছে যা পরিণামদর্শী সাংবাদিকরা মেনে চলেন। ভালভাবে সূচনা করা এবং সুন্দরভাবে শেষ করা, সহজবোধ্যতা ও জোরালো উপস্থাপনা— এসবই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক। এরপর মধ্যবর্তী স্থানে কি থাকল বা না থাকল তাতে খুব একটা এসে যায় না। ফলে সার্বিকভাবে ভাল ধারণা গড়ে ওঠে। কাজেই সর্বদা আপনার সূচনা ও সমাপ্তিমূলক বাক্যগুলোকে আস্থার সঙ্গে লিখুন। আপনার চিন্তাধারার নিরবচ্ছিন্নতার জন্য আপনি বিষয়টি মাঝে মাঝে টুকে রাখার চেষ্টা করুন। এরপর দেখবেন, আপনার প্রবন্ধটি গতিময় হয়ে উঠবে।

বিক্ষোভের খবর সংগ্রহ

বিক্ষোভের খবর সংগ্রহের কাজটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি মনে করি যে, বিক্ষোভের মাঝখান থেকে বিবরণ পাঠাতে গেলে এ সম্পর্কে কোন প্রতিবেদকই পুরোপুরিভাবে লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন না। তিনি চাইবেন, তাঁর কাজটি প্রেক্ষিত অনুযায়ী হোক। বিক্ষোভের কেন্দ্রে খুব বেশী গোলমাল, আর ধাক্কাধাক্কিটা খুব বেশী কঠিন। যেভাবেই হোক জনতার মাঝে গিয়ে দেখতে হবে কি ঘটছে। কিন্তু আপনার প্রবন্ধ লেখার কাজের জন্য আপনি এর বাইরে থাকবেন—বিশেষ করে আপনি কাজটি যখন সরাসরি করবেন। আপনি বিক্ষোভের মাঝখানে থাকলে ছোট একটি বিক্ষোভকেও অনেক বড় মনে হতে পারে। সুতরাং আপনি সাবধানতার সাথে আপনার মাথা বাঁচিয়ে চলবেন।

আপনি যাই করুন, যতদূর সম্ভব আপনি আপনার কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাবেন। অন্যথায়, কি ঘটছে তাঁরা তা জানতে পারবেন না আর আপনার নিরাপত্তার প্রশ্নটিও দেখা দিতে পারে।

আলোচনায় সভাপতিত্ব করা

প্রায়ই একজন প্রতিবেদককে কোন আলোচনা-সভায় সভাপতির কাজ করার জন্য বলা হয়ে থাকে। সভাপতি হিসেবে তিনি আলোচনা করার জন্য প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করবেন এবং আলোচনার ধারাটি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন যাতে করে

অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তি প্রাপ্ত সময়ের মধ্যে সমানভাবে অংশ নিতে পারেন। আসল কথাটি হচ্ছে, সঠিক প্রশ্নের অবতারণা করার মাধ্যমে আলোচনার ধারাটি যেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাঝেই আবদ্ধ থাকে এবং আপনা আপনি বিষয়ের মূল সুরের বাইরে না চলে যায়।

এরজন্য সমস্যাগুলো আলোচনার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎকার নেয়ার বেলায় যে-সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তার সবগুলোই আলোচনায় সভাপতিত্ব করার কাজে প্রযোজ্য।

সাক্ষাৎকার নেয়ার চাইতে সভাপতির কাজ করাটা আরো কঠিন, কারণ অংশ-গ্রহণকারীরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন এবং সভাপতি কি বলছেন তার দিকে খেয়াল রাখার চাইতে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার আদান প্রদান চালিয়ে যান। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে যতটা নিয়ন্ত্রণ থাকে, একজন প্রতিবেদক বনাম সভাপতির ঠিক ততটা নিয়ন্ত্রণ এ পরিস্থিতিতে থাকে না।

আলোচনা-সভায় অন্ততঃ কোন একজন সদস্যের কথার মধ্যে দীর্ঘক্ষণের জন্য বাধা দেয়া ছাড়া প্রত্যেক সদস্যের সমানভাবে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করা খুব কষ্টকর। ক্রমাগত বাধা দেয়া ছাড়া প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। ভালভাবে আলোচনার সমাপ্তি টানার কাজটি আরো কঠিন হতে পারে বিশেষ ক'রে সংশ্লিষ্ট সদস্যরা যদি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। আসল কথা হচ্ছে, অনুষ্ঠান শেষ করবার আগেই আলোচনা সংক্ষেপ না করাটা শ্রেয়তর হবে। বরং অনুষ্ঠানটিকে সাধারণ 'একটি ধন্যবাদ' জ্ঞাপনের মধ্যেদিয়ে শেষ করতে দেয়া অথবা আলোচনা চালিয়ে যেতে দিয়ে চূড়ান্ত-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মাঝে বিলীন ক'রে দেয়া ভাল।

টেলিফোনের সাহায্যে বিবরণী গ্রহণ

এটি হচ্ছে প্রচারের মূল কথা। এর সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষ তাঁর অভাব-অভি-যোগ তুলে ধরতে এবং সে-সবের সমাধানের ব্যাপারেও কিছু করতে পারেন। অধিকার সহজেই অর্জন করা চলে যদি তা প্রচারের সুযোগ পায়। আর এ'কাজের জন্যই বেতার কেন্দ্রগুলো র'য়েছে। জনসাধারণকে তাদের অধিকার আদায়ের কাজে সাহায্য করার জন্যই রয়েছে বেতার কেন্দ্রসমূহ।

কখনো কোন সমস্যাকে ঝুলিয়ে রাখবেন না। অনুসন্ধান করুন, ঘটনার অপর দিক জানবার চেষ্টায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফোন করুন। প্রয়োজন হলে এ'কাজে আরো অগ্রসর হোন। "জনগণের জন্যই কেন্দ্র"—এই নামে প্রতিটি স্থানীয় বেতার কেন্দ্রের পরিচিতি লাভ করা উচিত। আর এরই জন্য সবাই-র কাছে স্থানীয় বেতার-কেন্দ্রটি যেন সর্বোত্তম পরিচিতি অর্জন করতে পারে।

ফোনে যিনি বিষয়ের উপস্থাপনা করবেন, তাঁর কাজটি বিশেষরূপে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় করার মতই। তাঁকে তাঁর কাজের ধারাটি অব্যাহত রাখতে হয়। সময়ের অপচয়কারী ব্যক্তি যিনি ক্লান্তি-বোধ করেন অথবা বেশী কিছু বলার মত চিন্তা-শক্তি যাঁর মধ্যে নেই এমন লোকের জন্য তিনি কোন অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন না। উপস্থাপককে প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়াধর্মী হতে হবে। বসে বসে সব ব্যাপারেই তাঁর "উম্" (um) বলার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। তিনি ফোনে যোগাযোগকারী লোকটিকে অবশ্যই পুংখানুপুংখরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তাঁকে চিন্তাগ্রস্ত ক'রে তুলবেন এমনকি তর্ক জুড়ে দেবেন। "আমাদেরকে পরবর্তী লোকটির আহ্বানে সাড়া দিতে দিন," শুধু একথা বলার মধ্যে এমনি এমনি বসে থাকবেন না।

উপস্থাপককে হতে হবে সুবিদিত, সর্বশেষ খবর সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, দ্রুত চিন্তা-কারী আর সহজেই যাতে ঘটনাগুলোকে স্মরণ করতে পারেন এমন ক্ষমতার অধিকারী। তর্কের খাতিরে তর্ক করার মধ্যে কোনই যুক্তি নেই। আবার অনু-রূপভাবে একগুঁয়ে, আত্মম্ভরি বা কঠোর হবারও কোন কারণ নেই। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, উপস্থাপককে কেউ যদি কঠোর ভাষায় বা রেগে কথা বলেন তিনি তার উপযুক্ত জবাব দেবেন না। যোগাযোগকারী লোকটিকে কখন কথা বলতে দিতে হ'বে বা দিতে হবে না, সে ব্যাপারে অবশ্যই তাঁর ধারণা থাকতে হবে। অসংলগ্নভাবে কেউ যদি কথা বলতেই থাকেন তাতে কখনও ভীত হবেন না ; কারণ এ থেকেও কোন না কোন বিষয় জানা যেতে পারে।

কোন্ কোন্ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

আদালত-ঘটিত কোন বিষয়ে কখনও কোন মন্তব্য করবেন না। কোন যোগা-যোগকারী এ'বিষয়ে কিছু বলছেন বলে নিশ্চিত হওয়া মাত্র তার থেকে অব্যাহতি লাভ করুন। "আমরা এখানে যে-কোন বিষয়ের ওপরই বলবার জন্য রয়েছি তবে আদালতের, চলতি বা বিচারাধীন কোন মামলা সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারি না—" অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে প্রায়ই এ ধরনের কিছু বলাটা প্রকৃতপক্ষেই যুক্তিযুক্ত হবে।

আপনি মনোবিজ্ঞানী বা ডাক্তার না ব'লে, মনোবিজ্ঞান বা চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর কোন পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সজাগ থাকবেন। পেশাগত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের প্রশ্নগুলিকে সর্বদা বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো উচিত। মনোবিজ্ঞান, বিবাহ-সম্পর্কীয়, চিকিৎসা-শাস্ত্র অথবা আইনের ব্যাপারে, যোগাযোগকারী পরামর্শ চাইলে, তাঁকে তাঁর ডাক্তার কিংবা অন্যান্য পেশাগত উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবার জন্য বলবেন। এ'সব ক্ষেত্রে অ-বিশেষজ্ঞসুলভ পরামর্শে প্রায়ই বেশ সাংঘাতিক রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বহিপ্র্চার পর্যালোচনা বা ভাষ্য

বাইরের প্রচার সংক্রান্ত ভাষ্য (বা ধারাবিবরণী) মূলতঃ ইচ্ছামত হয়ে থাকে পশুর প্রকৃতিগত কারণের জন্য ধারাবিবরণীর রীতিটির ক্ষেত্রে মহড়ার দরকার পড়ে না এবং আকস্মিক বিষয়ের মুখোমুখী থাকতে হয়। অর্থাৎ এ ধরনের প্রচার ভাষ্যের ক্ষেত্রে আকস্মিকতা কাজ করে বেশী।

বহিপ্র্চার ভাষ্য, সম্প্রসারিত কণ্ঠস্বর-প্রতিবেদনের মতই। অবশ্য রিচার্ড ডিম্বলবীর মধ্যে দিয়েই ভাষ্যকারদের যাত্রা শুরু। সবরকম আধুনিক ধারাবিবরণীর তিনিই ভিত্তিস্থাপনকারী। অন্য কোন কারণের জন্য না হলেও অনর্গল বলে যাবার ক্ষমতা, রুচি, বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার উদাহরণ হিসেবে তাঁর পরিচিতি থেকে যাবে। তাঁর শৈলী কতকটা সেকালে হয়ে পড়লেও এখনও তা অত্যুৎকৃষ্ট।

বেতার ভাষ্যকারদের দৃষ্টি শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকেই নিবদ্ধ থাকে। অন্যের প্রতি খেয়াল রেখে বলবার কৌশল নির্ভর করে অনেকটাই মুখে মুখে অনর্গল বলে যাবার ক্ষমতার ওপর। মাইক্রোফোনের সাহায্যে শ্রোতার কাছে কিছু কিছু শব্দ যা-পৌছোয়, তার পরিপূরক হিসেবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় নির্দিষ্ট দর্শনীয় প্রতিকৃতি গড়ে তোলার ক্ষমতার ওপরও এটা নির্ভরশীল।

ভাষ্যকারদের কৌশল, তৎপরতা, দ্রুতস্মরণ করবার ক্ষমতা এবং কোন বিষয়ের পটভূমির ওপর ব্যাপক প্রস্তুতি থাকা দরকার। আর এই পশ্চাদভূমিই কথিত শব্দে নিয়ে আসে গভীরতা আর কর্তৃত্বের আমেজ। প্রস্তুতি থাকলে তা, কোন ভুলভ্রান্তির বেলায়, স্মৃতিপটে হারিয়ে যাওয়া বিষয়কে ধরে রাখতেও যথেষ্ট সাহায্য করে। যত সুপরিকল্পিত প্রচারই হোক্ না কেন—প্রায়ই ভুল-ভ্রান্তি ঘটবার অবকাশ থাকে।

যে-কোন ভাষ্যকারের জন্যই টুকে রাখার অভ্যাস নিতান্ত দরকার। পশ্চাদভূমি, পোশাক, কারা কারা উপস্থিত, তাঁরা কাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁদের কাজকর্ম ইত্যাদির ওপর খুঁটিনাটি টুকে রাখতে হবে। কোন আকস্মিক প্রতিবন্ধকতা অথবা পরিকল্পনার বাইরে কোন কিছু পরে ঘটে গেলে ভাষ্যকার যাতে অবিচলিত থেকে চিত্তাকর্ষক উপায়ে বলে যেতে পারেন সেজন্য মন্তব্য-বই যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত। পোশাকের বিষয়টি সন্দেহাতীত ভাবে একটা বড় রকমের

জটিল ক্ষেত্র। একজন মহিলা ভাষ্যকার এ'সবের বর্ণনা দেওয়ার জন্য থাকলে সবচেয়ে নিরাপদ কিন্তু সবসময় তা' সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

বহিপ্র্চার ভাষ্যকারকে এমন কিছু করতে হয় যা-নাকি আর কাউকেই কখনও করবার জন্য দেয়া হয় না। লোকজনের সঙ্গে অবিরাম কথা বলতে হবে, প্রায়ই হয়ত দেখা যাবে মোটেই তা কোন বিষয়ের ওপর নয়—এর বড় কারণ হ'চ্ছে তিনি যে বিষয়ে বলবেন ব'লে মনে করেছেন, তার কোন হদিশই নেই অর্থাৎ বাস্তবে তা ঘটেনি। কিন্তু যখন প্রকৃতপক্ষে কিছু ঘটে যায় সেক্ষেত্রে আপনার এতটা স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ করার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। সে সময় আপনি কোন ভুল ক'রে বসতে পারেন। শব্দের জট-পাকানোর এটিই বড় সময় যেমন একবার একজন রাজকীয় ভাষ্যকার কোন এক উপলক্ষে বলেছিলেন, "এখন তিনি আসছেন—রাজকীয় ক্লট ইয়োথিক (the Royal clot yothic)।"

প্রচার-ব্যবস্থার আরো অনেক বিষয়ের মতই তত্ত্বগতভাবে ধারা বিবরণী দানের কাজটা সত্যিকারভাবেই শেখা যেতে পারে না। এর জন্য দরকার অভ্যাস, সমালোচনা এবং নিরন্তর অভ্যাস করে যাওয়া। আর এ কারণেই বাকপটুতার উন্নয়ন সাধনের বিষয়টি সর্বশেষ বিশ্লেষণ মতে অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। স্বভাবতঃ ঘটনা সম্পর্কে সরকারীভাবে অবহিত করা হবে। যার ফলে এগুলো কাজে আসবে। সাথে সাথে মহড়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। এ'ধরনের খুব বেশী মহড়ার ব্যবস্থা নাও হতে পারে।

কি করণীয় আর কি করণীয় নয়

১। সর্বদা ঘটনার ওপর একটা চিত্র ধারণ ক'রে তাকে একটা প্রাথমিক ছবির রূপ দিন। আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য, উপস্থিত লোকজনের সংখ্যা ইত্যাদি-ভিত্তিক ছবি।

২। শব্দের ব্যঞ্জনা ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন আপনার প্রতি হাজারো শ্রোতার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

৩। আপনার ধারা বিবরণীতে যতটা সম্ভব মানবিক আবেদন তুলে ধরুন। জনগণ জনগণের সম্পর্কেই জানতে উৎসাহী। প্রকৃত ঘটনা, সংখ্যা, ইতিহাস, ব্যক্তিবিশেষের অতীত স্মৃতি রোমন্থন, কৌতুকজনক বিষয়ের অবতারণা এসবই আপনাকে সাহায্য করবে।

৪। "আমি দেখতে পারছি"—ধরনের শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করবেন না। আপনি দেখতে পারেন—আর এটা ঠিক যে আপনি দেখতে পারেন। শ্রোতারা দেখতে পারছেন না এবং তাঁরা যে দেখতে অপারগ, এ কথাটা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেয়াটা তাঁরা পছন্দ করবেন না।

৫। আবেগ-তাড়িত হয়ে কাজ করতে ভীত হবেন না। আপনি যদি আপনার সামনে ঘটে যাওয়া বিষয়ে আবেগ-মণ্ডিত হয়ে পড়েনও, তবে এর কিছুটা হলেও প্রকাশ করা আপনার কর্তব্য।

৬। ঘটনার স্বভাবজাত শব্দের (sound) প্রকাশ রুদ্ধ করবেন না। বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, প্রশংসাধ্বনি, হর্ষোৎফুল্লতা, বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে অভিবাদন প্রদানের শব্দ এমন পরিবেশ ফুটিয়ে তুলবে—হাজার হাজার শব্দের (word) ব্যবহার করেও সে পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে না। কথা বলতে বলতে থেমে যেতে ভয় পাবেন না—পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে দিবেন।

৭। সরল ভাষা ব্যবহার করবেন।

৮। ইঙ্গিত বহন করে এমন শব্দ ব্যবহার করবেন না। যেমন — "প্রাচীন দুর্গের শীর্ষে অবস্থানকারী আমাদের দ্বিতীয় ভাষ্যকারের কাছে এখন আমরা যাচ্ছি" এর ফলে দ্বিতীয় ভাষ্যকারের উদ্বোধনী বিবৃতি দানের অবকাশ থাকে না। বরং—"প্রাসাদের বাইরের দৃশ্য ছিল এটি। ভেতরে রয়েছেন জো ব্লগ্‌স (Joe Bloggs)।" এরপর ব্লগ্‌স্ "দ্বিতীয় মিছিলটি এখন গড়ে তোলা হচ্ছে"—রকমের সোজাসুজি এক ভাষী বিবৃতি দেবেন। তাঁর "আচ্ছা, ধন্যবাদ"... ধরনের কিছু বলা কখনও উচিত হবে না।

রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকাকালীন বিবিসি'র হ'য়ে রিচার্ড ডিম্বলবী যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেটা বহিঃপ্রচার ভাষ্য-ক্ষেত্রে এক সুন্দর উদাহরণ :

ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের (Westminster)-এর নতুন প্রাসাদ অঙ্গন আজ রাতে অন্ধকারে আবৃত। পুরনো শীসা-নির্মিত জানালা দিয়ে আমি নীচের দিকে তাকালে দেখতে পাই প্রাচীন প্রাসাদ-অঙ্গন সামান্য আলোকচ্ছটায় মগ্ন। লণ্ডনের বাতিগুলো যেখানে প্রচণ্ড শীতের অবসন্নতার মাঝে প্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত। রাত্রির এমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে আরো গভীরতর আঁধারে আচ্ছন্ন ক'রেছে মানুষের স্রোত—যাঁরা প্রায় নিঃশব্দ গতিতে একটি দীর্ঘ, শ্বেত চন্দ্রাতপ থেকে এগিয়ে আসছেন। চন্দ্রাতপটি পায়ে চলার পথ ছাড়িয়ে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার হলের বিরাটাকার দরজায় গিয়ে শেষ হ'য়েছে। তাঁদের মুখে তেমন শব্দ নেই, কিন্তু তাঁরা প্রাঙ্গন ছাড়িয়ে দরজার বাইরে চলে গিয়ে রাতের আঁধারে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে ফিরে যাবার পথে তাঁদের ক্ষীণ পদধ্বনি কেবল শোনা যাচ্ছিল।

একজন পরলোকগত রাজার রাষ্ট্রীয় অন্তিমশয্যায় শয়নের অবস্থাটা খুব সাধারণ ব্যাপার—অথচ যার সৌন্দর্যের কোন তুলনা হয় না। সব আলো ও অন্ধকার ছাড়িয়ে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত, কারুকাজ-সমৃদ্ধ বিরাটাকার বাদামী রং-এর ছাদ শোভা

পাচ্ছিল—যে ছাদ দ্বিতীয় রিচার্ড বিরাট হলঘরের ওপরে সংস্থাপন করেছিলেন। এই ছাদ থেকেই স্বচ্ছ, বঙ্কিম আলোর রশ্মি—যাকে কোন ধূলিকণাই মলিন করতে পারেনি, সোজাসুজি একই জায়গায় পড়ে বিকীর্ণ হচ্ছিল। আর এখানেই রক্ষিত ছিল রাজার কফিন।

স্ট্যাণ্ডার্ড (The Standard)-এর সমৃদ্ধ সোনালী ভাঁজের নীচে স্যাণ্ডরিংহাম (Sandringham)-এর ওক বৃক্ষরাজি ঢেকে গিয়েছিল। মোমবাতির চঞ্চল আলোকচ্ছটা রাজকীয় মুকুটের অতিমূল্যবান রত্নরাজির ওপর তার নরম প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছিল এমন কি যে-চুনি রাজা হেনরী এগিনকোর্ট (Agincourt)-এর শিরোপরি ধারণ করেছিলেন, তাঁকেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আলোকচ্ছটা স্পর্শ করছিল মখমলের তৈরী বেগুনে রং-এর চেয়ারের গদিকে, আরো স্পর্শ করছিল পতাকার উপর শোভিত একমাত্র পুষ্পস্তবকের শীতল ও শ্বেত পুষ্পরাজিকে।

চলতি সপ্তাহেই হয়ত ওয়েস্টমিনস্টার-এ দু'লাখ লোকের আগমন ঘটবে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকবে আরো হাজার হাজার লোক যাঁরা আসতে পারবেন না কিন্তু তাঁরা এই মুহূর্তে তাঁদের চিন্তার মাঝে এখানেই ধরা দেবেন। লণ্ডনে (পরলোকগত) রাজার অন্তিম-শয্যাকে অতিক্রম করে যাওয়া প্রতিটি লোক, প্রতিটি স্ত্রীলোক কিংবা প্রতিটি শিশুর দুঃখবেদনাকে তাঁরা নিজেদের দুঃখ-বেদনা বলেই জানবেন।

কারণ, "তাঁর মৃত্যু সারা বিশ্বের আকাশকে রঞ্জিত করেছিল" বলে একবার একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাঁর প্রিয় বাবার সম্পর্কে যে একটি কথা উচ্চারণ ক'রেছিল, আজ রাতে বিশ্বস্ত জর্জের বেলায়ও তা পুরোপুরি সত্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খবর পরিপূরক ও প্রাবন্ধিক অনুষ্ঠানসমূহ

খবরের পরিপূরক বিষয়াদি ও প্রাবন্ধিক অনুষ্ঠানগুলো, খবরের পটভূমি গড়ে তুলতে এবং প্রতিদিন অথবা সপ্তাহের ঘটনাবলীর মূল্যায়নে সাহায্য করে। খবরের পরিপূরক ও প্রাবন্ধিক অনুষ্ঠানসমূহ কখনো কখনো ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গুণে খবর হয়ে ওঠে।

প্রযোজক

প্রযোজকের প্রকৃত ক্ষমতা নির্ভর করে যে সংস্থার হয়ে তিনি কাজ করছেন তার ওপর। কিছু কিছু সংস্থা রয়েছে যাদের হ'য়ে প্রযোজকরা কোন অনুষ্ঠান তৈরীর জন্য রয়েছেন আর স্টুডিও প্রযোজকরা যান্ত্রিক প্রচারের কাজের জন্য থাকেন। অন্যান্য সংস্থা তাঁদের সম্পাদক এবং প্রযোজক হিসেবে অভিহিত করেন। সম্পাদকের থাকে সর্বময় ক্ষমতা। প্রযোজকরা অনুষ্ঠান লেখেন, একত্রে সংস্থাপন করেন এবং যান্ত্রিক প্রচারের মাধ্যমে এসবের দেখাশোনা করেন। অবশ্য প্রায় সময়ই এই প্রযোজকের ওপরই ভাল কোন অনুষ্ঠান প্রচারের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে।

একজন ভাল প্রযোজক কিভাবে গড়ে ওঠে? এর একটি কারণ এই যে, তিনি কখনও আতঙ্কগ্রস্ত হন না। তাঁর মাথা পরিষ্কার রেখে তিনি বস্তুতঃপক্ষে চাপের মুখেও সর্বোত্তম কাজ করেন। কোন প্রযোজকের জন্যই বাতিকগ্রস্ত অনুভূতি থাকা মোটেই উচিত নয়। তাঁর দ্রুত চিন্তা করার, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ও দ্রুত কাজ করার সামর্থ থাকতে হবে। একজন সত্যিকারের প্রযোজক অবচেতন মনে কাজে সাড়া দিয়ে থাকেন—তিনি জানতেও পারেন না যে, যে কাজ তিনি করছেন তার সবটাই দ্রুত ঘটে যাবে। কি করতে হবে আগে থেকেই এ ধারণা তিনি লাভ করে থাকেন। এ ধরনের ভাল প্রযোজকদের বিরল সাক্ষাৎলাভ ঘটে থাকে।

একজন ভাল প্রযোজক শব্দের মাধ্যমে চিন্তা করেন। শব্দ-মাধ্যমেই তাঁর কল্পনার জগৎ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কিভাবে কোন্ কাজটি করতে হ'বে, এ ব্যাপারে তিনি দ্রুত ধারণা লাভ করে থাকেন। একটি বিষয় বা অনুষ্ঠানকে বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপনার জন্য সর্বদা তাঁর মন কাজ করে যায়।

অনুষ্ঠান

খবর পরিপূরক বা প্রাবন্ধিক অনুষ্ঠানকে একত্রে সন্নিবেশ করার দায়িত্বসম্পন্ন প্রযোজককে অবশ্যই অনুষ্ঠানের সমতা বজায় রাখার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

একই ধরনের বিষয়কে একের পর এক জুড়ে দিতে হবে। এর ফলে অনুষ্ঠানটি একটি আকার লাভ করে। সাক্ষাৎকারসমূহ কিংবা সন্নিবেশিত খবরগুলোকে বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই সাধারণ ভাবধারায় একত্রে জুড়ে দেয়ার ফলে অনুষ্ঠানটি ছাড়া পায়।

পক্ষান্তরে, যোগসূত্র ঘটিয়ে তোলার চেষ্টার চাইতে খারাপ কিছু আর হ'তে পারে না। কিন্তু যেখানে বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্রের প্রয়োজনটা নির্দিষ্ট ও যৌক্তিক, সেখানে এর পুরোপুরি ব্যবহার চলে। এই পরিচ্ছেদের শেষে প্রাবন্ধিক অনুষ্ঠানের একটি উদাহরণেই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। একই ধরনের বা একই এলাকার কিংবা মাত্র একই সংবাদদাতার অনেক বিষয় যোগ করা ঠিক নয়। আপনি শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন। মনে রাখবেন, ভারসাম্য বজায় রাখা ও বৈচিত্র্য সাধনের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, শ্রোতার ভূমিকা সেখানে সব সময়ই সঠিক—আপনি যেভাবেই আপনার কাজ বা সিদ্ধান্তকে যুক্তিপূর্ণ বলে চালাবার চেষ্টা করুন না কেন। শ্রোতার দিক থেকে কোন বিষয় অসুন্দর অথবা শুনতে কষ্টকর মনে হ'লে অথবা যদি তিনি মনে করেন যে, বিষয়টি খুব দীর্ঘ, খুব সংক্ষিপ্ত, খুব বেশী আজেবাজে, তাহলে তাঁর ধারণাটিই ঠিক—সম্ভবতঃ আপনারই ভুল।

শেষ হবার আগেই কোন বিষয় থেকে সরে আসলে অথবা দেরীতে বিষয়টি শুরু হয়ে থাকলে, সেক্ষেত্রে দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি উন্নততর যোগসূত্র আপনি গড়ে তুলতে পারেন। এর ফলে অনুষ্ঠানটি প্রকৃতপক্ষেই ভাল শোনাবে এবং আরো স্মরণীয় হ'য়ে উঠবে।

সূচনার বস্তু

এসব অনুষ্ঠানের বেশীর ভাগই সন্নিবেশিত বিষয়ের সাহায্যে তৈরী করা হয় বলে এই পর্যায়ে আমাদের যথোপযুক্ত "প্রারম্ভিক বিষয়ের" দিকে নজর দেয়া উচিত। খবরের মধ্যে সন্নিবেশযোগ্য বিষয়ের আলোচনায় আমরা ইতিমধ্যে এ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমাদের পুরো বিষয়টিকে আরো গভীরভাবে দেখতে হবে।

সূচনাতেই যা দেয়া হবে সেগুলো হবে আপনার ক্ষুধা বাড়ানোর মত অর্থাৎ তা বক্তব্য বিষয়ের গভীরে যাবার আগ্রহ উৎপাদনের কাজ করবে। সূচনা এমন হওয়া উচিত, যার ফলে শ্রোতা বসে থেকে আগ্রহের সাথে লক্ষ্য রাখবেন এবং আশা করা যায় কোন শ্রোতা হয়ত ব'লে বসবেন, "অনুগ্রহ করে, আরো বলুন।" অত্যন্ত নিরানন্দের প্রতিবেদন বা সাক্ষাৎকারও স্বচ্ছ, কৌতুহলোদ্দীপক, নাটকীয় সূচনার জন্যে প্রাণ ফিরে পায়। এর দরুন কিছুক্ষণের জন্য

হলেও শ্রোতারা অনুষ্ঠানটি শুনবেন। নীরস, অনাকর্ষণীয়, অকল্পিতভাবে লিখিত অতি সামান্য কিংবা কোন পদার্থ-বিহীন প্রারম্ভিক বিষয়ের বেলায় উল্টোটি ঘটে থাকে।

সূচনা পুরো বিষয়টিকে সাজিয়ে নিতে সাহায্য করে অথচ বিষয়টির সবটাই সেখানে বলা হয় না। সতর্কতার সাথে এ'সব পরীক্ষা করে দেখা উচিত যদিও স্বভাবতই লেখক তাঁর নিজস্ব পটভূমি অথবা অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। আর এটিই হচ্ছে সব চাইতে ভাল সূচনা— যার মাধ্যমে শ্রোতা জানতে পারেন যে, উপস্থাপক যা বলছেন সে সম্পর্কে তিনি অবহিত এবং আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক সে ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এগুলো অ-সাময়িক কোন বিষয়কেও আলোচনার বস্তু করে তোলে। চতুরতার সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে পারলে এমনিতে কোন ভয়ানক বিষয়কেও প্রসঙ্গে টেনে আনা যায়। বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত করে এবং "প্যারিসে গোশ্‌তের দামের ওপর এখন জো ব্লগ্‌স্‌-এর একটি প্রতিবেদন শুনুন"—এ কথা বলে কিংবা এ ধরনের দু'চারটা লাইন যোগ করে আপনি অব্যাহতি লাভ করার কথা ভাবলে তা' কখনও সন্তোষজনক হবে না। এটা অব্যাহতি লাভের সহজ উপায় বটে তবে এর জন্য আপনার শ্রোতার সংখ্যা কমবে।

যন্ত্রের সাহায্যে বা যান্ত্রিক প্রচার

প্রচারের সময় সহজেই দ্রুত অঘটন ঘটতে পারে। সেজন্য মুহূর্তের মধ্যে অনেক প্রকার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতা অবলম্বনের সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে আরো বেশী রকম সতর্ক-পরিস্থিতির মোকাবেলার ব্যবস্থা থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

লিখিত বিষয় হলে খেয়াল রাখতে হবে এর যেন আরো অনেক অনুলিপি রাখা হয় যা উপস্থাপক, প্রযোজক, স্টুডিও-প্রকৌশলী, টেপ-প্রকৌশলী ইত্যাদি অনেক লোকেরই হয়ত প্রয়োজন হতে পারে। কিসের ভিত্তিতে কাজ হবে, এ সম্পর্কে একটি ধারাবাহিকতা তৈরী করে নিন। অনুষ্ঠানে যা-যা প্রচারিত হবে আনুক্রমিক টেপ, সরাসরি সন্নিবেশযোগ্য অংশ বা আর যা-কিছুই থাক্‌না কেন, সব কিছুরই একটি বিন্যাস বা ক্রম-প্রণালী থাকবে। এ ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের জন্য একটি করে অনুলিপি থাকা দরকার।

খবরের দীর্ঘ অনুষ্ঠানের স্থূলসূলের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। পরিবেশক হয়ত খেয়াল না করেই দু'টো পৃষ্ঠাকে একসঙ্গে উল্টে যেতে পারেন। তিনি প্রবন্ধটি বাদও দিতে পারেন এবং কোন কোন পাতা ভুলক্রমে বিন্যাসের (বা ঘোষণা প্রণালীর) বাইরে চলে আসতে পারে। কাজেই প্রচারের সময় ক্রম-

বিন্যাসিত পাতাগুলোকে দু'বার ক'রে পরীক্ষা করুন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এটা ক'রে কারিগরী-জটিলতা এড়ানো যেতে পারে। অথচ এই কারিগরী জটিলতার দরুন একটি অনুষ্ঠানের মানের দ্রুত অবনতি ঘটতে পারে। "এর পরেই আসছে কিসিন্‌জারের (Kissinger) ওপর যথার্থ-বিবরণী"—পেছন থেকে দ্রুত এ'কথা বলার পরই প্রকৌশলীরা তাঁদের টেপ পরীক্ষা করবেন; আর উপস্থাপক পরীক্ষা করবেন তাঁর লিখিত-বক্তব্য। ফলে কোন কিছুই আর ভুল হবে না।

প্রযোজকের (বা যেখানে কোন প্রযোজক নেই সেক্ষেত্রে উপস্থাপকের) দায়িত্ব হচ্ছে: উপস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, টেপ—এসব কিছু তিনি স্টুডিতেও নিয়ে যাচ্ছেন কি-না তা, নিশ্চিত করা। দায়িত্ব প্রযোজকেরই—কাজেই অন্য কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সুতরাং তাঁর পক্ষে সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করাটা সুবুদ্ধিসম্পন্ন কাজ হবে।

এতসবের পরেও জরুরী অবস্থা দেখা দিতে পারে এবং তা দেখা দেয়ও। দ্রুত-চিন্তা করার সামর্থ্য থাকাটা অপরিহার্য। "কি বলতে হবে আমি তা' জানতাম না—জানলে তা' হ'তে পারত না"—এ'কথা বলে উপস্থাপক নিজেকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। বেশী বেশী জানাটা তাঁর কাজেরই অংশ এবং সাধারণ ঘটনার বাইরে যে-কোন বিষয়ে তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি তাঁর পেশাগত দায়িত্বেরই অংশীভূত।

যেখানে সমস্যা রয়েছে অথবা কারিগরী দিক থেকে কঠিন কিছু করা হচ্ছে · সে সবের বেলায় আসলে কি ঘটছে—তা শ্রোতাদের জানানোর মধ্যে কোন ক্ষতি নেই।

কোন উত্তেজক খবর পাওয়া গেলে কঠোর কিছু করতে ভয় পাবেন না। উদাহরণ হিসেবে, অনুষ্ঠানের শেষ হতে আর মাত্র ২ মিনিট বাকী রয়েছে। ধারণকৃত সাক্ষাৎকার প্রচারিত হচ্ছে—আর এমনি সময়ে আপনি প্রচণ্ড উত্তেজনাপুর্ণ একটি খবর শুনলেন। টেলিফোনে ব্যাপারটি বলবার জন্য আপনার একজন লোক রয়েছে। আপনি প্রয়োজন হলে অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী বাক্যের মধ্যেই বাধা দিয়ে উপস্থাপককে বলতে বলবেন, "আমরা সরাসরি হোয়াইট হাউজের একটি খবর দিচ্ছি। প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর অ-নির্ধারিত বিবৃতি দেবেন। এখন প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনুন।" এরপর হোয়াইট হাউজের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিন।

অথবা আপনি কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে হঠাৎ করে কোন খবর পেলেন এবং আপনাকে বলা হল যে, অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে যথার্থই কি ঘটেছে সে সম্পর্কে বলা হবে, তখন আপনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে সে-কথা জানাবেন। "এই মুহূর্তে বিষয়টির ওপর আমাদের এটুকুই জানা আছে। কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে

আমরা জেরুজালেম যাবার আশা রাখি।" আপনি (জেরুজালেম) না-যেতে পারলেও কিছু যায় আসে না। কারণ আপনি চেষ্টা করেছেন এবং শ্রোতাদেরকেও জানিয়েছেন যে, আপনি সেখান থেকে বিবরণী পেশ করবার চেষ্টায় রয়েছেন।

আত্ম-সমালোচনা

আত্ম-সমালোচনা নিজের জন্য ভাল। বেশীরভাগ প্রযোজক একমত হবেন যে, অনুষ্ঠান প্রচারকালে প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান শোনাটা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনুষ্ঠানটি প্রচারের ব্যবস্থায় তাঁরা এমন ব্যস্ত থাকেন যে, তাঁদের পক্ষে তা শোনা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু মাঝে মধ্যেই সমালোচকদের দৃষ্টিতে নিজেদের অনুষ্ঠান শোনা উচিত। শ্রোতার মতই শান্তচিত্তে, চিন্তাশীলভাবে, সতর্ক ও সমালোচনার ভাবধারায় তার বিচার করা উচিত। খুব ঘন ঘন এটা করবেন না, কারণ তাহলে আপনি পরিবর্তনটা বুঝতে পারবেন না। কিন্তু প্রতিমাসেই একবার বা দু'বার (অনুষ্ঠানের সংখ্যা সাপেক্ষে) যান্ত্রিক প্রচার সময়ের বাইরে আপনি অনুষ্ঠানটি ধারণ করবেন। এরপর চেয়ারে বসে পা' ওপরে তুলে আপনি আপনার অনুষ্ঠান শুনবেন এবং এর মূল্যায়ন করবেন। আপনি নিজেকে নিজে বলবেন, "এটা কি কৌতূহল-উদ্দীপক? বেশী দীর্ঘ? সন্নিবেশিত অংশের কারিগরী মান কি খারাপ? সূচনাগুলো কি খুব বেশী স্থূল? আমি কি অবসন্ন? আমি কি সাক্ষাৎকারটির সব কিছু বুঝি?"

প্রাবন্ধিক অনুষ্ঠানের একটি উদাহরণ

বিবিসি'র হ'য়ে আমি একবার যে-প্রাবন্ধিক অনুষ্ঠান করি, তার একটি অংশ এখানে তুলে ধরছি:

ঘোষক: সংবাদ প্রবাহ ৭১

সন্নিবেশ: মুখবন্ধ টেপ

ঘোষক: ১৯৭১ সাল: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অ-ঘোষিত রক্তাক্ত যুদ্ধের বছর।

সন্নিবেশ: মুখবন্ধ টেপের আরো কিছু অংশ।

ঘোষক: খোদ পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই একটি মৌলিক বিভেদের ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধের মূল কারণগুলো দেখা দিয়েছিল মার্চ মাসে: মহাদেশটির একদিকে পশ্চিম পাকিস্তান অন্যদিকে দুর্বল বন্ধনে (বা শিথিল বন্ধনে) আবদ্ধ পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন-আন্দোলনের নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল সাধারণ।

সন্নিবেশ: টেপ: শেখ মুজিবুর রহমান।

ঘোষক: শেখ মুজিবের দল নির্বাচনে জয়ী হয় বটে কিন্তু তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর দলকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং এরপরেই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য

যে-রক্তাক্ত বিদ্রোহ দেখা দেয় তাঁর দ্রুত অবসান ঘটানো হ'য়। এ সময় সবচেয়ে বড় যে সমস্যা দেখা দেয় তা হচ্ছে উদ্বাস্তু সমস্যা। লাখো লাখো মানুষ সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ভারতে চলে যায়।

সন্নিবেশ: টেপ: উদ্বাস্তু সমস্যার ওপর পাঠানো বিবরণ।

ঘোষক: কিন্তু সমস্যাটি সামরিক ও কূটনৈতিকভাবে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার দিকে এগিয়ে যাবার সময় শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেন যে, তাঁর দেশ, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে আর এতে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। রাশিয়া ভারতকে কূটনৈতিক সমর্থন দান করে। কতকটা আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানকে সমর্থন করছে। আর চীন—চীন তার দীর্ঘ একাকীত্ব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

সন্নিবেশ: টেপ: "পিং পং গানের" প্রথম ক'টি লাইন। তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে দেয়া।

ঘোষক: এপ্রিল মাসেই এর সূচনা—এবং তা পিং পং দিয়ে।

সন্নিবেশ: টেপ: গানটি আবার মিলিয়ে দিয়ে চিয়াং কাইশেক-এর টেপ বাজানো শুরু।

ঘোষক: তাইওয়ানের ব্যাপারে প্রণালীর ওপারে যে নতুন ক্রীড়ানীতি চালু হয়ে গেছে, এ সম্পর্কে চিয়াং কাইশেক বেশী কিছু ভাবতে পারেন নি।

সন্নিবেশ: টেপ: চিয়াং কাইশেক।

ঘোষক: জেনারেল চিয়াং কাইশেক যাই বলুন না কেন, বছরের বৃহত্তম কূটনৈতিক বিস্ময় আসন্ন হয়ে পড়েছিল। মাত্র ক'মাস বাদেই প্রেসিডেন্ট নিক্সন (Nixon) ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি পিকিং সফরে যাচ্ছেন।

সন্নিবেশ: টেপ: দূরপ্রাচ্য সংবাদদাতার পাঠানো বিবরণী।

ঘোষক: আর অস্বাভাবিক কূটনৈতিক দ্রুতগতিতে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানগণ, সারিবদ্ধভাবে পৃথিবী জুড়ে একের পর এক অত্যন্ত বিস্ময়কর সফরের সূচনা করলেন জগতের ইতিহাসে আর কখনও যা দেখা যায়নি। চীন যদি ১৯৭১ সালে ইতিহাস সৃষ্টি ক'রে থাকে।' তবে ইউরোপও সেক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেনি।

সন্নিবেশ: টেপ: "সাধারণ বাজারের গান"—ধীরে ধীরে বিলীন করে দিয়ে জিওফ্রে রিপন (Geoffrey Rippon)-এর টেপ বাজানো শুরু।

ঘোষক: বৃটেনের পক্ষে সাধারণবাজার সংক্রান্ত প্রধান আলোচনাকারী মিঃ রিপণ যেভাবে একে আখ্যায়িত করেছিলেন, মিঃ হীথ ঠিক অন্যভাবে বিষয়টিকে দেখেছিলেন।

সন্নিবেশ: ফ্রান্সে এডোয়ার্ড হীথ।

ঘোষক: কমনওয়েলথ্-এ ঠিক এতটা উৎসাহ দেখা যায়নি, তবে

সাধারণভাবে ইউরোপে একে স্বাগত জানানো হয়েছিল। ক'মাস বাদে, যে রাত্রিতে বৃটিশ পার্লামেন্ট-এ ইউরোপের প্রতি 'হ্যাঁ'-বোধক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হ'ল, সেই রাতেই হ্যারল্ড ম্যাকমিলান যিনি দশ বছর আগে এর সূচনা করেছিলেন ডোভার-এর সাগর পাড়ে শ্বেত পাহাড়ের খাড়া শীর্ষে আরোহণ করে উৎসবের অগ্নি প্রজ্জলিত করেছিলেন।

সন্নিবেশ : টেপ : হ্যারল্ড ম্যাকমিলান।

ঘোষক : বিশাল মার্কিনী বাজার ও শক্তিশালী মার্কিন ডলারের জবাব হিসেবে গড়ে উঠেছিল পশ্চিম ইউরোপের সাধারণ বাজার। কিন্তু ১৯৭১ সালে আমেরিকানরা ভাবতে শুরু করলেন আদপেই তাঁদের ডলার এতটা শক্তিশালী ছিল কি-না। রাজস্ব মন্ত্রী মিঃ জন কনালী মে মাসে সিনেটের অর্থ সংক্রান্ত এক কমিটিকে বললেন :

সন্নিবেশ : টেপ : জন কনালী (John Connally)।

ঘোষক : সে সময়টা ছিল মে মাস। আর আগস্ট মাসেই মিঃ কনালীর বিষণ্ণ পূর্বাভাষের বাস্তব ফলাফল প্রকাশ পেল নতুন অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে।

সন্নিবেশ : টেপ : রিচার্ড নিক্সন (Richard Nixon)।

ঘোষক : ওয়াল স্ট্রীট (Wall Street) যখন হাঁচি তুলছিল, সে সময় অবশিষ্ট বিশ্বে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আর আগের মত কখনোই ফিরে আসেনি। মার্কিনী ডলারের অবমূল্যায়ন করা হল। আমেরিকার অর্থ-সমস্যার আংশিক কারণ হিসেবে ছিল ইন্দোচীনে তার ক্রমাগত জড়িত হয়ে পড়া। গত বছরগুলোর মতই, ১৯৭১ সালে সে চেষ্টা করেছিল, নিজেকে এ জট থেকে বের করে নিয়ে আসার কিন্তু অতীতের বছরগুলোর মত আমেরিকার সে-চেষ্টা আংশিকমাত্র সফল হয়েছিল। যুদ্ধ তখন ক্রমাগত চলছে। আর তা' অন্য আর একটি স্থায়ী গোলযোগপূর্ণ এলাকা— মধ্যপ্রাচ্যের মত লেগেই ছিল।

সন্নিবেশ : টেপ : মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদদাতার পাঠানো বিবরণী।

ঘোষক : সত্য বটে, ১৯৭১ সালে সেখানে মুখে মুখে যুদ্ধ-সম্প্রসারণের একটা ধুঁয়া উঠেছিল। আর সে সময়ই প্রেসিডেণ্ট সাদাত ইস্রায়েলীদেরকে যেমন তেমনি আর আর সবাইকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, ১৯৭১ সাল সিদ্ধান্ত গ্রহণের বছর। কিন্তু বছরটি গড়িয়ে গেল যথেষ্ট শান্তভাবে যেন কতকটা জনমানবহীন অঞ্চল সম্পর্কিত ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতার মধ্য দিয়ে। তবে মধ্যপ্রাচ্যের অন্তত: একটি গোষ্ঠীর জন্য এটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। আর সে গোষ্ঠী হচ্ছে : ফিলিস্তিনী গেরিলারা। অনেক কারণে এ বছরটি ছিল তাঁদেরই। এ বছর জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী নিহত হন। জর্ডনের বাদশাহ্ হোসেনও দুর্ভাবনায় ছিলেন। একসময় তিনি ফিলিস্তিনী গেরিলাদের তাঁর রাজ্য থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এসময়ে বিমানদস্যুতার নজীর লেগেই ছিল। অনেক কারণে আর বিভিন্ন

গেরিলার জন্যই ১৯৭১ সালটি ছিল এক উল্লেখযোগ্য বছর।

সন্নিবেশ : টেপ : জিওফ্রে জ্যাকসন (Geoffrey Jackson)।

ঘোষক : উরুগুয়ের (Uruguay)র গেরিলাদল টুপামারদের (Tupamaros) হাতে বন্দী হয়ে থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন, স্যার জিওফ্রে জ্যাকসন (Sir Geoffrey Jackson)। আট মাসেরও বেশী সময় ধরে তিনি তাঁদের হাতে বন্দী ছিলেন।

সন্নিবেশ : টেপ : জিওফ্রে জ্যাকসনের ওপর আরো বিবরণ।

ঘোষক : ঘরের কাছেই উত্তর আয়ারল্যাণ্ড-এর গেরিলাদের জন্যও বছরটি উল্লেখযোগ্য ছিল। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টায় উত্তর আয়ারল্যাণ্ড-এর নেতা মিঃ ব্রায়ান ফকনার (Mr. Brian Faulkner) ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরকার বিচার ছাড়াই অন্তরীণাবদ্ধ করার নীতি পুনরায় চালু করছেন।

সন্নিবেশ : টেপ : ব্রায়ান ফকনার।

ঘোষক : মিঃ ফকনার, প্রজাতন্ত্রের মিঃ লীঞ্চ (Lynch) এবং মিঃ হীথ সমাধানের অতীত বলে বিবেচিত সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় লণ্ডনে বৈঠকে মিলিত হন। মিঃ উইলসনও চেষ্টা করেছিলেন। আর এরপরেই তাঁরা সবাই মেনে নিতে বাধ্য হলেন যে, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড-এর পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের কোন আভাসই দেখা যাচ্ছে না।

সন্নিবেশ : টেপ : "বাতাসে ভাসছে।" আস্তে আস্তে মিলিয়ে দেয়া।

ঘোষক : উত্তর আয়ারল্যাণ্ড-এর বেলায় হাওয়া বদলের কোন ইঙ্গিত না থাকলেও রোডেশিয়াতে :...........

সন্নিবেশ : টেপ : আয়ান স্মীথ (Ian Smith)

এটা ছিল বিশ্ব কার্যক্রম, ১৯৭১-এর "বছর পর্যালোচনা"র অংশ।

[ওয়ার্ল্ড সার্ভিস. ১৯৭১, রিভিউ অব দ্য ইয়ার]

নবম পরিচ্ছেদ

বেতার প্রামাণ্য অনুষ্ঠান

প্রকাশ্য অনুষ্ঠান কিংবা প্রাবন্ধিক অনুষ্ঠান—প্রায়ই এই দুটো বিষয়কে একে অপরের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়— যদিও বিষয় দু'টি এক নয়। প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটি মূলতঃ বাস্তব অবস্থার ওপর তৈরী হয় প্রকৃত ঘটনার সৃজনশীল ব্যবহার। প্রাবন্ধিক অনুষ্ঠান যে-কোন বিষয়কে ঘিরে হতে পারে—বাস্তব কিংবা অবাস্তব উভয়ই।

প্রামাণ্য শব্দটি প্রথম চলচ্চিত্রের বেলায় আরোপ করা হয় এবং প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের জন্মদাতা বলে পরিচিত বৃটিশ চলচ্চিত্রকার জন গ্রিয়ারসন (John Grierson) ১৯২৬ সালে এটা চালু করেন।

প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটি বাস্তব অবস্থারই প্রতিচ্ছবি— গল্পকাহিনী বা রূপকথা নয়। এতে কোন একটি বিষয়কেই বাড়িয়ে বলা হয়। প্রামাণ্য অনুষ্ঠানে ঘটনার সত্যটাকেই তুলে ধরা হয়— এতে প্রথম শ্রেণীর খবর সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সব উপাদানই অন্তর্ভুক্ত থাকে। তা' সত্ত্বেও প্রামাণ্য অনুষ্ঠানাদি সরাসরি পাঠানো প্রতিবেদনের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আর সেটি হচ্ছে সংবাদ-বুলেটিনের কাজ।

মূলতঃ দু'ধরনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান রয়েছে : চলতি ঘটনাবলী সংক্রান্ত সংবাদের ওপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান আর রয়েছে সাংস্কৃতিক অথবা সমাজ-বিজ্ঞানের ওপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান—এতে মানুষের জীবন-ধারা, তার রীতি-নীতি, প্রতিষ্ঠিত মতবাদ এবং কলাশিল্পকেই ধারণ করা হয়। সূত্র যাই হোক্, কোন-না কোনভাবে জনগণকে ভিত্তি করেই এগুলো করা উচিত। জনসাধারণ জনসাধারণের কথা শুনতেই ভালবাসে। রাজনৈতিক দিগন্তের বড় বড় ঘটনাকে শোনাতেই হবে কিন্তু তাতে যদি মানবিক-উপাদান না থাকে তাহলে তা' হবে একেবারে নীরস ও ক্লান্তিকর।

সংবাদের ওপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ও সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বিষয়গত ব্যবধান থাকতে পারে তবে তা প্রস্তুতি এবং আকারের (কাঠামোর) ক্ষেত্রে নয়। উভয়ের ক্ষেত্রে লেখার কাজটা কেবল প্রস্তুতিমূলক কাজেরই চূড়ান্ত অংশ। প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটি যদি ভাল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রচনার বেশীরভাগ অথবা তার সবটাই, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণরত লোকজনদের দ্বারা করা বোঝায় এবং অনুষ্ঠানের ধারায় উদ্ঘাটিত বিষয়াবলীর আনুক্রমিক কাজের জন্য তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যম হিসেবেই বেতারের শ্রেষ্ঠত্ব আর বেতারে যেভাবে প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করা হয়, সম্ভবতঃ সেটাই ৫০ বছরের স্থিতিকালের মধ্যে বেতারের জন্য অন্যতম এক অনুপম রচনা-কৌশল।

বিষয়গতভাবে প্রামাণ্য-অনুষ্ঠান তথ্য-বহুল মনে হলেও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ঠিক তা না হলেও চলে। বিষয়টি নাটকীয় এবং শ্রোতারা সংশ্লিষ্ট আসল লোকজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন না—পাচ্ছেন কেবল অভিনয়কারীর কণ্ঠস্বর শুনতে—যতক্ষণ এ ধারণাটি পরিষ্কার থাকবে ততক্ষণ প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের উপস্থাপনাগত বৈশিষ্ট্য ও-রকম না হ'লেও কোন ক্ষতি নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ'ধরনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের আদৌ পক্ষপাতী নই—বিশেষ করে এটা যদি চলতি ঘটনাবলী-সংক্রান্ত বিষয়জাত হয়। এর ফলে, অনুষ্ঠানটি তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে আর কোন খবর বা চলতি বিষয়াবলী সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের বেলায়ই এ জিনিসটি ঘটতে দেয়া যায় না। বিষয়টি কোন না কোনভাবে বর্তমানকে নিয়ে হ'লে এই লক্ষ্য অর্জনের অন্যান্য নিরাপদ পন্থাও রয়েছে। চলতি ঘটনাবলীর ওপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটিকে সর্বদা হতে হবে তথ্যবহুল, সঙ্গে বিষয়ের বর্ণনা ও বিষয়ের যথার্থতা-ধারণের ওপর সম্পাদিত ভাষ্য থাকতে হবে।

জনসাধারণ থেকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্তির যে-ধারণা নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বেতারে তৈরী হয় সেটিই সর্বোত্তম। এর দরুন অনুষ্ঠানটি শ্রেষ্ঠতম বলে বিবেচিত হয়— কারণ জনসাধারণকে ঘিরে যে সমস্যাবলী তার আসল দিকটি হচ্ছে বাস্তব দিক।

অবশ্য বিশেষ কতকগুলো কারণের ওপর ভিত্তি করেও প্রামাণ্য অনুষ্ঠানাদি তৈরী হয়। টেলিভিশনে প্রচারিত অন্যতম স্মরণীয় প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, 'ক্যাথী বাড়ী ফিরে এসো' (Cathy come Home)তে প্রযোজক ও অনুষ্ঠান যাঁরা তৈরী করেন শুধু তাঁদেরই নয়, সম্ভবতঃ শ্রোতাদেরও সমাজগত-বিবেককে প্রতিফলিত করেছে। এ'ধরনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তৈরীকারীকে আপনি ইচ্ছে করলে আধুনিক যুগের ডিকেন্স (Dickens) বলতে পারেন। এসব অনুষ্ঠানে কিছু কিছু সামাজিক-ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরে (এসবের) প্রতিকারের পন্থাও নির্দেশ করা হয়েছে।

সব প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তৈরীকারীরাই প্রতিবেদকের কাজ করে থাকেন। হয়ত তাঁদের সেভাবে অভিহিত করা হয় না, তাঁরা হয়ত এমন কতকগুলো প্রচার বিভাগের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন যেখানে সাধারণতঃ প্রতিবেদকদের নেয়া হয় না তথাপি যখন তাঁরা কোন প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তৈরী করেন তখন তাঁদেরকে প্রতিবেদক হিসেবে মনে করার মধ্যে কোন তারতম্য নেই। কোন প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তৈরীর বেলায়, আপনি একজন দোভাষী ও জটিল বিষয়সমূহের ব্যাখ্যাদানকারী হিসেবে কাজ করবেন। সুতরাং আপনাকে বাড়ীতে বসে কাজ করতে হবে। লেখা বা বিবরণ তৈরী কিংবা বিষয়ের গ্রন্থনার আগে আপনাকে অবশ্যই তা

বুঝতে হবে,আর তা বোঝার আগে আপনাকে বিষয়ের গভীরে চলে যেতে হবে— অবহিত হতে হবে। পশ্চাদভূমি গড়ে তোলার জন্য সম্ভব হলে আপনি প্রত্যেক বিষয় ও প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করুন: সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ, পাঠাগারের সংশ্লিষ্ট বইপত্র, সরকারী বিবরণী, বিশেষজ্ঞ ও প্রত্যক্ষদর্শী— সবারই সাহায্য নিন।

প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তৈরীর সময়, নিশ্চিতভাবেই আপনি অন্য কোন দিকে সময় দিতে পারবেন না এবং কোনও চিন্তা-ভাবনারও অবকাশ থাকবে না। প্রামাণ্য অনুষ্ঠানই হবে আপনার জীবন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, স্বপ্ন ও আহার-বিহার। একসময় আসবে যখন আপনি অনুষ্ঠান তৈরীর কাজ ছেড়ে দিতে চাইবেন, পুরোপুরি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। এ রকম হওয়াটা স্বাভাবিক—আর এই অবস্থা থেকেই তৈরী হয় ভাল ভাল সব প্রামাণ্য অনুষ্ঠান।

প্রামাণ্য-অনুষ্ঠান ৫ মিনিট থেকে ৫০ মিনিটেরও হ'তে পারে। এটা নির্ভর করে বিষয়ের ওপর। অনভিজ্ঞ প্রযোজকরা প্রায়ই দেখা যায় সময়ের ফাঁক-ফোঁকর পুরো করার দিকেই বেশী আগ্রহী—যথার্থ অনুষ্ঠান তৈরীর প্রতি অতটা নয়। প্রযোজক, যতটা দরকার বলে মনে করবেন একটি প্রামাণ্য-অনুষ্ঠান ঠিক ততটাই দীর্ঘ করবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য হওয়া উচিত "আমি কি-কি বাদ দিতে পারি ?"

শুরু করার আগে কিভাবে বিষয়টিকে কাজে লাগানো হবে, সে সম্পর্কে অবশ্যই আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা নিশ্চিত যে বেতার-মাধ্যমকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে, উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বেতারের প্রামাণ্য-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা উচিত। বেতার হচ্ছে শব্দ-মাধ্যম, টেলিভিশন ছবি বা দর্শন-মাধ্যম। টেলিভিশনে ছবিগুলোকে যেমন সতর্কতার সঙ্গে ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার সাথে বাছাই করে নেয়া হয়—বেতারেও ঠিক তেমনিভাবে ভাষা ও শব্দকে বেছে নিতে হবে। ভাল বেতার পরিবেশ গড়ে তোলে এবং উদ্ভাবনী-শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। বেতার হচ্ছে কল্পনা-রাজ্যের মাধ্যম আর এর কলা-কৌশল যতভাবে সম্ভব উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলবে।

সঙ্গীত

প্রামাণ্য অনুষ্ঠানগুলো কথিত শব্দের সঙ্গীতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় সঙ্গীতের অন্যসব ব্যবহার এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমরা এমন এক যুগে বাস করি যেখানে প্রত্যেকেই মনে করেন যে, শব্দের চাইতে সঙ্গীত ভাব-প্রকাশের উন্নততর মাধ্যম। প্রামাণ্য-অনুষ্ঠানের বেলায় এটা ঠিক নয়। শব্দ ও বক্তব্যের যথার্থ প্রয়োগ কখনও পরাভব মানে না। প্রকাশভঙ্গী খুবই সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। সঙ্গীত-সমৃদ্ধ প্রামাণ্য-অনুষ্ঠানের মধ্যেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

অনুষ্ঠানের রীতি

দু'টো মৌলিক রীতির ওপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান করা হয়—বর্ণনা-সমৃদ্ধ ও অবর্ণনামূলক। অনেক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান-প্রযোজকের মত আমি নিজেও মনে করি যে, কিছু বর্ণনা দিয়ে বা একেবারেই কোন আনুষ্ঠানিক বর্ণনা ছাড়া প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তৈরীর সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছুনো সম্ভব। আত্মজ্ঞানসমৃদ্ধ অব্যাহত কৌশলের কাজটি বড়ই কঠিন অথচ তা বেশ সন্তোষজনকও।

যে-কোন প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কেবল বিশেষ কোন বিষয়কেই উল্লেখ করা হয়, বিষয়-বিশেষকে পুরোমাত্রায় প্রকাশ করা হয়। বেতারের প্রামাণ্য-অনুষ্ঠানে সর্বোত্তম বর্ণনা এবং সে-হিসেবে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রচনায় প্রায়ই, যাঁরা অংশ নেন তাঁদের নিজস্ব মন্তব্য থাকে—সময়ের চাপের মধ্যে যাঁরা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যয়ের সুরে কথা বলেন। কাজেই তাঁদের জোরালো-বক্তব্যের যে-প্রভাব থেকে যায় কোন লিখিত-রচনার মাধ্যমে তা কখনও সম্ভব নয়।

কাঠামো

সৃজনশীল যে-কোন শিল্পের মতই প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের সূচনা, মধ্যবর্তী স্থান ও সমাপ্তি থাকতে হবে। আরম্ভ ও শেষটা স্মরণীয় করে তুলতে হবে এবং মধ্যবর্তী স্থানে কি বলা হল তাতে প্রকৃতপক্ষে আদৌ কিছু যায় আসে না। প্রথম অবস্থায় পছন্দনীয় মনে হলে লোকে তা শুনবে। তেমনি শেষটাও যদি স্মরণীয় হয় তাহলে জনসাধারণের কাছে সে ধারণাটা অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে।

কাজেই শুরু করার মত কঠিন কাজটি [অথবা আমেরিকার অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রযোজক ফ্রেড ফ্রেণ্ড্‌লী (Fred Friendly) যাকে 'জামার পুচ্ছ' বলে প্রায়ই অভিহিত করতেন] অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই কঠিন কাজটির ওপর আপনি যতটা পারেন সময়, শক্তি ও চিন্তা-ভাবনা নিবদ্ধ করবেন। এটা সব সময়ই কাজে আসবে। বিষয়গতভাবে, এই প্রারম্ভিক দিকটি ১০ থেকে ১৫ সেকেণ্ডের বেশী কখনও হওয়া উচিত নয়। বেতারের ক্ষেত্রে ১৫ সেকেণ্ড সময় এক যুগ বলে বিবেচিত হয়। এটা বিশ্বাস না করলে পরে কোন কিছু ভুল হলে আপনি তা শুনবেন এবং সেখানে এক দীর্ঘ বিরতি দেখতে পাবেন।

প্রামাণ্য অনুষ্ঠান কিভাবে তৈরী হয়

কি উপায়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তৈরী করা হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সব চাইতে ভাল হবে একটা উদাহরণ সামনে রেখে এটা তৈরীর সব দিক নিয়ে আলোচনা করা।

কারাগারসমূহের ওপর ৬০ মিনিটের এক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু করা যাক। এটা সত্যি যে, আমাদের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে কাজ

করতে হ'বে। অনুষ্ঠানটি কারাগার সম্পর্কে হবে, শুধু এ'কথা চিন্তা করে আপনি অনুষ্ঠানটি তৈরী করে ছেড়ে দিতে পারেন না। আমাদের চিন্তা করতে হবে যে, অনুষ্ঠানটি হবে কারাগারের ''অভ্যন্তরস্থ'' লোকজন অর্থাৎ বন্দীদের নিয়ে। আর প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের দেয়া নাম ত রয়েছেই ''অভ্যন্তরের মানুষগুলো।'' এখন আমাদের দেখাতে হবে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বাস করাটা কেমন লাগে; বন্দীরা কিভাবেই বা বন্দী-জীবন মেনে নিচ্ছেন এবং এটা জানতেই বা কি অনুভূতি হয় যে, এখানেই তাঁরা পরের বছর বা আরো দীর্ঘদিন ধরে থাকবেন।

এরপর আমরা বন্দীদের চিন্তাক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। তারা কি উপায়ে তাদের সহজাত যৌন-প্রবৃত্তিকে খাপ-খাইয়ে নিচ্ছে? কিভাবে তারা তাদের অবসাদগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রিত বাঁধাধরা জীবনযাত্রাকে মেনে নিয়ে চলছে? অবসর সময়ে তারা কি করে? তাদের কি কোন অস্বাভাবিক অভ্যেস গড়ে ওঠে?

আমরা কয়েদীদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, পরিবারের ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল অনুভূতি এবং এর বিপরীতধর্মী দিকটি সম্পর্কে তলিয়ে দেখব। কারা-কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং কর্মচারীরাই বা একজন বন্দী সম্পর্কে কি ভাবেন আমরা তা' পর্যালোচনা করব। আমরা বন্দীদের পুনর্বাসনের এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার ব্যাপারে তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তব প্রস্তুতিগত দিকটি তুলে ধরব।

বস্তুতঃপক্ষে এভাবে আমাদের একটি সাদামাটা অনুষ্ঠানের কিছুটা ধারণা হয়েছে। এখন আমরা চিন্তা করব কাদের কাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া যায়—যে কারাগার নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান, সেই কারাগারের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা চালানো আমাদের দরকার হ'বে। প্রকৃতপক্ষে কারাগারে কি ঘটছে তা' নিজের চোখে দেখার জন্য আমি অনুমতি নিয়ে কারাগারে এক রাত কাটাই। আমি বইপত্র পড়ি, এবং সমাজ-কর্মী, কারাগার কর্মকর্তা, পুলিশ ও এ'ধরনের আরো লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলি।

আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, যাদের আমরা সাক্ষাৎকার নেব, মূলগতভাবে তারা হবে কয়েদী নিজেরাই; আর কারাগার কর্মচারীরা। আসলে আমার মতে এই দুই দলের লোকই হচ্ছে ''ভেতরের লোক''। অনেক কারণে এটা হবে দ্বিমুখী অনুষ্ঠান। দু'দলের চিন্তাধারা ও উদ্দেশ্যের বিপরীতধর্মীতা এতে ফুটিয়ে তোলা হবে। কাজেই আমি বন্দীদের, কারাগার তত্ত্বাবধায়ক, কর্মকর্তাবৃন্দ, হাসপাতালের মহিলা তত্ত্বাবধায়ক, সমাজকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার নিতে চাইলাম। এরই মধ্যে প্রযোজক হিসেবে অনুষ্ঠানের আকার কি হবে আমি সে সম্পর্কে চিন্তা করে ফেলেছি। দু'টো দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে এখন আমাকে চিন্তা

করতে হবে: সাক্ষাৎকার চালিয়ে নিয়ে যাবার কৌশল এবং আত্মজ্ঞানসমৃদ্ধ অব্যাহত কৌশলের বিষয়টি। প্রথম ক্ষেত্রে আপনি ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে সঙ্গীতের সেতুবন্ধন, ও দরকার হলে শব্দের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে সাক্ষাৎকারটি একত্রে গ্রথিত করবেন। সাক্ষাৎকারগুলো, প্রশ্নোত্তর আকারে অথবা বর্ণনার ভঙ্গিতে উত্তরগুলো জোড়া দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে।

অপরপক্ষে, আত্মজ্ঞানসমৃদ্ধ অব্যাহত কৌশলের কাজটি বেশী কঠিন এবং কোন মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের ক্ষেত্রেই এটি বেশী প্রযোজ্য। বিষয়টি বেশীরকম চিত্তাকর্ষকও। সরল স্বাভাবিকভাবে বলা হলে বিষয়টি এ'রকম দাঁড়ায়: আপনি যাদের যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাদের মুখ দিয়েই সবকিছু প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে আনুষ্ঠানিক কোন ধারাবাহিকতা নেই, কোন লিখিত ভাষণ নেই, সম্ভবতঃ নেই কোন সঙ্গীতের সুরধ্বনি। সাক্ষাৎকার দানকারী লোকেরাই সবকিছু বলে যাচ্ছেন—তাঁরাই যোগসূত্র বজায় রাখছেন। প্রশ্নকারীর এখানে কোন কাজই নেই।

এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার পদ্ধতি এবং নাটকীয়ভাবে বিরতিদানের উপায় হিসেবে, স্বাভাবিক-শব্দধ্বনি ব্যবহৃত হ'তে পারে। কিন্তু খুব বেশী নয়। আর তা পরিকল্পিতও হবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বন্দীদের একজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় ঘরে একটি ভ্রমর প্রবেশ করল এবং বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য অনবরত উড়তে শুরু করে দিল। আমি ঠিক করতে পারলাম না, সাক্ষাৎকার বন্ধ ক'রে দিয়ে এ থেকে অব্যাহতি লাভ করব, না, চালিয়ে যাব। পরিশেষে আমি সাক্ষাৎকার নেয়ার কাজটি চালিয়েই গেলাম আর এর চূড়ান্ত ফলাফলটা হল খুবই নাটকীয়। এই পটভূমিকায় ভ্রমরের গুঞ্জন, লোকটির স্বাধীন সত্তার প্রতীক হিসেবে কাজ করল—যা লোকটি আগামী অনেকগুলো বছরের মধ্যে পেত কি-না, সন্দেহ। আর বস্তুতঃপক্ষে এটি ছিল অনুষ্ঠানেরই অংশ—পরে যা অনেক লোকের স্মৃতিতেই জাগরূক ছিল। প্রতিবার প্রতিজনে অথবা সমালোচকের বিশ্লেষণে ঘটনাটিকে পছন্দসই বলে উল্লেখ করা হয়। সঙ্গীত ব্যতীত প্রামাণ্য-অনুষ্ঠানটি তার বেশীর ভাগ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করবে না মনে করলে এবং আপনি সঙ্গীতের ব্যবহার এড়াতে পারছেন না ভাবলে, সঙ্গীতকে বিশেষজ্ঞ-সুলভ উপায়ে কাজে লাগাবেন। যেখানে সঙ্গীতের ব্যবহারটা কমই খাপ-খায়, সেখানে এর ব্যবহার পছন্দনীয় নয়। হয় এটা পুরোপুরি খাপ খাবে নতুবা আদৌ নয়। গানের একই ধুয়া ব্যবহারের একটি পদ্ধতি হচ্ছে, একটি গানের কিছু সংক্ষিপ্ত কলি দিয়ে শুরু করে পরে কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে আবার ঐ গানেরই কিছু অংশ যোগ করে এইভাবে চালিয়ে যাওয়া।

"অভ্যন্তরের লোকগুলো"—অনুষ্ঠানটির ক্ষেত্রে আমি আত্মজ্ঞানসমৃদ্ধ অব্যাহত কৌশলের দিকটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিই। অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত লোকজনের কণ্ঠস্বরই

কথিত গোটা বিষয়কে উপস্থাপন করবে। প্রশ্নগুলোকে বেশ সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করতে হবে যাতে করে একজন লোক কি বলল তাকে বিশ্বস্ত উপায়ে দৃঢ়ভাবে তর্কের সঙ্গে, বিস্তৃত বর্ণনা অথবা মতানৈক্যের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হ'তে পারে। সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় সম্ভবতঃ আপনার যতটা প্রয়োজন হবে তার চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ বেশী বিষয়বস্তু যাতে করে আপনি পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। ধরুন, ৬০ মিনিট ধরে আপনার অনুষ্ঠান চল্‌বে, সেক্ষেত্রে টেপ-এ ধারণকৃত অবিচ্ছিন্ন বিষয়বস্তুর জন্য ১২ (ঘণ্টা) থেকে ১৩ ঘণ্টা পর্যন্ত সময়ের পুরোটাই লেগে যেতে পারে। "অভ্যন্তরের মানুষগুলো" অনুষ্ঠানটি আসলে ২০ মিনিটের কাছাকাছি ছিল। এ থেকেই আপনাকে সম্ভাব্য ৬০ মিনিটের একটি অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ, অত্যন্ত জোরালো ও খুব বেশী কৌতূহলোদ্দীপক অনুষ্ঠান তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে। পরিশেষে প্রামাণ্য-অনুষ্ঠানটি আপনি শুনবেন এবং সত্যিকারভাবেই বলবেন যে, যেহেতু এর প্রতিটি শব্দই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কাজেই এর একটিও হারিয়ে যেতে দেয়া সম্ভব নয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে। বস্তুতঃ আপনি যাঁর সাক্ষাৎকার নেবেন কেবল তাঁর আস্থা অর্জনের জন্যই আপনার প্রায়ই কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করার প্রয়োজন পড়ে। এ ধরনের অনুষ্ঠান তৈরীর ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই এর দরকার হয়। প্রকৃতপক্ষে, আপনি যখন সাক্ষাৎকার ধারণ করবার কাজ শুরু করতে যাবেন, মনে রাখবেন যে, আপনার কোন প্রশ্নই তৈরী অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কাজেই প্রতিটি উত্তরই যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে আপনি আপনার সময় বাঁচাবেন।

কতকক্ষেত্রে আমি সাফল্যজনকভাবে যে কৌশল ব্যবহার করেছি, আপনি সে কৌশলও কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পারেন। আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন, মাইক্রোফোন ঠিক করতে করতে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সাক্ষাৎকারদানকারীকে থামতে বলে তারপর আবার তাকে উত্তর দিতে বলুন। এইভাবে আপনি তাঁর সব উত্তর টেপ-এ ধারণ করে নিতে পারবেন।

এরপর শুরু হয় সম্পাদনার কাজ। সম্ভব হলে আপনার প্রাথমিক সম্পাদনার কাজটি কাগজের ওপরেই সেরে ফেলুন। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আপনি প্রতিটি সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপি পাচ্ছেন আর যেখানে আপনার প্রয়োজন নেই বিষয়টির সেই অংশে আপনি একটি পেন্সিল ব্যবহার করছেন। এটাও সম্ভব না হলে, এলোমেলোভাবেই আপনি আপনার মূল বিষয়টি সাজিয়ে ফেলুন, যে অংশ আদৌ ব্যবহৃত হবে না, তাকে ছাঁটাই করুন, আর এর মাধ্যমে আপনি একটা অনুলিপি বানিয়ে ফেলুন।

এরপর টেপ-সম্পাদনার কাজ যতই এগুবে, চূড়ান্তভাবে সব কিছু গ্রথিত করবার আগে প্রতিটি অংশকে শক্ত করে লাগিয়ে রাখুন (গেঁথে ফেলুন)। দীর্ঘ বিরতি

-গুলোকে কমিয়ে আনুন বিশেষ করে এটার দরকার হয় তখন, যখন দেখবেন বক্তা (speaker) ধীরগতিসম্পন্ন। একটি বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হবেন আর তা হচ্ছে, অনিচ্ছুকভাবে হলেও একই বিষয় আপনি বারবার বিভিন্ন বক্তার মুখ দিয়ে ব্যক্ত করবেন না। সময় এতই মূল্যবান যে, এভাবে আপনি তাকে নষ্ট হ'তে দিতে পারেন না। অবিচ্ছিন্ন ধারায় একই কণ্ঠ দীর্ঘ সময় ধরে বলে চলেছে— এটা যেন না হয় সে চেষ্টা করবেন। পক্ষান্তরে খুব ছোট ছোট অনেকগুলো অংশ অনেক লোকের কণ্ঠ দিয়ে বলানো হলে তাতেও শ্রোতারা সবকিছু গুলিয়ে ফেলে। ভাল রচনার মতই, বৈচিত্র্য থাকাটা বাঞ্ছনীয়। কিছু কণ্ঠস্বর হবে সংক্ষিপ্ত, কিছু দীর্ঘতর আর কিছু দীর্ঘতম।

সবশেষে যে কাজটি বাকী থেকে যায় তা হচ্ছে অনুষ্ঠানটির শুরু ও শেষ। আকর্ষণ লাভে নিশ্চিতরূপে সাহায্য করে ভূমিকাটিকে অবশ্যই এরূপ হতে হবে। আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে, কিভাবে এটা উপস্থাপন করা যাবে এ চিন্তা থেকেই যতক্ষণ আমি অনুষ্ঠানটি তৈরীতে ব্যস্ত ছিলাম তার প্রায় পুরো সময়টাই কঠিন সমস্যার মধ্যে কেটে গেছে। অবশেষে হঠাৎ করেই—সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে যা হ'য়ে থাকে—সেভাবে আমি সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। শুরুটা ছিল এভাবে :

দূর থেকে পদবিক্ষেপ-জনিত শব্দ-তরঙ্গ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে—প্রতিটি পদধ্বনির সঙ্গে ভেসে আসছে পায়ের নীচ থেকে উত্থিত মচ্‌মচ্‌ শব্দ। পদক্ষেপ থেমে গেল, প্রতিধ্বনিকারী একটি অতি বৃহৎ তালার মধ্যে চাবি প্রবিষ্ট হল; আর মন্থর ধাতব গর্জনের সঙ্গে একটি ভারী দরজা খুলে গেল। এরপর পদবিক্ষেপ দূরে গিয়ে একটি কণ্ঠস্বরের মাঝে বিলীন হ'য়ে গেল : কণ্ঠস্বর বলছে "অভ্যন্তরের মানুষগুলো : কারাগারের বন্দী জীবনে আলোকপাত।"

এই কঠোর ঘোষণার সঙ্গে বন্দীদের একজনের দৃষ্টি আকর্ষণী আওয়াজ পাওয়া গেল—আর এই সঙ্গে শুরু হ'ল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি বস্তুতঃ বিপরীত-ধর্মী অনুক্রমের মধ্য দিয়ে শেষ হ'ল, দরজা বন্ধ হওয়ার ঝনঝন শব্দ আর সেই সঙ্গে ক্রমবিলীয়মান পদক্ষেপের আওয়াজ।

ভাল কোন প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রায়ই শেষ হয় উত্তেজনার মধ্য দিয়ে—যেখানে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার কখনই পূর্ণচ্ছেদএর রূপ নেবে না। এর কাজ হবে যে বাস্তবতা ও ধারণাকে প্রচারের সাহায্যে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা হল সে সম্পর্কে তাঁরা যেন চিন্তা করতে শেখেন এ উদ্দেশ্যে তাদের মনকে ঈষৎ নাড়া দেয়া।

অনুষ্ঠানটি, আনুষ্ঠানিক কিংবা ঘরোয়া যেম্‌নি হোক্‌ না কেন এর শেষ পর্যায়ে সংক্ষিপ্তসারটি কখনও কখনও বিশেষ একটি নির্দিষ্ট সমাধানের মধ্যে পর্যবসিত হয়। কিন্তু স্বভাবতঃ এবং সম্ভবতঃ আরো শুদ্ধ করে বলতে গেলে এই সার-সংক্ষেপ

কেবলই তর্ক-বিতর্কের নির্যাস হওয়া উচিত। শ্রোতা তার নিজের মনকে গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ সক্ষম। শ্রোতার মনকে প্রস্তুত করে তোলাটা প্রচারকারীর কাজ নয়।

প্রচারকেরা কোন ব্যাপারেই পক্ষাবলম্বন করেন না। পক্ষাবলম্বন করলেই অন্ততঃ অর্ধেক, সম্ভবতঃ অনেক বেশী শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি আপনার আচরণকে দায়িত্বপূর্ণ বলে মনে হবে না। শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি প্রচারকারীদের বড় রকমের দায়িত্ব রয়েছে। তাঁকে তাঁর নিজের, অধীনস্থ লোকজনের ও শ্রোতাদের প্রতি অবশ্যই বিশ্বস্ত থাকতে হবে। এই দায়িত্ববোধ থাকা মানেই তিনি সবসময়ই তাঁদেরকে প্রকৃত ঘটনার কথা জানাবেন।

যা সত্য বলে জানবেন, তাকে ঠিক সেইভাবে বলতে ভয় পাবেন না। বলিষ্ঠ ধরনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তৈরীর বেলায় আপনি প্রতি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। ঘটনার সত্যতা-নিরূপণের মধ্যে দিয়ে সতর্কভাবে অথবা সাহসের সাথে লিখে আপনি নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন। প্রতিটি বিবৃতির সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন এবং এর প্রতিটির সমর্থনে আপনার যেন নির্ভেজাল তথ্যানুসন্ধানী বিবরণী তৈরী থাকে। যেখানে আপনি তা পারছেন না, সেক্ষেত্রে আপনার বক্তব্যকে আপনি জোরালো ভাষায় পেশ করবেন।

সি. বি. এস. (C. B. S.) সংবাদ সংস্থার জনক নামে অভিহিত খ্যাতনামা এড ক্লবার (Ed Klauber)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে আমি এটা শেষ করতে চাই :

সংবাদ বিশ্লেষকরা যা করার অধিকারী বা যা তাঁদের করা উচিত তা হচ্ছে : সাধারণ জ্ঞান বা বিশেষজ্ঞান থেকে তাঁরা খবরের ব্যাখ্যা দান করবেন এবং তা জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তুলবেন। এ জ্ঞানের অধিকারী তাঁরা নিজেরাও হতে পারেন, অথবা সংস্থার নিজস্ব সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য তাঁদের জ্ঞাত করা হতে পারে। ঘটনার উভয় দিক তাঁদের উল্লেখ করা উচিত। জ্ঞাত-তথ্য মোতাবেক বিপরিতধর্মী দিকটাও তুলে ধরা উচিত আর এ'ভাবেই তাঁদের কাজ করে যাওয়া উচিত। তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় জনসাধারণ যে শুধু জেনেই যাবেন তা নয় তাঁদের তা বুঝতেও হবে। আর বিশ্লেষকের কাজ হচ্ছে বুঝতে, ঘটনার পরিমাপ করতে এবং তা বিচার করতে শ্রোতাদের সাহায্য করা কিন্তু তাঁদের হয়ে বিচার করার কাজটা বিশ্লেষকের নয়। (১৯৩৯ সনে যুদ্ধ শুরুর ওপর সি. বি. এস. বার্তা কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে পাঠানো স্মারকলিপি থেকে গৃহীত)।

এখানে সম্প্রচারক হিসেবে করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের বোধগম্য করে তোলা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দশম পরিচ্ছেদ

বিদেশ সংবাদদাতা

যাঁরাই বিদেশ সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করছেন, তাঁরাই জানেন যে, দেশের তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দ্যময় সুপরিচিত পরিবেশে প্রতিবেদকরূপে কাজ করা এবং বিদেশ সংবাদদাতাদের এক সুবিশাল পরিবেশে কাজ করার মধ্যে কি বিরাট পার্থক্য বিরাজমান।

দুটোর মধ্যেই অত্যন্ত স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে: প্রতিবেদকগণ মূলতঃ ঘটনার ওপর সরাসরি প্রতিবেদন পাঠানোর কাজে "দরজায়-উপস্থিত দমকল কর্মীর" মত। দৃঢ়ভাবে বলতে গেলে, তিনি বার্তা সংস্থার পাঠানো অনুলিপিরই প্রতি-ধ্বনিকারী। সংবাদ বুলেটিনে তাঁর ৩০ সেকেণ্ডের প্রতিবেদন সন্নিবেশ করা হয়। প্রায়ই তাঁকে সংবাদ সংস্থার অনুলিপি তাঁর মূলকাজের জায়গার উদ্দেশ্যে পড়ে শোনানোর কাজ করতে হয়।

একজন সংবাদদাতার কাজ অবশ্য ভিন্ন প্রকৃতির। এ্যান্থনি লরেন্স (Anthony Lawrence), এড্ মারও (Ed Murrow), উইনফোর্ড ভন-টমাস (Wynford Vaughon-Thomas) এবং রিচার্ড ডিম্ব্‌ল্‌বীর মত লোকের ঐতিহ্যবাহী পরি-বেশে তাঁকে কাজ করতে হয়। তাঁকে কর্তৃত্ব সম্পন্ন সর্বোত্তম সংস্থার সঙ্গে (যেমন বিবিসি এবং বড় ধরনের মার্কিন বার্তা প্রতিষ্ঠান ও বার্তা সংস্থা) কাজ করতে হয়। আর সেখানেই রয়েছে প্রতিযোগিতার ব্যাপার।

তাঁর কাজকে বিদ্বেষমূলকভাবে নয় বরং ঘটনা-সম্মতভাবে, রেনে কাটফোর্থ (Rene Cutforth), জুলিয়ান পেটিফার (Julian Pettifer), চার্লস হুইলার (Charles Wheeler) ও রে মার্টিন (Ray Martin) প্রমুখের মত লোকের কাজের সঙ্গে তুলনা করা হবে।

এ্যান্থনি লরেন্স তাঁর বৈদেশিক সংবাদদাতা গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন: বিদেশ সংবাদদাতারা প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। তারপর যতই মাস ও বছর গড়িয়ে যেতে থাকে, তিনি ততই বুঝতে পারেন যে, তাঁর দৃষ্টিভংগীর ও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে আর যে-সব মূল্যবোধকে তিনি এতকাল স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নিয়েছিলেন সেগুলোও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

অন্য কথায় লরেন্স আসলে যা বলতে চাচ্ছেন তা হচ্ছে: সংবাদদাতাটি যে-দেশে ও যে-লোকজনের মধ্যে রয়েছেন, সে-দেশ ও সে-দেশের লোকজনের সাথে খাপ-খাওয়ানোর জন্য সময় নিচ্ছেন। সংবাদদাতাকে ধীরে ধীরে বুঝতে

হবে, বিষয় সম্পর্কে পাকা জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, নিশ্চিত জিনিসটি সম্পর্কে তলিয়ে দেখতে হবে এবং সত্যের সন্ধান করতে হবে। টনি লরেন্স (Tony Lawrence) বলছেন:

বিদেশ সংবাদদাতা অনেক রকম লোকের সংস্পর্শে আসতে পারেন অন্ততঃ এই সুবিধাটি তাঁর রয়েছে। তাঁর কাজের ক্ষেত্রটি একটি বা দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, যেমন রয়েছে ব্যবসায়ী, কূটনীতিক বা সৈন্যদের বেলায়। বড় রকমের ক্লান্তি ও হতাশার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়—দুর্বল-চিত্ত লোকের জন্য দূরপ্রাচ্যে সাংবাদিকতা পেশায় কাজ করে যাবার সুযোগ নেই। তবু, সবচাইতে ভাল বা মন্দ যাই হোক, মানব-প্রকৃতি সংক্রান্ত তাঁর লব্ধ জ্ঞানের আওতা সেখানে ব্যাপক।

বস্তুতঃ বিদেশ সংবাদদাতাদের কাজের যে কি পুরস্কার—এটা বোঝা মুশকিল। তাঁকে প্রায়ই একাকী কাজ করতে হয়। তাঁর কাজ সম্পর্কে অন্যের ধারণা অথবা তাঁর কাজের কতটা ব্যবহার করা হচ্ছে প্রায় সময়ই তিনি তা জানতে পারেন না। লরেন্স বলছেন, "অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় আপনার যাবার সুযোগ হয়েছে। আর কখনও কখনও বা বড় বড় ঘটনা প্রত্যক্ষ করার স্থানে আপনার জায়গা মিলেছে। দীর্ঘ পথ-যাত্রা শেষে সবসময়ই যে আপনি গুরুত্বপূর্ণ যায়গায় যেতে পেরেছেন তাও নয়। (কখনও বা আদৌ ভিতরে প্রবেশের সুযোগ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন)।

একজন সংবাদদাতার জীবন বিরক্তিজনকভাবে দীর্ঘ, শ্রমসাধ্য আর হতাশা-জনক। কারণ, কখনও কখনও বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভ্রান্তিমূলক, দীর্ঘ সংবাদ-সম্মেলন, স্যুটকেস-সমৃদ্ধ জগৎ, প্লাষ্টিকে গড়া হোটেল কক্ষ, আর একই ধরনের বিমান বন্দর ভবন ইত্যাদি নিয়ে তাকে থাকতে হয়।

এটা এমনি একটি জগৎ যেখানে কারো কারো পরিবারের স্থান হয় দ্বিতীয় সারিতে—এমনি স্থান যেখানে কোন কোন সময় কারো ব্যক্তিগত জীবনে অসহনীয় বোঝা এসে পড়ে। একবার বি. বি. সির একজন সংবাদদাতা আমাকে বলে-ছিলেন যে, গত তের মাসের মধ্যে মাত্র তিন মাসের জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গ পেয়েছিলেন। এটা এমনি এক বিশ্ব যেখানে দরকার অক্লান্ত কর্মশক্তি, সাংবাদিক জীবনের প্রকৃত ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতা।

স্বদেশে, প্রতিবেদকরা সংবেদনশীল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন জাতীয় বা স্থানীয় সরকার রাজনীতি, ট্রেড ইউনিয়ন ঘটিত বিষয়াবলী এবং এ ধরনের আরো সব বিষয়ে আগে থেকে তৈরী সংযোগ-সূত্র পেয়ে থাকেন। জনসাধারণ বিশেষ করে রাজনীতিবিদরা প্রতিবেদকগণের সান্নিধ্যলাভে খুব আগ্রহ দেখান।

বিদেশ সংবাদদাতাদের বেলায় এটা হয় না। তাঁর জন্য সবকিছুই অজানা এমনকি অনেক সময় বিরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করে। সেখানে বিদেশী কোন বার্তা

সংস্থা অথবা প্রচার সংগঠনের সংবাদদাতার সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে রাজনীতিবিদদের ভোটলাভ হয় না। মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে না এবং তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় কোন প্রচার অভিযান চালিয়ে জয়লাভও হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, বাইরের কোন দেশে যে-সংস্থা তাঁদের সংবাদদাতা রাখছেন তাঁর স্পষ্ট কোন পরিচিতি থাকে না। অবশ্য বিবিসি বা বড় ধরনের বিভিন্ন মার্কিন সংবাদ সংস্থার কথা আলাদা। সেখানে রাজনীতিবিদদের সরাসরি, এসব সংবাদদাতার সঙ্গে কথা বলবার সামান্যই উৎসাহ থাকে বা কোন উৎসাহই পরিলক্ষিত হয় না।

কাজেই প্রচার-সাংবাদিক হিসাবে জীবনের প্রথমেই হয়ত সংবাদদাতাটিকে তাঁর নিজের জন্য খবরের সন্ধান করতে গিয়ে নিজ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অন্য যে-কোন সফল সংবাদিকের মতই একজন বৈদেশিক সংবাদদাতা, খবর তাঁর কাছে এসে ধরা দেবে বলে বসে থাকতে পারেন না। তাঁকে খবরের সন্ধান করতে হবে, তাঁর নিজের যোগাযোগ-সূত্র নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে, তাঁর নিজের জন্য বিশেষজ্ঞ খুঁজে নিতে হবে।

একজন বৈদেশিক সংবাদদাতার মধ্যে শালীনতাও থাকতে হবে। কোন বিষয়ই তাঁর জন্য খুব তুচ্ছ নয়। বৈদেশিক সংবাদদাতা এমন একজন ব্যক্তি যিনি, তাঁকে যা বলা হবে, তাই করবেন, তাঁকে যেখানে পাঠানো হবে সেখানে যাবেন অথবা পদত্যাগ করবেন। তিনি জানেন যে, কোন ঘটনার ওপর কাজ করবার সময় তিনি সর্বদা তার পুরো-ছবিটা নাও তুলে ধরতে পারেন কারণ সবকিছু খুঁজে বের করবার মত সময় তাঁর নাও থাকতে পারে। অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থাও রয়েছে। যে সব লোকের মাঝে তিনি খবর সংগ্রহের জন্য যাবেন, তাদের মধ্যে অনেকেই দেশ-প্রেমের উদ্দীপনায় অথবা আমলাতান্ত্রিক সুবিধের বশবর্তী হয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করবেন অথবা তাঁকে এমনসব কথা বলবেন যা সর্বাংশে সত্য নয়। কাজেই সংবাদদাতাকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কাজ করবার সাথে সাথে সতর্কও থাকতে হবে।

অবশ্য এ'কথা মনে রাখবার সঙ্গে সঙ্গে এটিও বলতে হবে যে, কিছুকাল এক জায়গায় থেকে সেকানকার স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিকদের জানবার পর সংবাদদাতাটির মনে এ ধারণা জন্মাতে শুরু করতে পারে যে, অবশেষে পরিস্থিতিকে তিনি অত্যন্ত ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং প্রকৃত পক্ষে তিনি সেখানকার লোকজন ও তাদের ঘটনাবলীর চমৎকার বিশ্লেষক হতে পেরেছেন, এ'ধারণাই হচ্ছে আসল বিপদের জায়গা। কারণ এখন থেকে তাঁর গুরুত্বপুর্ণ সব চিন্তাশীল কাজের মধ্যেই আত্মম্ভরিতা দেখা দিতে পারে। তিনি নিজেও ভাবতে শুরু করে দিতে পারেন যে, তাঁর মুলকর্মস্থলে এমন আর কেউ নেই যে, তাঁর মত এমন

একজন বিশেষজ্ঞকে, কি করা উচিত তা বলতে পারেন বা তাঁর কাজের সমালোচনা করার মত কিছু করার চেষ্টা করতে পারেন।

হঠাৎ করেই দেখা যাবে যে, তিনি নিজেকে একজন বিশেষ মর্যাদাবান ব্যক্তি ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন আর সেই সাথে "আমার জনগণ" শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছেন। এই অবস্থায় পেঁাছুলে তাঁর মনে রাখতে হ'বে যে, তাঁকে সেখানে কোন ব্যাপারেই সতর্কবাণী করতে বা ভবিষ্যৎ-বক্তা হিসেবে রাখা হয়নি। তাঁর কাজ হচ্ছে, "ঘটনা-যা-ঠিক-তাই" তুলে ধরা।

যে-কোন সংবাদদাতারই প্রথম কর্তব্য হচ্ছে : তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ এলাকায় প্রধানতঃ তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করা—শুধু তাঁর স্বীয় এলাকাটিতে নয়। তিনি তাঁর এলাকাটিকে যেমন বুঝতে পারবেন, তাঁর ওপর-ওয়ালারা সবসময় ঠিক সেভাবে এলাকাটিকে বুঝতে পারবেন না। টনি লরেন্সকে দূর-প্রাচ্য একটি রাজকীয়-সফরের ওপর কাজ করবার জন্য বলবার পর তিনি সেখানে প্রথম যাবার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সে-সময়ের বিবরণীতে বলেন যে, আমি এডিনবরার ডিউকের (Duke of Edinburgh) সঙ্গে মালয় (Malaya) যাই…… আর সেখান থেকে আগে ভাগেই নিউগিনি গিয়ে তাঁর পেঁাছুনোর অপেক্ষায় থাকি। এরপর আমাকে তাঁর সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার বহির্অঞ্চলীয় ভূ-ভাগ, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সফরে যেতে হয়। পেশার দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা আমার জন্য মনের ওপর একটা দারুণ আঘাত স্বরূপ ছল… …হাজার হাজার মাইলের ভ্রমণ আর এর সাথে দূরপ্রাচ্য সফরের তেমন কোন যোগসূত্রই ছিল না।

এভাবেই অবশ্য সবসময় কাজ করে যেতে হয়। মূল কর্মস্থলে সম্ভবতঃ ১২ হাজার মাইল দূরে- যাঁরা অবস্থান করেন মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে থাকেন কোথাও কোন রকম বড় ধরনের কিছু ঘট্‌ছে কি-না। ব্যস্‌ সবচেয়ে কাছাকাছি তাঁদের সংবাদদাতাকে পাঠিয়ে দিলেন, সেই ঘটনার ওপর বিবরণী সংগ্রহের জন্য। সদর দফ্‌তর ত' আর কোন সংবাদদাতার মানসিক-দিগন্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জায়গা নয়। কাজেই লণ্ডনস্থ লোকটি যখন তার অধিকাংশ সময় তেল আবিব (Tel Aviv) ও জোহান্সবার্গ (Johannesburg)-এ কাটিয়ে দিচ্ছেন, তখন হয়ত দেখা যাবে প্যারিসস্থ লোকটি তাঁর সময়ের অর্ধেকটাই ব্যয় করছেন উত্তর আফ্রিকা অথবা স্পেনে।

বৈদেশিক সংবাদদাতার অনুপাত-জ্ঞান থাকা দরকার। যে বিষয়টি তাঁর কাছে খুব বড় মনে হবে, স্বদেশের ক্ষেত্রে তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে আবার সিডনীতেও বহির্মঙ্গোলীয়ার উটের চুল ছাঁটার ক্লিপ-সংক্রান্ত সর্বশেষ আলোচনার ক্ষেত্রেও ততটাই গুরুত্বলাভ করতে পারে। তাঁর কাছে বিদেশগত

প্রাধান্য সম্পন্ন স্বদেশীয় কোন বিষয়ের মূল্যায়ন করবার সময় যতটা সম্ভব অনুরূপ চিন্তাধারায় কাজ করতে হবে।

বৈদেশিক সংবাদদাতার জন্য দরকার—পরিপক্ক জ্ঞান ও কাজের অখণ্ডতা বোধ। তাঁর মূল কর্মস্থলের (base) প্রতি থাকতে হবে সন্দেহাতীত বিশ্বাস। একটি অচেনা অজানা জায়গায়, এটা একরকম নিশ্চিত যে, আপনি স্বাভাবিকভাবেই সরকারের কোন খবর দিয়ে আরম্ভ করতে পারেন। সংবাদটি হয়ত নীরস, কখনও বা সতর্কতা অথবা চতুরতার সাহায্যে তৈরী সরকারী অথবা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এগুলো প্রচারলাভ করুক এই-ই চান। আর এটাই ঠিক যথেষ্ট নয়। সংবাদদাতারা প্রকৃত খবর কি—অবশ্যই তার সন্ধান করবেন। এ্যান্থনি লরেন্সের ভাষায়: "যা বাস্তব ধারণা দেয় সেটিই হচ্ছে খবরের একমাত্র সংজ্ঞা। সাংবাদিকরা যা-লেখেন তাই সংবাদ হয়ে ওঠে। কাজেই খবরের প্রেক্ষিত সম্পর্কে দ্রুত অবহিত হতে চাইলে অন্যান্য সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ (মেলামেশা) করুন। এভাবেই আপনি দ্রুত শিখতে পারবেন কি-ভাবে সত্যঘটনা থেকে সরকারের বিবরণ আর বাস্তব-অবস্থার প্রেক্ষাপটে তথ্য-বিবরণীর মর্ম উদ্ধার করা যায়।

বৈদেশিক সংবাদদাতারা তাঁদের নিজেদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখে বিশ্ব ঘটনাবলীর বড় বড় দিকগুলো গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বিচার ক'রে চিত্তাকর্ষক বিবরণী পাঠাবেন। তাঁরা প্রধানতঃ প্রচারকারী—তাদের মাধ্যম হচ্ছে: বেতার ও টেলিভিশন। কাজেই তাঁদের প্রেরিত প্রতিটি বিবরণীতেই থাকবে ভাল প্রচার সাংবাদিকতার যথাযথ প্রতিফলন। তাঁর এলাকার সব খবর স্বদেশে তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী ও দর্শকদের বাসকক্ষে (living room) পৌঁছিয়ে দেবার জন্যই তিনি রয়েছেন। তিনি তাঁর বিবরণীর মাধ্যমে বিদেশের শব্দ, দৃশ্য, গন্ধ, বর্ণ—সব তুলে ধরেন। তিনি এ কাজে ব্যর্থ হলে তা কোন সংস্থার পাঠানো কণ্ঠস্বর-বিবরণীর চাইতে বেশী কিছু বলে বিবেচিত হবে না। আর এসব ত সহজেই এবং আরো কম খরচে মূল দফতরে থেকেই পুনরায় লিখে স্টুডিওতে বসে পড়া যেতে পারে।

শ্রোতারা চান ঘটনার যথাযথ রূপ ও স্বরধ্বনি। তাঁদের কৌতূহল ও কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করতে পারে—এমন যেকোন বিষয়ের প্রতি তাঁদের আগ্রহ রয়েছে—যেকোন বিষয়, যা বেতারকে করে তোলে কৌতূহলোদ্দীপক ও ব্যঞ্জনাময়। সুতরাং বিদেশ সংবাদদাতাকে অবশ্যই সর্বদা বেতারের কথা চিন্তা করেই কাজ করতে হবে। তাঁর একমাত্র সহায়ক-পুস্তিকা হবে তাঁর টেপ-এ ধারণযোগ্য যন্ত্র (টেপ-রেকর্ডার)। আর তাঁর একমাত্র পেন্সিল হবে তাঁর মাইক্রোফোন। তিনি তাঁর রেকর্ডার যন্ত্রটি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখবেন এবং এই যন্ত্রটি সঙ্গে না

নিয়ে কখনও তিনি কোথাও যাবেন না। একজন আলোক-চিত্র শিল্পীর কাছে তাঁর ক্যামেরার গুরুত্ব যতখানি, রেকর্ডার যন্ত্রটিও ঠিক ততখানিই প্রয়োজনীয় সংবাদদাতাটির কাছে। কাজেই এটিকে সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যাওয়াটা অচিন্তনীয় ব্যাপার হবে।

টেলিভিশনের হয়ে যে-সব সংবাদদাতা কাজ করেন, কেন যে তাঁরা একঢিলে দুই পাখি মারতে পারেন না এবং পরে বেতারের কণ্ঠস্বর-বিবরণীর জন্য সেই একই যথার্থ-বিবরণীর ব্যবহার করেন না তার আদৌ কোন যুক্তি নেই। এরফলে শুধু সময়ই বাঁচে না, লোকজনের পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও প্রচেষ্টাও বাঁচে।

একজন বিদেশ সংবাদদাতার কাছে দ্রুতগতিতে কাজ করাটাই সব। তাঁকে তাঁর কাজের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ ও তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উর্ধ্বাকাশে সংস্থাপিত উপগ্রহগুলিতে পুরো সংবাদ অনুষ্ঠানই নিয়ন্ত্রিত বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়, উপগ্রহগুলি আবার সে-সব অনুষ্ঠান প্রত্যেকের বাসকক্ষে পৌঁছে দেয়। বড় কিংবা ছোট এমন ঘটনার পাঁচ মিনিট পরেই সংবাদদাতাটির টেলিফোনটি বেজে উঠবে (প্রায় সবসময়ই স্থানীয় সময় ৩টার দিকে এটি হয়ে থাকে)। কোন সম্পাদক বা কোন কার্যনির্বাহী প্রযোজক তাঁর সঙ্গে ব্যাপারটির গভীরতা নিয়ে, ব্যাপারটি আসলে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে এখন থেকে ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে চান।

তাৎক্ষণিক মন্তব্য, তাৎক্ষণিক ঘটনা বিশ্লেষণকে আধুনিক যুগের বিদেশ-সংবাদদাতার জন্য ব্যবসায়িক পুঁজি বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

সংবাদদাতারা খবরের ব্যাখ্যা দেন—খবরকে বিভিন্ন তথ্যগত দিক থেকে সমৃদ্ধ করেন। ঘটনার উভয় দিকই তাঁদের উল্লেখ করা উচিত। পরস্পরবিরোধী কিছু থাকলে তাঁর জ্ঞাত বিষয়মত সে-সব তুলে ধরা উচিত। তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, গণতান্ত্রিক সমাজে জনসাধারণ যে কেবল সব কিছু জানেন তা নয়, বোঝেনও। শ্রোতা বা দর্শকদেরকে বোঝানো, ঘটনার সুসামঞ্জস ও বিচার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করাটাই তাঁর কাজ—তাঁদের হয়ে বিচার করাটা তাঁর কাজ নয়।

এ্যান্থনি লরেন্স বলেন, "একজন সাংবাদিক, যতটা শিখতে পারেন শিখবেন; কিন্তু তাঁকে সবসময়ই জনসাধারণের কাছাকাছি থাকতে হবে—আর এটিই তাঁর একমাত্র আশাভরসা। তাঁর শ্রোতারা খুব তাড়াতাড়িই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কোন কিছু প্রচার করতে গিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদেই যদি ৩টি অপরিচিত চীনা নাম তাঁরা শোনেন, তখনই তাঁরা বেতার যন্ত্রটিকে বন্ধ করে দেবেন।"

বিবিসি'র দূরপ্রাচ্য সংবাদদাতা হিসেবে ১৯ বছরের কর্মজীবন শেষে অবসর নেওয়ার কালে তাঁর প্রচারিত শেষ বেতার-ভাষ্যে লরেন্সকে এ'কথাটিই বলতে হয়েছে : "সংবাদদাতা হিসেবে আপনাকে এ'সবের (রাজনৈতিক ঘটনাবলীর) ওপর কাজ করতে হয় কিন্তু বেতার ও টেলিভিশনের হয়ে কাজ করতে গেলে —রাজনীতিবিদদের বক্তৃতাবাজি ও হেঁয়ালিগুলোই আপনার আসল জিনিস নয়— আসল জিনিস হচ্ছে আপনার সাধারণ মানুষ—তাদের মানবিক আচরণ।"

বিদেশ সংবাদদাতা হ'তে চাইলে তাঁকে এরচেয়ে বেশী কি আর বলবার থাকে?

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরিবেশনা

কোন নিষ্ঠাবান প্রচার সাংবাদিকই কোন বেতার-কেন্দ্রের নোংরা, এলোমেলো, শ্রুতিকটু শব্দধ্বনির সঙ্গে কখনোই নিজেকে সংশ্লিষ্ট করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

যখনই ভাল পরিবেশনার অভাব ঘটে তখনই এই দিকটি মানুষের নজরে পড়ে। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা-গুণের জন্যই বিবিসি'র অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও পেশাগত বলা হয়। কোন টিক্‌টিক্ দুম্‌দাম্ ও প্রচণ্ড শব্দ নেই, অনুষ্ঠান শুরু করা বা থামার জন্য ভ্রান্ত সংকেত-দানের ঘটনাও খুব কম, ভ্রান্ত-সময় নির্ণয় বা চাপা কোন শব্দও কখনও এতে শোনা যাবে না। সময় থেকে সময়ান্তরে এক অনুষ্ঠান থেকে আরেক অনুষ্ঠানে যাবার সময়েও অত্যন্ত সুষ্ঠু গতিশীলতা মেনে চলা হয়। আর এটাই প্রত্যেক বেতার কেন্দ্রের জন্য অবশ্যই লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিবিসি'র গড়ে তোলা মান বেশ-উঁচু। বর্তমানে শ্রোতাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সবসময়ই এ'ধরনের চমৎকার মানের জন্য উৎকর্ণ থাকে।

সংবাদ এবং সব রকমের সাধারণ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই ভাল পরিবেশনা প্রয়োগ করতে হবে। সুন্দর ও ভ্রান্তিহীন উপস্থাপনার গুণে পেশাগত ও সৌখিন অনুষ্ঠানের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। এটার প্রয়োজন রয়েছে।

শব্দের মান

উপস্থাপনার লক্ষ্য তাই নিশ্চিতভাবেই হতে হবে সম্ভাব্য উত্তম কারিগরী মান-সম্মত শব্দ। বিশ্বের আদর্শ প্রচার মাধ্যমগুলোতে সব সন্নিবেশিত অংশের ব্যবহার হয় কিন্তু তা করা হয়—টেলিফোনের মাধ্যমে নয়, করা হয় বিস্তৃত ব্যাণ্ড-সার্কিটের সাহায্যে (এই বড় রকম ব্যাণ্ড-সার্কিট হচ্ছে অনুষ্ঠানটিকে পুনরায় তৈরীর পর্যায়ে বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সীর (Frequency)'র টেলিফোন লাইনের ব্যবহার)। এভাবে যে-কোন অনুষ্ঠানই স্টুডিও'তে প্রচারিত অনুষ্ঠানের মান-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু যেহেতু বর্তমান প্রচার মাধ্যমটা ততটা আদর্শগত রূপ লাভ করতে পারেনি কাজেই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই সর্বোত্তম উপায়ে আমাদের কাজ করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমরা ছোট-খাটো সন্নিবেশিত অংশের ব্যবহার করে থাকি বলে শ্রোতারাও তাই সামান্য হলেও খারাপ মান অর্জন করে—দীর্ঘ সন্নিবেশিত অংশের যোজনায় এমনটি হ'ত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন প্রচার সাংবাদিক অবশ্যই অনুষ্ঠানে মানের দিকটাই সর্বদা বড় বলে গণ্য করবেন। একটি সন্নিবেশিত অংশ শুনতে গিয়ে কে চান কষ্ট করতে? কোন বিষয়ের ধারণকৃত মান যদি খারাপ হয়, বেশী গোলমেলে, বা হৈ-চৈ পূর্ণ হয় তাহলে সেটাকে ব্যবহার না করাই উচিত—বিষয়ের মূলবস্তু যত

ভালই হোক্ না কেন। বেশ ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই কেবল এ ধরনের উঁচু মানকে কেউ নীচে নামিয়ে আনতে দিতে পারেন।

পর্যায়

শ্রোতাকে যদি স্বরের উঁচু বা নীচু মান স্থির করতে গিয়ে বারবার বেতার-যন্ত্রের মেলানোর কাজই করতে হয়, তাহলে এর চাইতে বিরক্তিজনক বা অপছন্দনীয় কাজ আর কিছু হ'তে পারে না। কারণ অনুষ্ঠানটির বিভিন্ন পর্যায়ে যে-সব বিষয় রয়েছে যেমন—পরিবেশকের কণ্ঠ, সন্নিবেশিত অংশসমূহ, সঙ্গীত—সব কিছুরই ধ্বনিগত মান বিভিন্ন পর্যায়ে ওঠানামা করে চলেছে।

প্রকৌশলী ছাড়া খবর পাঠকরা যে-সব স্টুডিওতে নিজেরাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন সেখানে তাঁদের অবশ্যই স্বর ও সন্নিবেশিত অংশের ধ্বনিগত পর্যায়ের দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অনুষ্ঠানের ধারা থেকে সংবাদে রূপান্তরিত হবার বেলায় তা হতে হবে সুষ্ঠু ও স্বাচ্ছন্দময় এবং ধ্বনিগত পর্যায়ে একই থাকতে হবে।

সাবধান—মীটারের দিকে দৃষ্টি রাখুন এবং শোনার কাজটিও চালিয়ে যান। মীটারের দিকে খেয়াল রাখার কাজটি ঠিক শব্দ বা ধ্বনিগত পর্যায়ের মান বজায় রাখার কাজ নয়। শ্রবণেন্দ্রিয়কেও অবশ্যই এখানে ব্যবহার করতে হবে। কোন কোন সময় মীটারের রিডিং(reading)-এ সাংঘাতিক রকমের পার্থক্য ধরা পড়ে কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার কানই বলে দেবে শব্দটা ঠিক পর্যায়েই রয়েছে কিনা। এক্ষেত্রে মীটার ও কানকে একই সাথে কাজে লাগাতে হবে।

হেড ফোন (Head Phones) (**কানে লাগিয়ে শোনার যন্ত্র**)

সাধারণভাবে স্টুডিওতে উপস্থাপনার জন্যে গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহারের ওপর দু'রকম চিন্তাধারা রয়েছে। কোন কোন সময় এর ব্যবহার অবশ্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে—আর সে সময় হচ্ছে বাইরের প্রচার ব্যবস্থা। ফোনে খবর সংগ্রহ আর অনুরূপ অন্যান্য কাজে। কিন্তু কতক কতক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রশ্নাতীত নয়। অনেকে মনে করেন, পাঠক কর্তৃক বিষয়ের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করার চাইতে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর শোনার ব্যাপারে উৎসাহী হলে এর দরুন তাঁর মনোযোগ নষ্ট হয়। আবার অনেকে বলেন, নিজের গলার স্বর নিজে শুনলে অনেক কাজে আসে। হেড-ফোন কানে লাগিয়ে পাঠক বা উপস্থাপকরা যখন কথা বলেন, তখন এর সাহায্যে তাঁরা দ্রুত নির্দেশাবলী পেতে পারেন।

আমার মতে দু'টোর মধ্যেই যুক্তি রয়েছে। আর বস্তুতঃপক্ষে দুটোরই যে পরম্পরাগত অপরিহার্যতা রয়েছে তা নয়। দুটোর মধ্যে একটা সমঝোতা আনয়নই এর প্রকৃত উত্তর বলে আমি মনে করি। নির্দেশ পাবার জন্য হেড-ফোনের কার্য-

কারিতা মূল্যবান তবে এটাও সত্যি যে, হেড-ফোনের ব্যবহার পাঠকের মনোযোগ নষ্ট করতে পারে—আর তিনি নিজেও তাঁর কণ্ঠস্বর যাতে ততটা ভাল না শোনা যেতে পারে সে চেষ্টা করেন। আমার মতে হেড-ফোন পরা এবং তার সাহায্যে কানগুলো আবৃত না করাটাই হচ্ছে সবচাইতে ভাল উপায়। এগুলো সামনে বাড়িয়ে রাখুন। এর ফলে সে অবস্থাতেও কোন নির্দেশ দান করা হলে, তা শুনতে পাবেন আবার আপনি প্রচারের শব্দই যে-কেবল শুনতে পাবেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনার কণ্ঠস্বর-জাত প্রকৃত ধ্বনিও ভালভাবে শুনতে পারবেন।

নিয়মানুবর্তিতা

স্টুডিওতে কখনই যাতে দেরী করে না আসেন, আপনি ব্যক্তিগতভাবে সে উদ্যোগ নেবেন। বেশীর ভাগ সংস্থার এজন্য নিয়মবিধি রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ : বিবিসি অনুষ্ঠান প্রচারের আধ ঘণ্টা আগে সবাইকে স্টুডিওতে উপস্থিত দেখতে চায়। তাঁরা আধঘণ্টা আগে এসে টেপ ঠিক করবেন, কোন্ কোন্ পর্যায়ে অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে তা নির্দিষ্ট করবেন এবং প্রচারের জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠান শুরুর কয়েক সেকেণ্ড আগে হন্তদন্ত হয়ে এসে কোন উপস্থাপকই ভাল কোন অনুষ্ঠান যে করতে পারবেন, তা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অনুষ্ঠান প্রচারের অন্ততঃ পাঁচমিনিট বা তারও বেশী আগে এসে স্টুডিওতে বসে তাঁর ধীরে সুস্থে চিন্তা-ভাবনা করবার প্রয়োজন রয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়—বেশ দেরীতে স্টুডিওতে এসে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কাজ করার দরুনই উচ্চারণ-গত ভুলত্রুটি হয়ে থাকে। কাজেই শান্ত-ধীরস্থির হয়ে কাজ করাটা অপরিহার্য, অন্যথায় অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হবে।

সময়-জ্ঞান

প্রচারকে যাঁরা পেশা হিসেবে নিয়েছেন, সময়-জ্ঞানই হচ্ছে তাঁদের কাজের সাফল্য। তাঁকে যদি বলা হয়, পনেরো সেকেণ্ড-এর ফাঁক পূরণ করে দিতে হবে, কোন উচ্চারণগত দোষ-ত্রুটি ছাড়াই মুহূর্তের মধ্যে তাঁর তা করতে পারা উচিত। (সংবাদ বা অন্য যে-কোন) অনুষ্ঠানের বেলায় সময় নির্দিষ্ট করা থাকে যে, অমুক সময়ে এটা প্রচারিত হবে, ঠিক সে সময়েই সে অনুষ্ঠান প্রচারিত হওয়া উচিত। একঘণ্টা পূর্ণ হবার ১৫ সেকেণ্ড পূর্বেই অনুষ্ঠানটির সমাপ্তির কথা থাকলে, ঠিক সে-সময়েই এর সমাপ্তি টানা কর্তব্য। এটা ঠিক ঘড়ি দেখে জেনে নেবার ব্যাপার কখন তাড়াতাড়ি পড়তে হবে এবং কখন ধীরে ধীরে।

উপস্থাপনাগত নির্দেশাবলী

উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করুন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান বা বহিঃপ্রচার-ব্যবস্থার সঙ্গে যোগসূত্র-স্থাপনের ব্যাপারে কথাবার্তা বলার সময় বিশেষ করে এটা প্রয়োজনীয়। অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার জ্ঞাতব্য সব কিছুই একটি কাগজে

আপনার সামনে উপস্থিত করা হবে। এতে সময় নির্দেশ করা থাকবে যে-সময়ের ভেতরে আপনাকে অবশ্যই শুরু করতে হবে এবং এর মধ্যে কিছু কিছু আপনি ইচ্ছে করলে বাদও দিতে পারবেন। অনুরূপভাবে, বিষয়গত যোগসূত্রের ক্ষেত্রে কোন ভুলভ্রান্তি হলে, ক্রমানুসারে তা পূরণের জন্য অতিরিক্ত তথ্য, প্রয়োজনের চেয়ে বেশী আপনাকে দেয়া হবে।

উপস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে মেনে চলুন। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি জানতে পারবেন, আপনার চূড়ান্ত সংযোগ-সূত্র "হোয়াইট হাউসে আমাদের লোক হচ্ছেন ডন ফুলসাম (Don Fulsome)"—কথাটি পড়তে আপনার ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড সময় নেবে। কাজেই আপনি ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রাখুন যাতে করে সংযোগ-সূত্রের ঠিক ৫ সেকেণ্ড আগেই আপনি চূড়ান্ত সংকেত দানের কাজ শুরু করতে পারেন। একটি বিষয়ের সঙ্গে আরেকটির যোগসূত্র সম্পর্কিত প্রারম্ভিক তথ্য বা সূচনা হারিয়ে ফেলে বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে তা' শেষ করার মত খারাপ কিছু আর হ'তে পারে না। অনুষ্ঠানটি এর ফলে নোংরা বা অযত্নে তৈরী বলে মনে হবে। এটা কখনও হওয়া উচিত নয়।

বহির্প্রচারের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি চান তিনি নিজেই দৃশ্যাবলী সাজাবেন। স্টুডিওর উপস্থাপক হিসেবে তখন আপনার যতটা সম্ভব কথাবার্তা কম বলা উচিত যাতে অজ্ঞাতসারে কোন উচ্চধ্বনি অনুষ্ঠানে প্রবিষ্ট না হয়।

বহির্প্রচারের শেষভাগে অথবা সরাসরি সাক্ষাৎকার নেবার সময় অথবা স্টুডিওর বাইরে থেকে কোন বিষয় সন্নিবেশ করার সময়, বহির্প্রচারকারী "ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবে (Westminster Abbey) থেকে জো ব্লগস বলছেন" ধরনের কিছু বলবেন। ("আবার আমরা স্টুডিওতে ফিরে যাচ্ছি" এ পদ্ধতি বেশ-কিছুদিন আগে থেকেই বাতিল হয়ে গেছে—কারণ এ রীতি বর্তমানে অপ্রচলিত ও রুচিসম্মত নয়।) অবশ্য কখন কোন বিষয় শেষ করতে হবে—এ ব্যাপারে সংকেতদানের ব্যবস্থা আগে ভাগেই করতে হবে, যাতে করে স্টুডিও-উপস্থাপক এ কথা শোনামাত্র অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এই সংকেতদানের ব্যবস্থা যে-কোন বিষয়ের ওপরই হতে পারে। যতটা কম লক্ষ্য করা যায় ততই ভাল। 'ধন্যবাদ, জো ব্লগস্'-এসব না বলে উপস্থাপকের উচিত পরবর্তী বিষয় বা অনুষ্ঠানে চলে যাওয়া। সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের অর্থই হচ্ছে বাধাহীনভাবে তা চালিয়ে যাওয়া।

সরাসরি সন্নিবেশ যোগ করা

আগেকার দিনে যখন স্টুডিওর বাইরে থেকে সরাসরি কোন ব্যতিক্রমী বিষয় কোন অনুষ্ঠানে বা সংবাদ বুলেটিনের অন্তর্ভুক্ত করা হত, তখন এই অনুষ্ঠানকে

"ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার থেকে সরাসরি প্রচারিত হচ্ছে" বলে খুব স্পষ্ট শোনানোর জন্য পাগলপ্রায় হয়ে কাজ করা হত। বর্তমান যুগে বিষয়টি এতই সাধারণ যে, শ্রোতা একে সত্যিকারভাবেই উপেক্ষা করতে পারেন না। বস্তুত: শ্রোতা আশা করেন যে, তাঁরা যে খবর শুনছেন, তার বেশীর ভাগই উৎপত্তিস্থল থেকেই প্রচারিত হল। কাজেই "সরাসরি" কথাটা বলার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। পিকাডিলী-সার্কাসে (Piccadilly Circus) এ চলুন—সেখানে আমাদের লোক জো ব্লগ্‌স্‌ রয়েছেন বলবার জন্য"—এ ধরনের কিছু বলার ভেতর দিয়ে একটি চলতি সূত্র বের করা যেতে পারে।

মোটের ওপর, আপনি সরাসরি কোন বিষয়কে সন্নিবেশ করার ব্যাপারে বিজ্ঞাপন হিসেবে দেখাতে চাইলে সেক্ষেত্রে এ কথাটিও ঘোষণা করা যুক্তিযুক্ত হবে যে, অন্য এমন এক বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে যা দু'ঘণ্টা আগে স্টুডিওতে ধারণ করা হয়েছিল।

আরো একটি বিষয়: আপনি যে-স্থানে নেই অথচ বলছেন আপনি সেই জায়গা থেকে বিবরণী পাঠাচ্ছেন,—কোন অবস্থাতেই কখনও তা বলবেন না। হয়ত সাময়িকভাবে আপনি অব্যাহতি পেতে পারেন। কিন্তু পরিণামে আপনি চিহ্নিত হয়ে পড়বেন—আর ভবিষ্যতে কেউই আপনাকে বিশ্বাস করবে না।

দ্বৈত-উপস্থাপনা এড়ানো

ব্যবহার করবার আগে সবসময় সন্নিবেশযোগ্য অংশটি শুনবেন। আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথম বাক্যটি কি—যাতে করে প্রারম্ভিক বিষয় লেখার সময় আপনি ভিন্ন কিছু বলতে পারেন। উপস্থাপক এইমাত্র যা বললেন, ঠিক সে বিষয়-টিই যদি টেপ-এ-ধারণকৃত ব্যক্তির মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তাহলে তা' অত্যন্ত বিশ্রী শোনাবে।

বর্ণনাকারী: প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি আশাবাদী…।

যথার্থ বিবরণী হবে: আমি আশাবাদী… …।

বর্ণনাকারীর প্রারম্ভিক বাক্যগুলোকে আবার নতুন করে লেখার মাধ্যমে এর একটি সমাধান হ'তে পারে।

বর্ণনাকারী: প্রধানমন্ত্রী সংকটের ওপরে বলতে গিয়ে, কিভাবে এর অবসান হ'তে পারে বলে তিনি মনে করেন, সে সম্পর্কে বলছেন।

যথার্থ-বিবরণী: আমি আশাবাদী…।

জরুরী অবস্থাসমূহ

কার্ট্রিজ (Cartridge)—(স্বয়ংক্রিয় ও সংযুক্ত ধারণযোগ্য টেপ যা বিশেষ ধরনের প্লেব্যাক যন্ত্রে প্রবিষ্ট যোগ্য—যার কোন (Spool) স্পুল বা সুতোর দরকার

পড়ে না } বা টেপ যদি কাজ না করে তাহলে কখনই বিষয়টি উপেক্ষা করবেন না। "দুঃখিত – আমাদের পরবর্তী বুলেটিনে মিঃ ব্লগ্‌স্‌-এর মন্তব্যগুলিকে আমরা তুলে ধরব—" ধরনের কিছু বলবেন। বিষয়টির অবতারণা হ'তে দেরী এবং বদ্ধ বাতাস-জনিত পরিস্থিতির কারণেও ক্ষমা চেয়ে নেয়াটাও আপনার ওপর নির্ভর করে। আসন্ন কণ্ঠস্বর বিবরণীর ক্ষেত্রে কিছু ঘটে গেলে সেক্ষেত্রে সর্বদা, পরিস্থিতির মোকা-বেলায় বিষয়ের প্রস্তুতি রাখবেন।

সন্নিবেশিত ভুল বিষয়ের প্রচার হয়ে থাকলে আপনি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দান করুন: "দেখুন, বিষয়টি আসলে ছিল মিঃ ব্লগ্‌স্‌-এর কথোপকথন ···"—এভাবে তখন বিষয়টি শেষ করুন। এরপর মূল বিষয়ে ফিরে যান: "এখন আমাদের পিছু ফিরে দেখা যাক্‌···থেকে আমরা ঐ বিবরণী পেতে পারি কি-না।"

অনুষ্ঠান বা বুলেটিনের মধ্যে পরবর্তী উপস্থাপকের নামের মত কোন বিষয়, টেপ বা অতিরিক্ত বিষয়ের জরুরী প্রয়োজন হ'য়ে পড়লে, টেপটিকে আবার পিছনের দিকে চালু করুন—তবে মাইক্রোফোন বা স্বর-বিবর্ধক যন্ত্রকে প্রথমেই নিষ্ক্রীয় করা হয়েছে কি-না সেদিকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে।

পেশাগতভাবে যাঁরা উপস্থাপক বা সংবাদ পাঠক, তাঁদের উচিত সবসময় মূল বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা, সন্নিবেশিত অংশগুলো শোনা এবং বুলেটিন চলাকালীন কোন অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তার মোকাবেলা করা আর যাই ঘটুক না কেন, কোন সময়ের জন্যেও তাঁদের, শব্দাবলীর মধ্যে হারিয়ে যেতে দেয়া ঠিক নয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিষয় লিখন

ভাল রচনার অর্থ ভাল কথোপকথনও—

সুন্দর রুচি ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবধারা অনুযায়ী যতটা সম্ভব ব্যাঞ্জনাময় ও কল্পনা প্রবণ হবার চেষ্টা করুন। ভিন্ন প্রকৃতির পথ ও নতুন আঙ্গিকের সন্ধান করুন। শ্রোতারা যে শেষ পরিচ্ছেদটি নতুন করে পড়তে অপারগ বা কোন ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে অক্ষম সে কথাটি মনে রাখবেন। বেতারের খবর এই শোনা গেল আবার পরক্ষণেই ভোজবাজির মত বিলীন হয়ে গেল। শ্রোতার স্মৃতির মনি কোঠায় খবরটিকে দ্রুত আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে, বুঝতে হবে, হজম করতে হবে এবং সঞ্চয় করে রাখতে হবে। অন্যথায় তিনি যদি মনে করেন যে, সংবাদ বুলেটিন থেকে কিছুই জানবার নেই তাহলে তিনি শোনা বন্ধ করে দেবেন। তিনি এর সব কিছুই ভুলে যাবেন।

প্রথম বাক্যটির মধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সব উত্তর পাওয়া উচিত বলে যে ধারণা রয়েছে, বেতারের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়, সর্বপ্রযত্নে ঘটনার সবগুলো দিক তুলে ধরুন তবে কেবল একটিমাত্র বাক্যের মধ্যেই সবটা যেন না আসে আর নিশ্চিতরূপেই তা যেন প্রথম বাক্যটির মাঝেই সীমিত না হয়ে পড়ে।

বাক্যগুলো সংক্ষিপ্ত ও সহজ হওয়া উচিত। যতটা সম্ভব সরল বিষয়-ক্রিয়া-উদ্দেশ্য সম্বলিত বাক্য লেখা উচিত: "মাদুরটি বিড়ালটি কর্তৃক উপবেশিত হইয়াছিল"-র চাইতে "বিড়ালটি মাদুরটির ওপর বসিয়াছিল"—বেতারের জন্য অনেক বেশী পছন্দনীয়।

বন্ধনীকৃত বাক্য ও উল্টানো বাক্যের ব্যবহার বুঝতে কষ্ট হয়। আর যা কিছু শ্রোতার পক্ষে বুঝতে কষ্টকর, বেতারের জন্য তা খারাপ রচনা হিসেবে পরিগণিত।

সতর্কতার সাথে শব্দাবলী বেছে নিতে হবে। এমন অনেক শব্দ রয়েছে যা ছাপার কাজে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত অথচ সেটাই বেতারের জন্য দ্ব্যর্থ-বোধক মনে হবে। নিষিদ্ধ (banned), বাদকদল (band), ক্ষতি সাধিত (harmed), সশস্ত্র (armed) এবং অক্ষত (unharmed), নিরস্ত্র (unarmed) হচ্ছে এর উদাহরণ।

জটিল অঙ্ক ও পদবীসমূহ এড়িয়ে যান। এসব শব্দ যদি ব্যবহার করতেই হয়, যেমন কোন কোন সময় করতে হয়—তবে সেগুলো যেন একই

বাক্যের মধ্যে ঠেসে দেয়া না হয়—তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্রোতাকে আস্তে আস্তে একটি কঠিন বিষয় থেকে আরেকটি কঠিন বিষয়ের মধ্যে নিয়ে যাবেন। তিনি যতই শুনতে থাকবেন, ততই যেন শান্ত চিত্তে গভীরভাবে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যখনই সম্ভব হবে আনুমানিক সংখ্যা ব্যবহার করবেন এবং সাধ্যমত সঠিক হবার চেষ্টা করবেন। ভগ্নাংশ শ্রোতার পক্ষে বুঝতে যতটা সহজ হয় শতাংশ ততটা নয়।

স্পষ্ট, সোজাসুজি ও তাঁদের জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত বিষয়ই জনসাধারণ শুনতে চান। অর্থনৈতিক শব্দ হিসেবে মুদ্রাস্ফীতি কথাটির অর্থ ততটা বোধগম্য নয়। যদি বলা যায়, রুটির মূল্য বেড়েছে, তাহলে এর অর্থ হয় ব্যাপক।

আপনি লেখার সঙ্গে সঙ্গে শুনবেন। আবার কথা বলার সাথে সাথে লিখবেন। কোন কোন সময় এটাকে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলার মত বলে মনে হবে আবার কতক চিন্তাধারা অনুসারে মনে হবে ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ। আমি সন্দেহাতীত ভাবে বিশ্বাস করি যে, কোন বিষয় কোন সময় সঠিক শোনালে বেতারের ভাষায়ও তা সঠিক বলে বিবেচিত। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, কখনও কখনও অসমাপিকা ক্রিয়ার খণ্ড ব্যবহার যতটা ভাল শোনায়, এর অখণ্ড ব্যবহার ততটা ভাল শোনায় না।

প্রধান বাক্যাবলী

বাক্যের শুরুটা এমন হতে হবে যার দ্বারা মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হলেও শ্রোতা বিষয়টি শুনবেন। যথার্থ ঘটনা না দিয়ে নাটকীয়ভাবে শুরু করবার চেষ্টা কখনই করবেন না। কোন সত্য ঘটনার কিছু গুণগত দিক থেকে থাকলে তা' একই বাক্যের মধ্যে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

অজ্ঞাত নামের ব্যবহার ঘটিয়ে কোন বাক্য শুরু করবেন না। তাতে এই নাম কা'র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হ'ল শ্রোতা তা চিন্তা করতে করতে বিষয়ের মূল দিকগুলো আর শুনতে পারবেন না। পদবীগুলো সহজ করে নেবেন। নির্দিষ্ট অফিসের কোন লোক বলছেন বলে উল্লেখ করার চাইতে "একজন সরকারী মুখপাত্রের" ঘন ঘন ব্যবহার সহজতর। একক একটি ঘটনা যা সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে নতুন, প্রথম বাক্যটিতে তার ওপরই জোর দেয়া উচিত এবং অবশিষ্ট বিষয়কে প্রেক্ষিতের সাহায্যে আকর্ষণীয় করে তোলা উচিত। বিষয়টি যত বড় হবে, প্রথম বাক্যটিও হবে তত জরুরী। খ্যাতনামা মার্কিন সংবাদ পাঠক – ওয়াল্টার ক্রনকাইট (Walter Cronkite) ১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে সি. বি. এস-এর এক অনুষ্ঠানে মাঝপথে যা ফুটিয়ে তুলেছিলেন এইভাবে :

আপনারা এখন সি. বি. এস. (C. B. S.) এর সংবাদ বুলেটিন শুনছেন। টেক্সাসের (Texas) ডালাস (Dallas) শহরের উপকণ্ঠে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর

মোটর শোভাযাত্রার ওপরে তিনবার গুলী ছোঁড়া হয়। প্রাথমিক খবরে জানা গেছে যে, এই গুলী বর্ষণের ঘটনায় প্রেসিডেন্ট কেনেডী গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। এখনই আরো বিস্তারিত বিষয় জানা যাবে। আমি এইমাত্র যা বললাম—বিস্তারিত বিষয়ের মধ্যে এ'সব কথাই থাকবে। মোটর শোভাযাত্রা ডালাসের শহরতলী ত্যাগের সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর ওপর গুলী ছোঁড়া হয়। মিসেস কেনেডী দাঁড়িয়ে উঠে প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি "ওহ্, না," বলে চীৎকার করে ওঠেন। মোটর শোভাযাত্রা দ্রুতগতিতে চলে যায়। আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য C.B.S.-এর খবর শুনতে থাকুন।

লক্ষ্য করুন: কয়েক জায়গায় কি এবং কোথায় এর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ক্রনকাইট (Cronkite) কি ভাবে মূল বিষয়টিকে বারবার বলে গেছেন। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উদ্ধৃতি

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মৌখিক উদ্ধৃতির চিহ্ন হিসেবে উদ্ধৃতির ব্যবহার না হওয়াই ভাল। এর চাইতে 'তিনি যেমন বলছেন", "তাঁর ভাষায়" এবং "তাঁর বর্ণনা মতে"-র মত শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করাটা শ্রেয়। আপনি এগুলো কোন উদ্ধৃতাংশের মাঝেও যোগ করে দিতে পারেন। "তিনি বলেছেন, দেশটি মারাত্মক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এমন কেউ-ই-নেই (তিনি আরো বলেন) যিনি পরিস্থিতিকে অন্যভাবে বর্ণনা করতে পারেন।" "তিনি বলেন"-এর মত শব্দগুচ্ছ বিবৃতির শুরুতে আসবে—শেষে নয়। "তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধ লাগে-লাগে অবস্থা"—"যুদ্ধ লাগে লাগে অবস্থা, তিনি বলেছেন"—এরকম নয়। সর্বদা জোরালোভাবে কোন বাক্য শেষ করা উচিত। "তিনি বলেন"-এর মত শব্দ দিয়ে বাক্য শেষ করাটা বাক্যের দুর্বল দিকটাই পরিস্ফুটিত করে।

প্রকৃত ভাল উদ্ধৃতির ব্যবহারের মাধ্যমে যে-কোন বিষয়ই গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিভাত হয়। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে: বিষয়টি সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে টেপ-এ ধারণ করে নেয়া। একাজ অসম্ভব মনে হলে যতটা সংক্ষেপে সম্ভব অনুলিপিতে এর ব্যবহার করা উচিত। বড় বড় উদ্ধৃতি বুঝতে পারাটা কঠিন, সেগুলো যথাযথভাবে পড়াও কষ্টকর এবং শ্রোতারা খবর পাঠকের বাক্য ও উদ্ধৃতির মধ্যে তৎক্ষণাৎ জটলা পাকিয়ে ফেলেন। 'প্রথম পুরুষের' উচ্চারণ সম্বলিত দীর্ঘ-উদ্ধৃতি পড়া ও উপলব্ধি করাও বেশ কঠিন।

আরোপণ (কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর আরোপ করা ইত্যাদি)

সব সময় কোন বাক্যের শুরুতেই এর ব্যবহার হওয়া উচিত। আরোপণ-যোগ্য বাক্যাবলী স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, যা বলা হচ্ছে তা প্রতিষ্ঠিত কোন ঘটনা

নয় এবং এমন এক সূত্র থেকে পাওয়া যা সাথে সাথে প্রমাণ করা যাবে না। যা বলা হচ্ছে তা যদি কোন মতামত বুঝায়, তাহলে তাকে এভাবে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে : "নয়াচীন সংবাদ সংস্থার খবর অনুসারে, মিঃ হীথ শীগ্‌গিরই চীন সফর করবেন," এই নয় যে, "মিঃ হীথ শীঘ্রই চীন সফরে যাবেন, নয়াচীন সংবাদ সংস্থার খবরে জানা গেছে।"

কোন্ সূত্র থেকে খবর আরোপ করা হচ্ছে তা বলাটা দরকারী। ঘটনাটি পুরোপুরি দুর্বোধ্য মনে না হলে, কোন ব্যক্তি বা সংস্থার ওপর খবরটি দৃঢ়ভাবে চাপিয়ে দেয়া উচিত। এটা বিশেষ করে পুলিশ বিভাগের প্রচারিত বিবৃতিসমূহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

নাম উল্লেখ করে কোন বাক্য শুরু করা ঠিক হবে না। খুব বেশী পরিচিত নাম হলে অবশ্য এটা করা চলে। তা সত্ত্বেও, শ্রোতারা যোগসূত্র হারিয়ে ফেলতে পারেন এমন ঝুঁকিও রয়েছে। নামের আগে কিছু কিছু শব্দ অথবা পদবী বসিয়ে দেয়াটা শ্রেয়—তাতে তাঁরা এর পরে কি শোনা যাবে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন। "টি. ইউ. সি. মহাসচিব, মিঃ লেন মুরে (Mr. Len Murray)", "মিঃ লেন মুরে,—টি. ইউ. সি. মহাসচিব" এভাবে নয়। প্রাথমিক নীতি হিসেবে বেশী সাধারণ থেকে কম সাধারণ বিষয়ের দিকে যাওয়া উচিত। এর ফলে শ্রোতারা ধীরে ধীরে এক ঘটনা থেকে আরেক ঘটনায় চলে যেতে পারেন।

সময়ের উল্লেখ

যতটা সম্ভব সময়ের উল্লেখ পরিহার করা উচিত। সকালের প্রথম প্রহরে "আজ রাত" বা "গত রাত"-এর উল্লেখ থাকলে শ্রোতারা বিভ্রান্ত হবেন। এর পরিবর্তে "রাত্রিতে", "রাত্রিকালীন" এবং "কয়েক ঘণ্টা আগে"-র মত শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা উচিত। "কয়েক মিনিট আগে" অথবা "মাত্র কয়েক মিনিট আগে পাওয়া বিবরণী এখন শুনুন"—এ ধরনের সময় উল্লেখ সন্নিবেশ করতে অবশ্য ভীত হবেন না; কারণ এ'সবের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বোঝানো যায় বিষয়টি কত সাম্প্রতিক।

মাঝরাতের আগের প্রহরগুলিতে, "আজ", "কাল" এবং "গতকাল"-এর মত যে-সব শব্দ সময় বোঝায় তার উল্লেখের জন্য এবং মাঝরাতের বুলেটিনে যাতে কোন বিশৃংখলা না ঘটে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব অনুলিপি পরীক্ষা করাটা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন দিনের সূচনা হয় মধ্যরাতে, সুতরাং যে-দিন এইমাত্র শুরু হচ্ছে "আজ" বললে তাকেই বোঝায়। মধ্যরাতে হয় "শুভ-সকাল," বেলা ১২টায় হয় "শুভ-বিকেল" আর সন্ধ্যে ৬টায় "শুভ-সন্ধ্যা"। "তিনি গতকাল বলেছেন যে,......" এ কথা বলার মধ্যে দিয়ে কোন বিষয়ের তারিখ বা সময় নির্ধারণের চেয়ে আর বেশী কিছু এতে নেই। এগুলো বাদ দিন।

সংখ্যা

পরিসংখ্যানকে সহজ করা এবং সম্ভব হলে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া উচিত। সংখ্যাকে সঠিক শব্দে বা অভিব্যক্তিতে পরিণত করা অনেক শ্রেয়ঃ "একটি ফুটবল খেলার মাঠের দ্বিগুণ আকারের" বা "একটি ১২তলা-বিশিষ্ট দালানের মত বড়" বলাটাই ভাল। মন কিছু সময় পরেই লাখের অংকের হিসেব করতে অপারগ হয়ে পড়ে। কাজেই, অর্থগত শব্দগুলিকে জিনিসের হিসেবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা উচিত জনসাধারণ যাকে তুলনা করতে পারেন। যেমন বলা যায়, "আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সমগ্র বার্ষিক হিসাব-নিকাশের প্রায় দ্বিগুণ।"

সংখ্যাগুলোকে একত্র করে প্রকাশ করা উচিত। যেমন "প্রায় আড়াই মিলিয়ন" (সাড়ে ২০ লাখ) অথবা "সেখানে প্রায় ৭০ জন লোক ছিলেন"। "হাজার খানেক" না বলে "এক হাজার" বলা উচিত।

প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিলিপিতে সংখ্যা লেখার নিয়ম, ছাপানো বিষয়ের ক্ষেত্রে যে-ভাবে ব্যবহৃত হয়—ঠিক সেরকমটি প্রচলিত নয়। বিবিসি'র ব্যবহৃত নিয়মই হ'চ্ছে এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে সবচেয়ে সহজ। মাঝপথে "রূপান্তর" সাধনের কাজ অর্থাৎ ভাব-বদলের কাজ এড়াতে হলে সংখ্যাগুলোকে পুরোপুরি-ভাবে লিখুন : "এক-মিলিয়ন—৭ শত হাজার এবং ৫৬", "৭টি কুকুর", "১৭-জন লোক", "২৫টি আপেল" (ইত্যাদি)। কিছু সংখ্যা ও শব্দের পরিবর্তে পরিমাণ উল্লেখ করার চাইতে এটা অনেক বেশী সুবিধেজনক। অনুলিপির পাতায় যা-কিছুই থাক এভাবেই তা লেখা হয়ে থাকে। প্রকৃত ভাবধারা বদলিয়ে অনু-বাদ করবার কোনই দরকার পড়ে না।

জনগণ ও দেশ

শব্দ সংপেক্ষ এবং Acronyms.

তাড়াতাড়ি বুঝতে পারা যায় এমন শব্দ-সংক্ষেপগুলো (বিবিসি, আই. টি. ভি. (ITV), টি. ইউ. সি (TUC), ই ই সি (EEC) কোন পরিচিতি ছাড়াই ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যথায় কমপক্ষে বিষয়ের প্রথম উল্লেখকালে বন্ধনীর মধ্যে শব্দ-সংক্ষেপ সহযোগে এগুলো ব্যাখ্যা করে দেয়া উচিত। পরবর্তী সময়ে উল্লেখকালে শুধু শব্দ-সংক্ষেপ ব্যবহার করলেই চলবে। যেমন, "আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা (ও. এ. ইউ—OAU)"।

শব্দ-সংক্ষেপের শব্দগুলো এককভাবে উচ্চারণ অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে উচ্চারণ করা গেলে, তখন তাই করা উচিত। যেমন, 'ন্যাটো" (NATO), "ওপেক" (OPEC), "ইউনেস্কো (UNESCO)।"

নাম

ব্যক্তিগত নামগুলো সব সময় যা মনে হয়, ঠিক তাই নয়। কাজেই এগুলো ব্যবহার করবার সময় সতর্ক হতে হবে। বিশেষ করে কোন বিষয়ের মধ্যে

সংক্ষিপ্ত আকারে নাম ব্যবহার করতে চাইলে সতর্কতা অবলম্বনের দরকার রয়েছে। পরলোকগত শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরকম প্রচ্ছন্ন বিপদের আশংকা রয়েছে। বেশীর ভাগ লোক মনে করবেন "শেখ" শব্দটি তাঁর পদ-মর্যাদা বা পদবী কিন্তু আসলে এটা তাঁর নামের আদ্যাক্ষর।

নামের প্রথম অংশের ছোটখাটো বা পরিচিত আকারকে বদলিয়ে ব্যাপকতর পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করবার বিষয়ে আপনার ইচ্ছেকে মেনে নেয়াটা নিরাপদ নয়। যে ক্ষুদ্র অংশের কথা বলা হচ্ছে, হয়ত দেখা যাবে সেটা সেই ব্যক্তির আসল নাম অথবা তিনি ঐ নামেই পরিচিত হতে ভালবাসেন। বৃটিশ রাজনীতিবিদ টনি ওয়েজউড্ বেন (Tony Wedgwood Benn) এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকার (অধ্যক্ষ) মিঃ বিল স্নেডেন (Mr. Bill Snedden) এর দু'টো উদাহরণ।

বিদেশী-নামগুলো প্রতারণামূলক। ইংরেজের বেলায় যেমন হয়ে থাকে ঠিক তেমনিভাবে বিদেশী-পরিবারের নামগুলো সবসময় পেছনে লেখা নাও হতে পারে। জার্মানরা সবসময় সরকারী-নথিপত্রে তাদের নাম পেছনে লেখে। স্পেন ও পর্তুগালের লোকদের নামগুলো ব্যবহারে অসাবধানতার পরিচয় বিধৃত। মিঃ লোপেজ ব্রাভো'র নামের সঙ্গে তাঁর বাবা ও মা'র পরিবারের নাম যুক্ত থাকে। সঠিক সংক্ষিপ্ত ব্যবহার হচ্ছে মিঃ লোপেজ—মিঃ ব্রাভো নয়। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে : টিমোর (Timor)-এর সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় সেখানে জাতিসংঘের যে বিশেষ দূত পাঠানো হয়েছিল তাঁর নামের বেলায়—ইনি হচ্ছেন মিঃ উইন্‌স্‌পীয়ার গুইসিয়ার্ডি (Mr. Winspeare Guicciardi) তাঁকে হয় পুরো নাম ধ'রে অথবা কেবল "মিঃ উইন্‌স্‌পীয়ার" বলে ডাকা হয়, শুধু মাত্র "মিঃ গুইসিয়ার্ডি" হিসেবে নয়। চীনা ও জাপানী-নামের বেলায় ইউরোপীয় খৃষ্টান নাম যুক্ত না থাকলে, পরিবারের নামটাই আগে লেখা হয়। কাজেই প্রতিবেদকরা যাঁরা "মাও" অথবা "লী"'র নাম উল্লেখ করেন, তাঁরা যে-উপযুক্ত পরিচিতি লাভ না করেন তা নয়।

পদবী

সরকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিদেশী কোন রাজার মর্যাদা সম্পর্কে সন্তোষজনক বর্ণনা লাভ করার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দেশেই ক্ষমতাধর ব্যক্তি যিনি খবরের শিরোপা লাভ করেন, তাঁদের পরিচিতি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয় কিংবা প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও নয়; যদি সে সব দেশে এ দুটো পদের স্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি বিপ্লবী-পরিষদের বা কমিটির সভাপতি হতে পারেন অথবা বিশেষ কোন দলের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও হতে পারেন। সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হচ্ছে "রুরিটানিয়ান" (Ruritanian) নেতা হিসেবে উল্লেখ করা।

বিদেশী সম্মানসূচক শব্দাবলী যেমন "হের" (Herr) এবং "মঁসিয়ে" (Monsicur) কে ইংরেজীতে রূপান্তরিত করা উচিত। "চ্যান্সেলর"

(Chancellor) অথবা "প্রেসিডেন্ট" (President) পদবী হলে নির্দিষ্ট বিশেষণটিকে বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে, "রুরিটানিয়া-র প্রেসিডেন্ট পপোফ" (President Popoff of Ruritania)।

পদবী উল্লেখ করবার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রায়ই সঠিক পদবী পাওয়াটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, "ডঃ' না "মিঃ"—তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকার বেশীর ভাগ রাষ্ট্রপ্রধানকেই "ডঃ" হিসেবে উল্লেখ করা উচিত। আবার কখনও বা দেখা যাবে, যিনি 'ডঃ" পদবী সতিকার অর্থেই ব্যবহার করতে পারেন, তিনি চান না সে-ভাবে তাঁকে অভিহিত করা হোক। জাতিসংঘের মহাসচিব, কুর্ট ওয়াল্ডহাইম (Kurt Waldheim) সবসময়ই নিজেকে "মিঃ" (Mr.) হিসেবে উল্লেখ করেন।

স্বদেশের প্রসঙ্গে বলতে গেলে বৃটিশ সরকারের প্রধান হিসেবে কাউকে "প্রিমিয়ার" বা "প্রধানমন্ত্রী" হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। তিনি "প্রাইম মিনিষ্টার"—প্রধানমন্ত্রী। (মার্কিন সংবাদ সংস্থার অনুলিপিতে প্রায়ই দেখা যায় তাঁরা প্রিমিয়ার কথাটি ব্যবহার করছেন)। অষ্ট্রেলিয়ার রাজ্য সরকারগুলো অথবা ক্যানাডার প্রাদেশিক সরকারসমূহের নেতাদের কথা উল্লেখ করবার বেলায় কেবল সঠিক অর্থে "প্রিমিয়ার" বা "প্রধানমন্ত্রী" কথাটার ব্যবহার হবে।

শাসনামল

কখন "সরকার" এবং কখন "শাসনামল" শব্দের ব্যবহার করা উচিত? নিয়ম হচ্ছে: আপনার সরকার নতুন কোন শাসনব্যবস্থাকে সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিলে তাহলে সেক্ষেত্রে সরকার কথাটি উল্লেখ করবেন—শাসনামল হিসেবে নয়। আপনার সরকার স্বীকৃতি না দিলে, শাসনামল বলতে পারেন যেমন: "রোডেশীয় শাসন" (বা কর্তৃপক্ষ)।

যখন কোন সরকার বা শাসনব্যবস্থা সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাকে সেইভাবে যেমন, "রুরিটানিয়ার সামরিক বাহিনীর সমর্থন-পুষ্ট সরকার" হিসেবে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।

দেশসমূহ

আমেরিকা: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মনুযায়ী "মার্কিন" কথাটিকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে—যেমন "মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী" তবে "আমেরিকা' কথাটি উল্লেখ করলে একটি মহাদেশকে বোঝাবে—শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই নয়। মধ্য আমেরিকার দেশগুলোকে দক্ষিণ-আমেরিকার বলে চালিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে।

চীন: "চীন" বলবেন, "কম্যুনিষ্ট চীন" বলবেন না। এও লক্ষ্য রাখবেন যে, "জাতীয়তাবাদী চীন"-এর অবস্থান "তাইওয়ানে" (Taiwan), "কম্যুনিষ্ট চীনে" নয়।

ইরান: পারস্য উপসাগরের পরিবর্তে ইরানের শাহ্।

আয়ারল্যাণ্ড : যুক্তরাজ্যের অধীন ভূ-খণ্ড 'উত্তর আয়ারল্যাণ্ড" এবং স্বাধীন অংশটির নাম "আয়ারল্যাণ্ড প্রজাতন্ত্র" বা "প্রজাতন্ত্র"। "আয়ার" কথাটি ব্যবহার করবেন না কারণ শ্রুতিযোগ্য হিসেবে শব্দটি বেশ বিভ্রান্তমূলক। একমাত্র দ্বীপটির উল্লেখ কালে অথবা "একটি সংযুক্ত আয়ারল্যাণ্ড"-এর ধারণা দেবার সময়ই শুধু "আয়ারল্যাণ্ড" শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। "আল্‌ষ্টার ইউনিয়নিষ্ট দল" (Ulster Unionist Party) নামে সরকারীভাবে লেখা হলেই শুধু "আল্‌ষ্টার" (Ulster) কথাটি ব্যবহৃত হবে এবং তা' "উত্তর আয়ারল্যাণ্ড"-এর সমার্থক ধরা হ'বে না।

রাশিয়া : ইউ. এস. এস. আর-এর সমষ্টিগত নাম হচ্ছে "সোভিয়েট ইউনিয়ন" —"রাশিয়া" নয়। নির্ভুলভাবে বলতে গেলে "রাশিয়া" হচ্ছে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অন্যতম একটি প্রজাতন্ত্র মাত্র। "রুশ দেশীয়" কথাটিকে বিশেষণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে যেমন : "রাশিয়ার বা রুশ সামরিক বাহিনী।"

(পরিচিতিমূলক) বিবরণ

সাধারণ নিয়মানুযায়ী কোন জনসাধারণ বা সংস্থাকে বিশেষ নামে চিহ্নিত করা উচিত হবে না। "মার্কস্‌পন্থী" (Marxist), "বাম-পন্থী" (Leftist), "দক্ষিণ-পন্থী" (Rightist)—প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে বিশেষভাবে সতর্ক হ'তে হবে। এগুলো এতই বিপজ্জনক শব্দ যে, অত্যন্ত সাবধানে এসব শব্দের ব্যবহার হওয়া উচিত। এসব শব্দের নিশ্চিত প্রয়োজন কদাচিৎ দেখা দেয় বলে শব্দগুলো ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

সন্ত্রাসবাদী অথবা গেরিলা ? এটা একটা কঠিন সমস্যা। নির্দেশক হিসেবে বলা যেতে পারে যে, "গেরিলারা" সামরিক লোকজনের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় এবং "সন্ত্রাসবাদীরা" নীতির অংশ হিসেবে জনসাধারণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। "মুক্তিযোদ্ধারা" স্বেচ্ছায় বেসামরিক লোকজনের ওপর হামলা করলে, বেসামরিক বিমান ছিনতাই ক'রে জিম্মি করলেই কেবল তাদেরকে "সন্ত্রাসবাদী"-রূপে উল্লেখ করা হবে।

বিষয়াবলী সাজানোর মৌলনীতিসমূহ

খবর পাঠক বা পরিবেশক যাতে ক'রে ভুলভ্রান্তি ছাড়াই সহজে পড়তে পারেন, এটাই এর আসল উদ্দেশ্য।

১। দু'টো সারির মাঝে দ্বিগুণ বা তিনগুণ ফাঁক রাখুন।

২। প্রতিটি বিষয়ের পার্শ্বে এক ইঞ্চি করে জায়গা রেখে দিন।

৩। ছাপার ভুল সংশোধনের জন্য রেখে দেয়া স্থানকে ভুল শোধরাবার কাজে ব্যবহার করবেন না।

৪। কোন শব্দ ভুল থাকলে, সেটাকে পুরোপুরিভাবে কেটে দিয়ে এর ওপরে প্রকৃত শব্দটি লিখুন।

৫। পাশাপাশি শব্দগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে কাটবেন না। বল-পেনের সাহায্যে সেগুলোকে একসাথে কেটে দিন—ঠিক লেখার যন্ত্রের ওপর (টাইপরাইটার) কাটবেন না।

৬। কোন বাক্যকে অসম্পূর্ণ রেখে আরেক পৃষ্ঠায় নিয়ে যাবেন না।

৭। একটি বাক্য সম্বলিত একটি অনুচ্ছেদ লিখবেন। প্রতিটি বাক্যকে মার্জিন হ'তে দূরে সরিয়ে নিয়ে অনুচ্ছেদ শুরু করুন। এর দরুন খুব সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারা যায়।

৮। যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে টাইপ করুন। দরকার হলে, আবার বা নতুন করে টাইপ করুন।

গল্পের ছক বা নকশা

কাগজের ওপরে বাম দিকের কোণ। — ওপরে ডান দিকের কোণ

তারিখ — সময় (২৪ ঘণ্টা হিসেবে) এবং বিষয়ের নাম।

বিষয়ের বর্ণনা, সঙ্গে থাকবে সন্নিবেশিত অংশের বিস্তারিত বিবরণ, উল্লেখের বা উদ্ধৃতির সংখ্যা যদি থাকে, মেয়াদ এবং শুরু বা থেমে যাবার সংকেতসমূহ।

নীচের বাঁ দিকের কোণ
সূত্র, পুনঃ লিখনের সময়,
ইত্যাদি। — লেখকের নাম। — নীচে ডান দিকের কোণ "সমাপ্তি" অথবা "আরো যদি থাকে" তা।

এক নম্বর উদাহরণ — মধ্যপ্রাচ্য : বেলা দু'টো
২২. ১১. ৭৩

মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সর্বশেষ ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনার জন্যে মিসর, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠানের আহবান জানিয়েছে।

জাতিসংঘে মিসরের রাষ্ট্রদূত জানান যে, এলাকাটির ইতিহাসে, পরিস্থিতি এখন সবচাইতে খারাপ।

বৈঠক কখন বসবে জানা যায়নি। তবে পর্যবেক্ষকরা আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বৈঠক বসতে পারে বলে মনে করছেন।

আমরা সরাসরি বিতর্ক অনুষ্ঠানের খবর প্রচার করব, কাজেই অনুষ্ঠান শুনতে থাকুন।

পুনঃ লিখন ১২০০ ঘণ্টা (নতুন মিসর)
সঙ্গে আর. টি. আর (R.T.R) : "পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার" মধ্যেই
ইউ. পি. আই-এর খবর — হার্বার্ট সমাপ্তি।

বিষয়টিতে সন্নিবেশিত অংশের ব্যবহার থাকলেও একই ধারায় এটি লেখা যেতে পারে তবে ব্যতিক্রম এই যে, বিষয়টির মধ্যে সন্নিবেশিত অংশের সবটাই অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দুই নম্বর উদাহরণ

২২. ১১. ৭৩ মধ্যপ্রাচ্য : বিকেল চারটে এক

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সর্বশেষ ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনার জন্যে প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যেই বৈঠকে বসছেন।

জাতিসংঘে মিসরের রাষ্ট্রদূত এই বৈঠকের অনুরোধ করেছেন। তিনি জানান যে, এলাকাটির ইতিহাসে পরিস্থিতি এখন সবচাইতে খারাপ।

সন্নিবেশ মেয়াদ : ৩৩ সেকেণ্ডের

শুরু করার সংকেত : আমি মনে করি যে, এটা ... ...

শেষ করার সংকেত : ... ...কি করছি আমরা।

জাতিসংঘে মিসরের রাষ্ট্রদূত।

পুনঃ লিখন : বেলা দু'টো (নতুন মিসর ১২০০)
বৈঠকের সময় (নতুন বেলা দু'টো)
যথার্থ বিবরণী (ইউ. পি. আই) হার্বার্ট ...পুনশ্চ...

২২. ১১. ৭৩ মধ্যপ্রাচ্য : বিকেল ৪টা—দুই

এদিকে, ইস্রায়েলী প্রতিনিধি জরুরী বৈঠক ডাকার ব্যাপারে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না।

সন্নিবেশ মেয়াদ : ৩০ সেকেণ্ডের

শুরু করার ইঙ্গিত : এটা করতে পারেনি ··· ...

শেষ করার সংকেত : ··· ···আমাকে বেশী করে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করছে।

যথার্থ বিবরণী (ইউ. পি. আই) ইস্রায়েলী প্রতিনিধি, মিঃ টেকোয়া (Mr. Tekoah) হার্বার্ট সমাপ্তি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সংবাদ পাঠক

খবর কার্যক্রমের সাফল্য বা ব্যর্থতার জন্য খবর পাঠকের দায়িত্ববোধই মূলকথা। খবর পাঠক এমন একজন ব্যক্তি যার প্রতি রয়েছে জনসাধারণের বিশ্বাস। আর খবর প্রচারের সময়টাতে তাঁর শ্রোতার প্রতি থাকে পূর্ণ ও অখণ্ড মনোযোগ—যা খুব কম লোকই দাবী করতে পারেন। খবর পশ্চাদভূমির কোন গোলমেলে জিনিস নয়। যখন কোন শ্রোতা খবর শুনতে বসেন, তিনি তা শোনার জন্যেই বসেন। কাজেই শ্রোতাদের প্রতি খবর পাঠকের যেমন, কেন্দ্রের প্রতিও তাঁদের তেমন দায়িত্ব রয়েছে। তিনি অবশ্যই কোন সময়ের জন্যেই তাঁর কেন্দ্রের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করবেন না।

পরিবেশনা (খবর পড়া)

খবর পাঠক প্রতি পদে হোঁচট খাচ্ছেন· নিজের ভুল শোধরাচ্ছেন, ক্ষমা-প্রার্থনা করছেন কিংবা কি উপায়ে উপযুক্তভাবে বিষয়ের পরিবেশনা দরকার জানেন না—এমন হলে তা সার্বিকভাবে শ্রোতার জন্য ক্রোধ ও বিরক্তি উৎপাদন করে। শ্রোতা তখন এটা ছেড়ে আরও ভাল কিছু শোনার জন্য সম্ভবতঃ আরেকটি কেন্দ্র শুনতে বসেন। তিনি নিজে নিজেই বলেন, "এই লোকটি যখন এতগুলো ভুল করছেন তখন যেসব ঘটনা আমাকে শোনাবার চেষ্টা করছেন তার ভেতরেই তিনি যে কোন ভুল করছেন না সে-সম্পর্কে কিভাবে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারি।"

খবর পাঠকের পড়ার ভেতরে অবশ্যই ফুটে উঠবে খবরের সত্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর আস্থার মনোভাব। বেশী আলাপী বা আরামপ্রিয় না হয়ে তাঁর হতে হবে স্বচ্ছন্দ ও শিথিল। গল্পপ্রিয় বা আলাপী হলে পঠিত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব কমে যায়।

বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পড়বার ধারাটি বজায় রাখা দরকার। ভাল সংবাদ অপেক্ষা মৃত্যু বা মর্মান্তিক ঘটনার বেলায় একটা আলাদা দৃষ্টিভংগীর দরকার পড়ে। অথচ একই সাথে পড়ার ভাবটি থাকতে হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ। ব্যক্তিগত ধারণা—যেমন পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটি যেন প্রতিভাত না হয়। অবশ্য নিরাসক্তির ভাবটিও যেন বেশী না থাকে। খবর পাঠকরা ত' মানুষ। কাজেই মানবতাবোধ যখন তখন তাঁদের মধ্যে জাগ্রত হওয়াটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে যে বিষয়টি তিনি পড়ছেন তা যদি হালকা প্রকৃতির হয় তবে সবসময়ই কৌশলের সাথে স্বরের পরিবর্তন আনতে হবে। সর্বদা যে-জিনিসটির প্রয়োজন তা হচ্ছে উপযুক্ত স্থানে থেমে থেমে পড়া।

শব্দগুচ্ছ তৈরী

এর অর্থ সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিকে এক সাথে জুড়ে দেয়া। জ্ঞান বা ধারণাগত শব্দ-গুচ্ছ হিসেবে এগুলোকে অভিহিত করা হয়। সতর্কতার সঙ্গে শব্দ নির্বাচন করা গেলে আপনি ঠিক যা বলতে চান তাই বলা হবে। উদাহরণ স্বরূপ: নীচের বাক্যগুলির যেখানে যেখানে বিরতি রয়েছে সেখানে সেখানে থেমে আপনি পড়ুন।

তিনি	ভোট দানের	অধিকারটি অর্জনকরেছেন।
তিনি	ভোট দানের	অধিকারঅর্জনকরেছেন।
তিনি	ভোটদানের	অধিকারঅর্জনকরেছেন।
তিনি	ভোট দানের	অধিকার অর্জন করেছেন।

প্রথম বাক্যটি সম্ভবত: গোলমেলে শোনাচ্ছে, কারণ দ্বিতীয় বাক্যাবলী পরবর্তী চিন্তাপ্রসূত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কথাটি এরকম শোনাচ্ছে যেন আপনি বিজয় লাভের কথা ঘোষণা করেছেন, তারপরই হঠাৎ আপনার মনে হল বিজয়লাভের ব্যাপারটি কি সেটার ব্যাখ্যা দেয়া উচিত। দ্বিতীয় শব্দগুচ্ছের বেলায় পাঠকের অভিপ্রায় যদি এই হয় যে, বিজয়ীকে পৃথকরূপে ব্যক্ত করবেন তাহলে সেক্ষেত্রে এটা শুনতে ভালই। দু'টো জিনিস এতে রয়েছে: কে এবং কি। তিনটি জিনিস—ব্যক্তি, বিজয়লাভ ও বিজয়লাভের প্রকৃতিকে সনাক্ত করা অর্থাৎ পরিজ্ঞাত করে তোলার অভিপ্রায় সম্বলিত হলে তৃতীয় শব্দগুচ্ছ এক্ষেত্রে আরো ভাল শোনাচ্ছে। চার নম্বরের শব্দগুচ্ছ অনবরত পরিবর্তনের রূপ নিচ্ছে।

শব্দের প্রকাশভঙ্গীর ভেতর দিয়ে অর্থটিও সুষ্ঠুভাবে বুঝতে সাহায্য করে। যদি এমন কোন দীর্ঘ বাক্য না থাকে যেখানে শ্বাস-গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুটো শব্দগুচ্ছের মাঝামাঝি এসে একেবারে থেমে যাওয়ার দরকার পড়ে না। ওপরের প্রতিটি বাক্যের ৬টি শব্দের সবগুলোই আপনি এক নিঃশ্বাসে এবং একনাগাড়ে সহজেই বলে যেতে পারেন। তবে গতির মাত্রা বদলের মধ্যে দিয়েই আপনি শব্দগুচ্ছ চয়নের কাজটি অর্জন করতে পারেন। শব্দ-গুচ্ছ চয়নের সঙ্গে যে বিষয়টি জড়িত তা হচ্ছে বলবার ছন্দটি অর্থের সঙ্গে সর্বোত্তম উপায়ে মিল খাচ্ছে কিনা। আপনি যে-বিষয়টি পড়বার চেষ্টা করছেন, তা-যদি আপনি বোঝেন তাহলে শব্দগুচ্ছ চয়নের কাজটি প্রায় স্বাভাবিকভাবেই অর্জিত হবে।

বক্তব্য-বিষয়ের জোরালো প্রকাশভঙ্গী

কোন কিছুর ওপর জোর দেয়ার অর্থই হচ্ছে আপনি বিষয়টির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিলেন। আপনার বক্তব্যের বিষয়টি যতদূর সম্ভব সবিস্তারে বলবার জন্যে তা উল্লেখ করুন। চারটি উপায়ে কোন কিছুর ওপর জোর দেয়া চলে।

স্বরের উচ্চতা ও নিম্নতা

বেশী পরিমাণে শ্বাসগ্রহণের ফলে জোরে ও পূর্ণমাত্রায় কথা বলা সম্ভব হয়। চীৎকার করবেন না, যে বিষয়টির ওপর জোর দেয়ার আবশ্যকীয়তা রয়েছে শুধু সেই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ওপর কণ্ঠস্বর বাড়ানো বা নামানোর কাজ করুন। প্রকৃতপক্ষে বেতারে এটা চলে না এবং জোর দেয়ার এই পদ্ধতিটি বেতারের জন্য খুব কম কার্যকরী উপায়।

বিরতি

শ্রোতার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে এটা কাজ করে। কোন বিরতি আসলেই শ্রোতার কান সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে থাকে ঘটনাটি জানার জন্যে। বক্তব্য বিষয়কে জোরালোভাবে উত্থাপন করার ক্ষেত্রে নীরবতা হচ্ছে অন্যতম উপায়।

ছন্দ

এটা এমন একটি বিষয় যাকে সংজ্ঞার বাঁধনে বেঁধে দেয়া চলে না। ছন্দ বা লয় বক্তৃতা-বিবৃতিকে সঙ্গীতমুখর, প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে। একমাত্র ছন্দই শব্দগুচ্ছ, গতি ও জোরালো উত্থাপনের কাজকে ছন্দোবদ্ধ করে দেয়। আপনি আপনার কণ্ঠস্বরকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করুন যাতে করে তা' সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় বাঁধা পড়ে। যে-খবর পাঠের মধ্যে ছন্দ নেই, তা একঘেয়েমীর জন্ম দেয়।

স্বরের মাত্রা

ভাল বক্তৃতা ও ভাল পাঠের জন্য এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মাত্রার ওঠানামাকে কারিগরী দিক থেকে গানের সুরধ্বনি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। স্বরের মাত্রার এই ওঠানামাকে, পারিবারিক ও আঞ্চলিক ভঙ্গি যা বক্তা শৈশবে অবচেতনভাবে লাভ করেছেন, তার সাহায্যে এবং যে-বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে তার অর্থের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একজন ভাল বক্তা তাঁর বিষয়গত অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্যে গান গাইবার সুরে বলার ভঙ্গিকে বদলিয়ে দেন। স্বরের (মাত্রার) ওঠানামানোকে এমন সব পর্যায়ে নিয়ে আসেন যার দ্বারা দুঃখ, আনন্দ, ক্রোধ অর্থাৎ ভাবাবেগগত অনুভূতির সব কিছুই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশ পায়।

ছন্দের মতই, স্বরের ওঠানামার জন্য বক্তার বক্তৃতা বৈচিত্র্য লাভ করে। যাহোক, এ-কথাটাও বলতেই হবে যে, কোন বক্তা, সচেতনভাবে অথচ অদক্ষতার সঙ্গে যদি তাঁর স্বরকে কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলার উদ্দেশ্যে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে এর চাইতে মন্দ কিছু আর হতে পারে না।

প্রচার সংক্রান্ত বিবৃতি

প্রচারের জন্য বিবৃতিটি হচ্ছে প্রতিটি লোকের একক ব্যক্তি সত্তার সান্নিধ্যরূপী একমুখী কথোপকথন। অন্য কথায়, আপনি একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছেন—

বহুজনের সঙ্গে নয়। কল্পনা করুন, আপনি আপনার বাসকক্ষে কাপড় ইস্ত্রির কাজে ব্যস্ত, একজন স্ত্রীলোক বা আগুনের কাছে বসা কোন লোকের কাছে খবর বলে যাচ্ছেন। এইসব ব্যক্তি বিশেষের কাছে আপনার ভাষা যেন অবশ্যই পৌঁছে। আর এ কাজে আপনার ভাষাকে কথোপকথন পর্যায়ে লিখতে হবে,—অথচ বলা হবে গুরুত্বের সঙ্গে। বেতারের বক্তৃতা, শ্রোতার কাছে পৌঁছুবে এবং তাঁকে নিরানন্দ না দিয়ে বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবে। এ কাজে দু'টো জিনিসের অবশ্যই দরকার: ভাল বাচনভঙ্গী এবং ভাল স্বরক্ষেপণ। অন্যথায় বক্তব্য বিষয় বুঝতে জনসাধারণের অসুবিধে হবে।

স্পষ্ট উচ্চারণ (বা বাচনভঙ্গী)

ভাল বাচনভঙ্গী মানেই আপনি ঠোঁট, দাঁত, জিভ এবং তালুকে ভালভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। এসব হচ্ছে, বাচনভঙ্গীর বিভিন্ন সহযোগী যাদের সাহায্যে স্বর ও ব্যাঞ্জন ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

বিশেষভাবে বলতে গেলে, ভাল বাচনভঙ্গীর অর্থ ভাল ব্যাঞ্জন ধ্বনি। অযত্নে বাচনভঙ্গী প্রয়োগের ফলে প্রচারের কাজে নিয়োজিত বক্তা তাঁর পক্ষের এক বিরাট দাবী মেটাতে ব্যর্থ হবেন—আর সে-দাবী হচ্ছে, শ্রোতারা যেন সহজেই তাঁকে বুঝতে পারেন। খবর-পাঠক, ককনী (cockney), ইয়র্কশায়ার (yorkshire) অথবা অক্সব্রিজ (oxbridge) কোন্ ধরনের উচ্চারণভঙ্গীতে বলছেন, তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর বাচনভঙ্গীর মানই বলে দেবে তাঁর বক্তৃতাটি ভাল হল না মন্দ।

উচ্চারণ

আপনি শব্দগুলোকে যথোপযুক্ত উপায়ে উচ্চারণ না করতে পারলে, শুধুমাত্র ভাল বাচনভঙ্গী থাকলেই চলে না। মোটের ওপর উচ্চারণ-রীতিটি কি সেটা বুঝতে হবে। বিষয়কে বোঝার জন্য সহজতর করার রীতিই হচ্ছে উচ্চারণ রীতি।

সন্দেহ দেখা দিলে পরীক্ষা করে দেখুন কিংবা কাউকে জিজ্ঞেস করুন। ভুল উচ্চারণ রীতি প্রয়োগের ফলে বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। প্রতিটি বেতার বার্তা কক্ষে অন্ততঃপক্ষে একখণ্ড করে ভাল ও বিশ্বাসযোগ্য, উচ্চারণ রীতির অভিধান থাকা উচিত। আপনার কাঙ্খিত শব্দটি না পাওয়া গেলে আরো কিছু উপায় রয়েছে। শব্দটি যদি বিদেশী নাম বোঝায়, তাহলে সেই সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে ফোন করে জেনে নিন। স্থানীয় কোন জায়গার নাম হলে, হয় শহরের কোন লোককে ফোন করুন নতুবা টেলিফোন অপারেটরকে জিজ্ঞেস করবেন। তাঁরা নিশ্চিত ভাবেই শব্দগুলোর উচ্চারণ জানবেন। তাই বলে কোন নাম ভুল প্রচারিত হলে তার কোন মাফ নেই। সঠিক উচ্চারণ জানাটা সকল সময়ই ভাল।

গতি

বক্তা হয় এত তাড়াতাড়ি বলেন যে, কিছুই বোঝা গেল না আবার এত ধীরে বলে গেলেন যে, শ্রোতা তার বলাটা কখন শেষ হবে তার অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে গেলেন—এ জাতীয় বক্তার কথা সবাই শুনে থাকবেন। গতির বিষয়টি খুব দরকারী। খবর পাঠক কোন গতিতে বললে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দের সাথে বলতে পারবেন—নিজেই ঠিক করে নেবেন। কেউ বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন এবং দক্ষতার সাথে সুন্দর দ্রুত গতিতে পড়েন। আবার কেউ ধীর গতিতে পড়তে ভালবাসেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক হচ্ছে, এমন গতিতে পড়তে হবে, যেন খবরটি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয়—ক্লান্তিকর মনে না হয়। দ্রুতগতিতে খবর পাঠের মধ্যে ভেবে-চিন্তে বিরতির ব্যবহার হলে তা থেকে একটা সামগ্রিক ধারণা লাভ করা যায়। শব্দগুলি যেন কখনই অস্পষ্ট না শোনায়। শব্দগুলির ওপর সর্বদা সঠিকভাবে জোর দিতে হবে এবং তাতে অবশ্যই বৈচিত্র্য থাকতে হবে। শ্রোতাদের মস্তিষ্কে খবরটি যেন ঢোকে ও তাঁরা তা বুঝতে পারেন সেজন্য বাক্য ও বিষয়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিরতির ব্যবহার হলে তা থেকে যে-ধারণা জন্মে, অত্যধিক দ্রুতগতিতে পড়ে যাবার ধারণা তা নয়। ভাল বক্তৃতার অন্যসব দিক—যেসবের কথা আগেই বলা হয়েছে, ভুলে যাবার দরুনই কেবল সংবাদ-পাঠককে খুব তাড়াতাড়ি পড়তে দেখা যায়।

কণ্ঠস্বর-ক্ষেপণ

শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ : বক্তৃতার কার্যকারিতা নির্ভর করে ভাল কণ্ঠস্বরের ওপর। কণ্ঠস্বরের ভালমন্দ আবার অনেকাংশে নির্ভরশীল ভাল শ্বাস-ক্রিয়ার ওপর। যাদের শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কম, প্রায়ই তাদের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিরক্তিজনক শ্বাস-ক্ষেপণ ক্রটি ঘটে। যেমন,—শ্বাস-ভার, দুর্বল চিকণ স্বর এবং অবসাদগ্রস্ততা ইত্যাদি। মাত্র আধ ঘণ্টার কম কথা বলার পরই এসব ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটতে দেখা যায়। শ্বাস-নিয়ন্ত্রণে দক্ষ-লোকদের বেলায় কণ্ঠস্বরগত চাপ ও অবসাদ থাকে না।

শব্দের অনুরণন (বা প্রতিধ্বনি)

শব্দের অনুরণন স্বরধ্বনিকে স্বচ্ছ ও মধুময় আবেশ দান করে। যার সাহায্যে এই অনুরণন ঘটে সেগুলো হচ্ছে : স্বরযন্ত্র, গলা, মুখ ও নাক। ভাল স্বর-ক্ষেপণ থেকে শব্দের অনুরণন পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ হয়।

বিচলিত বোধ করা থেকে কণ্ঠস্বরের অনুরণনে প্রলয় ঘটে যেতে পারে। স্নায়ু-ঘটিত উত্তেজনার জন্য অনুরণনের অঙ্গগুলোর দেয়াল চেপে গিয়ে স্বরকে চিকণ ও কঠিন করে তুলতে পারে। গলা নিশ্চিতরূপে শক্ত হয়ে ওঠে ও পীড়াদায়ক হয়। কাজেই সব বক্তাকেই বিশেষ করে যাঁরা খবর-পাঠক তাঁদের উচিত আরাম-দায়ক অবস্থা বা ভঙ্গীতে পড়বার চর্চা করা। কণ্ঠস্বর-যন্ত্রের ওপর চাপ কমিয়ে

আয়েশী ভঙ্গী অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে (এবং কারো কারো উচিত) বেশ কয়েকবার ভাল ক'রে গভীর শ্বাস গ্রহণ করা। এই অবস্থা যাদু-যন্ত্রের মত কাজ করে।

বক্তৃতা দেবার সময় কণ্ঠস্বরকে বেশ উঁচুগ্রামে তুলে ধরার জন্যও আরেকটি দোষ দেখা দেয়। এটা খুব সাধারণ ত্রুটি। আর উত্তেজনাবোধই এই ত্রুটি দেখা দেয়ার নিশ্চিত বড় লক্ষণ।

স্বর স্থাপন

এর সাধারণ অর্থ দাঁড়ায়, মুখের বাইরে কণ্ঠস্বরগত ধ্বনির প্রকাশ। অন্য কথায়, যেখানে তা পরিশ্রুত হবার কথা, সেই শ্রোতার কানে ভালভাবে শব্দ ধরা পড়ে অর্থাৎ শোনা যায়। এটা যে-কোন বিষয়ের চাইতে অধিকতর মনস্তাত্ত্বিক। "দেহের বাইরে কণ্ঠস্বরের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মনকেও এ ব্যাপারে কল্পনা করে নিতে হবে।" এটাকেই বলে প্রক্ষেপণ। চিন্তা করা যাক্, আপনি কক্ষ-বরাবর আপনার কণ্ঠস্বরকে প্রক্ষেপ ক'রে চলেছেন। "এখানে যা-কিছুর দরকার তা হচ্ছে অতিরিক্ত কর্তৃত্বের তীক্ষ্ণতা দান।" এটাকে অবশ্যই বেশীদূর গড়াতে দেবেন না। সেক্সপীয়ারীয় যুগের সেকেলে নায়কের মত মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগ ভরে জনসমক্ষে বক্তৃতা দেয়ার মধ্যে দিয়ে আপনি বিষয়টির ইতি টানতে চান না।

ভাবভঙ্গী

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ভাবভঙ্গী কাজে আসে। যে সংবাদ-পাঠক স্টুডিওতে নিজেকে সবার থেকে আলাদা করে একাকী বসে থাকেন—এমন কি তাঁর ক্ষেত্রেও এটা কাজে আসে। খারাপ ভাবভঙ্গীর (বাঁকানো কাঁধ, অযত্নে বসা) দরুনই কণ্ঠস্বর ও শ্বাস-নিয়ন্ত্রণে অসুবিধে হয়। কাজেই সুন্দরভাবে সোজাসুজি চেয়ারে বসে থাকুন এবং ঝুঁকবেন না।

অভ্যাসে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত, কৌশল ও তত্ত্বটি একবার আপনার জানা হয়ে গেলে এবং দক্ষতা-প্রতিষ্ঠিত হলে তত্ত্বটি তখন ভুলে গিয়ে পড়ে যেতে থাকুন। সব কিছুই তখন ভাল হবে। কণ্ঠস্বর-প্রক্ষেপণ। শ্বাস-ক্রিয়া, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন-বর্ণ সম্পর্কে যা-যা আপনাকে বলা হয়েছে বা যা-কিছু আপনি লিখেছেন এসব নিয়ে সংবাদ বুলেটিনের পুরো সময়টা আপনি ভাবনা চিন্তায় কাটিয়ে দিলে, আপনার খবর পাঠ হবে দুর্বোধ্য ও নৈরাশ্যজনক। আপনি তখন আপনার কণ্ঠস্বরের ব্যাপারে খুব বেশী চিন্তান্বিত হয়ে পড়বেন—যতটা মনোযোগী খবরের স্পষ্টতা সম্পর্কে হবেন না। ফলে খবর পড়াটা ভাল হবে না। ফল দাঁড়াবে এই যে, বিষয়ের জোরালো উত্থাপনের কাজে ভুল হবে, শব্দের রূপ সাধনে ত্রুটি আসবে, গতির ক্ষেত্রে দোষ দেখা দেবে আর বিচার জ্ঞানও ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত থাকবে

না। কি ঘটছে এ সম্পর্কে শ্রোতাকে অবহিত করানোর পূর্বে আপনার নিজেকে জানতে হবে।

আমার বক্তব্য পরীক্ষা করতে চাইলে, কিছুক্ষণের জন্য বসুন, এবং বিষয়টি নিজেই পড়ুন। কাগজগুলো দূরে সরিয়ে দিয়ে আপনাব এই মুহূর্তে পড়া বিষয়টি আবার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন। আপনি যদি তা' করতে পারেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনি বক্তব্য বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন, কাজেই অপরকেও তা' শোনাতে পারবেন। আর না পারলে, বুঝতে হবে এইমাত্র আপনি যে বিষয়টি পড়লেন তার সামান্যতম ধারণাও আপনি লাভ করতে পারেন নি, ফলে শ্রোতারাও কিছুই বুঝতে পারবেন না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

প্রচার সাংবাদিকের পেশা

বিভিন্ন ধরনের সাংবাদিক বেতার-প্রচারের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। বিশেষ একটি বিষয় বা মানবিক তৎপরতার ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ কিছু বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। আর বেশীর ভাগ সাংবাদিকই বিস্তৃত ঘটনাবলী ও বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকেন। এসব ঘটনা ও বিষয়ই খবর হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কতকগুলো কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ সাংবাদিক কাজ করে থাকেন—এ জাতীয় সাংবাদিকরা তাঁদের দক্ষতা ও সহজাত ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে এক কাজ থেকে আরেক কাজে এগিয়ে যান।

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংক্রান্ত সাংবাদিক

এসব সাংবাদিক "খবরের উৎপত্তিস্থল" নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। (বাক্যটি সে-সব প্রতিবেদকদের জন্য অর্থহীন যাঁরা সাধারণ, ঘটনাবহুল, অবিশ্লেষণমূলক খবর সংগ্রহের সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে সম্পর্কিত) তাঁরা শুধুমাত্র ঘটনাবলী নিয়ে আর শুধুমাত্র বার্তা বিভাগের হয়েই কাজ করে যান—প্রচারের জন্য খবর সংগ্রহ করেন ও লিখে যান এবং সম্ভব হলে খবর পাঠক হিসেবে খবরকে বায়ু-তরঙ্গে ছড়িয়ে দেন।

তাঁদের সম্ভবতঃ সংবাদপত্রে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ইত্যাদি থাকে। বিশেষভাবে সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত সাময়িকীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সম্ভবতঃ তাঁরা বার্তাকক্ষে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেন। বেশীরভাগ দেশেই এ জাতীয় সাময়িকী রয়েছে। বৃটেনে ইউ. কে. প্রেস গেজেট (U K Press Gazette) ও দ্য লিস্টনার (The Listener) আর অষ্ট্রেলিয়াতে বি এণ্ড টি এ্যাডভারটাইজিং (B & T Advertising) ও দ্য জার্ণালিস্ট (The Journalist) এ ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে থাকে। আর এটা ত সত্যি কথা যে শূন্য পদগুলোর জন্য সবসময়ই সপ্তাহে একবার বা দু'বার প্রধান প্রধান জাতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়।

প্রচার সাংবাদিক তাঁদের খবরগুলো নিজেরাই পড়ে শোনাবেন কি-না, তা কতকগুলো কারণের ওপর নির্ভরশীল—যেমন, কেন্দ্রের অনুসৃত নীতি, কণ্ঠস্বরের মান, ইউনিয়ন বিধি, প্রভৃতি, তবে সংবাদ বুলেটিনগুলো পড়বার মত গ্রহণযোগ্য

গুণের অধিকারী সাংবাদিকদের জন্য এই দিকটি ক্রমেই বেশী বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তাঁদের পড়াটা যদি ভাল হয়, তাহলে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রটি নিশ্চিতভাবেই সুফলদায়িনী ভাবতে হবে। পক্ষান্তরে নতুন নতুন বৃটিশ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে যে-বিষয়টি দেখা গেছে তা হচ্ছে পড়াটা ভাল না হলে ফলাফলটা অত্যন্ত দুঃখজনক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতিবেদকগণ

সাধারণ প্রতিবেদকরা দরজায় উপস্থিত তথ্য সংগ্রাহকদের কাজ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা খবর সংগ্রহ করেন, ঘটনা উদঘাটন করেন এবং কোন ঘটনার সূত্রপাত হতে চলেছে এমন জায়গা থেকে বিবরণী পাঠান। তাঁরা সংবাদ বুলেটিনে প্রচারের জন্য হয় অনুলিপির মত করে বিষয়টি লিখেন নতুবা খুব সম্ভবতঃ খবর বা চলতি ঘটনাবলীর ওপর অনুষ্ঠানে কণ্ঠস্বর বিবরণী পাঠানোর কাজ করে থাকেন।

বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদকগণ

এঁরা খবর ও চলতি ঘটনাবলী সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের হয়ে কাজ করেন তবে প্রয়োজনমত বিশেষ তথ্য সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্যও কাজ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বি.বি.সি'র বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদকবৃন্দ রয়েছেন। এঁদের প্রথম কাজ হচ্ছে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ওপর তাঁরা বিবরণী দেবেন। যেমন, শিল্প, অর্থনীতি, অপরাধ, রাজনীতি, কূটনৈতিক বিশ্ব, প্রতিরক্ষা, ধর্ম, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

এঁরা বিশেষজ্ঞ এবং সম্ভবতঃ তাঁদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ-মর্যাদার গুণেই একাজ পেয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন অর্থনৈতিক সংবাদদাতা অর্থনীতির ওপর ডিগ্রী নিয়েছেন। এরপর তিনি বেতারে প্রচারের দায়িত্ব নেবার আগে শিল্প বা একটি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সংবাদপত্রের আর্থিক-বিষয়াদির ক্ষেত্রে মৌলিক জ্ঞানলাভ করেছেন।

ছোটখাটো সংস্থাগুলোর (বিবিসি'র মত প্রধান প্রচার মাধ্যমের তুলনায় যে-কোন ছোট) প্রচুর কাজ বা প্রচুর অর্থ নেই যাতে করে সবসময়ের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ সংবাদদাতাকে নিয়োগ করতে পারা যায়। এসব ক্ষেত্রে, কেন্দ্রগুলো আংশিকভাবে কাজ করার জন্য চুক্তির ভিত্তিতে সংবাদদাতা সংগ্রহ করেন অথবা অধীনস্থ লোক নিয়োগ করেন কিংবা কেবলমাত্র (প্রতিটি) বিষয় প্রচারের জন্য পারিশ্রমিক দান করেন।

যোগ্য ও স্থায়ী বিশেষজ্ঞ সংবাদদাতা রাখাটা খুবই দরকারী, তাঁদের জ্ঞানের পরিসীমার আওতায় ঘটে যাওয়া ব্যাপারে তাঁরাই সাধারণ বার্তাকক্ষের (General News Room) হয়ে উপদেষ্টার কাজ করেন।

চলতি ঘটনাবলী সংক্রান্ত সাংবাদিক

সংবাদপত্রের যেমন প্রবন্ধ লেখক থাকেন, তেমনি প্রচারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কিছু লোক কাজ করেন। ঘটনার পশ্চাদভূমি সম্পর্কে তাঁদের যতটা আগ্রহ থাকে—নিত্যদিনের খবরের ব্যাপারে ততটা থাকে না। তাঁরা ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে তার ওপর মন্তব্য রাখেন। তাঁরা ঘটনা কেন ঘটল তার কারণ, এর সম্ভাব্য ফলাফল এবং এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার দিকটি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেন। গুরুত্বপূর্ণ খবরের ওপর যে-সব প্রতিবেদক কাজ করেন, চলতি ঘটনার ওপর সাংবাদিকদের দক্ষতা তাঁদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। আর এটা করতে গিয়ে তাঁদের ঘটনা জড়ো করার চাইতে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন তৈরীর দায়িত্বটি ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

চলতি ঘটনাবলীর ওপর কাজের দায়িত্ব সম্পন্ন সাংবাদিকগণ প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীধারী হন এবং তাঁরা প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হন। যে-কোন পরিস্থিতির মোকাবেলায় তাঁদের দ্রুত চিন্তা করবার এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবার ক্ষমতা থাকবার দরকার হয়। তাঁদের অবশ্যই মাইক্রোফোন উপযোগী গ্রহণযোগ্য কণ্ঠস্বরও থাকতে হবে।

এ ধরনের সাংবাদিকরা প্রায়ই দেখা যায় সাময়িক চুক্তির ভিত্তিতে কাজ শুরু করেন। সম্ভবতঃ পরে কোন প্রচার সংস্থায় স্থায়ীভাবে কাজ করেন। সাধারণ্যে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ও খুব বেশী চাহিদার এই চলতি ঘটনাবলী সংক্রান্ত পদগুলোর জন্য খুব কমই বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। প্রায়ই দেখা যায়, সাধারণতঃ বার্তাকক্ষ থেকে কাজ শুরু করে উন্নতির মাধ্যমে প্রতিবেদকরা এই অবস্থায় উপনীত হন অথবা অন্য বিভাগের প্রচারকারীরা এখানে এসে থাকেন।

পেশাগত প্রশিক্ষণ

সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে পেশাগত কাজের সর্বনিম্ন মান বজায় রাখাটা অন্যতম বড় সমস্যা। সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের জনসাধারণ্যে কাজ শুরু করার অনুমতি লাভের পূর্বে বেশ কতকগুলো কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। আর তাঁদের প্রশিক্ষণও কয়েক বছর ধরে চলে। প্রচার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তা হয় না। প্রায়ই, পেশাগত জীবনের এই একটি বড় রকমের শাখায়, অন্যত্র কাজের ব্যবস্থা করতে অপারগ ব্যর্থ ঘোষকদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। তাদের স্থায়িত্ব লাভের একমাত্র কারণ এই যে, তাঁরা মাইক্রোফোনের উপযোগী কণ্ঠস্বরের অধিকারী হন।

এন. বি. সি'র (NBC) পিটার হ্যাক্‌স (Peter Hackes) একবার বলেছিলেন, আমাদের এই পেশায় প্রায়ই চোখে পড়ে অমানানসই, কম-মানানসই এবং একেবারেই মানানসই নয়—এমন লোকদের ভীড় জমে। বেতার ও টেলিভিশনে

কর্মরত কারো কারো অন্যসব প্রতিবেদকদের মতই সংবাদ সংক্রান্ত যথেষ্ট পটভূমি কেন থাকবে না—এটা বুঝে ওঠা মুশকিল। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিক ভাইদের মতই প্রচার সংবাদিকরাও তাঁদের অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য সর্বোত্তম স্থান হিসেবে ছোট ছোট শহরকে বেছে নিতে পারেন। এ'সব ছোট শহরের বেতার-কেন্দ্রগুলোতে ভাবী-প্রচার সাংবাদিকদের প্রচার ব্যবস্থা ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে যা-কিছু শিক্ষণীয় সবই রয়েছে। সময়ে সময়ে তিনি নিজেই তাঁর বার্তা সম্পাদক, প্রধান সহকারী, প্রতিবেদক ও খবর-পাঠক সেজে বসবেন। আদালত-ঘটিত খবরের ওপরে কি-ভাবে প্রতিবেদন তৈরী করা হয়, তিনি সেদিকটিও দেখবেন। তাঁকে টেপ-সম্পাদনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজটিও শিখতে হবে। আর একাজে তাঁকে মাথার টুপিটি নামানোর সাথে সাথে অর্থাৎ ক্ষণিকের মধ্যে যে-কোন বিষয়ের ওপর যে-কারো সাক্ষাৎকার নেয়ার কাজ জানতে হবে।

আর স্বভাবতই প্রচার-সাংবাদিকদের লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হবে। আরভিং ফ্যাং (Irving Fang) তাঁর 'টেলিভিশন নিউজ' বইতে প্রচার সাংবাদিকদের পেশা সম্পর্কে বলেছেন :

একজন সাংবাদিক হচ্ছেন একজন অনুবাদক—ভাষার অনুবাদক নন—জটিল বিষয়সমুহের রূপান্তর সাধক। তিনি লেখেন সাধারণ লোকদের জন্য আর আমরা আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের বাইরে সবাই-ই এক একজন সাধারণ মানুষ।

প্রতিবেদক বিল জোন্স্ (Bill Jones) সকাল দশটায় সংযোজন কৌশল-গত ব্যাখ্যার জন্য স্থানীয় এক হৃৎপিণ্ড-সংক্রান্ত শৈলচিকিৎসকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। বেলা ১১টায় জোন্স্ একটি সেতুর পরিকল্পনা নিয়ে একজন স্থপতি-বিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। দুপুরে তিনি একজন অর্থনীতির অধ্যাপকের কাছ থেকে জানতে পারেন ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের সর্বশেষ কর্মপন্থা কি হতে চলেছে।

জোন্স্ নিজেই যে বিষয়টি বুঝতে অপারগ, সেই একই বিষয় যে তাঁর শ্রোতারা উপলব্ধি করতে পারবেন—তা তিনি আশা করতে পারেন না। শব্দাবলী ও ধারণার বিষয়টি "গরম আলু সদৃশ" নয় যে সে সব দ্রুত শ্রোতার কর্ণকুহরে পৌঁছিয়ে দেয়া যেতে পারবে। এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে : আপনি কোন বিষয় বুঝতে না পারলে, অন্য কেউ যে-বুঝতে পারবে, সে আশা করবেন না। বিরক্তিজনক সন্দেহের বাইরে যতক্ষণ না কোন বিষয় আপনি বুঝতে পারছেন, ততক্ষণই আপনি তার ব্যাখ্যা চাইতে থাকবেন।

প্রচার সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতার পরিধি এত ব্যাপক হতে হবে যে, কোন একক শিক্ষা-প্রণালীর আওতার মধ্যেই সম্ভবতঃ এর সবটা ধারণ ও অর্জন

করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ বছরের শিক্ষা-জীবনে তাঁর যা-জানা উচিত—এমনকি তার অর্ধেকও তিনি শিখতে পারবেন না। কাজেই তার জন্য ইংরেজী অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ও অর্থনীতিসহ সাধারণভাবে উদার চারুশিল্পের শিক্ষাই সম্ভবতঃ সবচাইতে উত্তম।

অবশ্য বেশী সংখ্যায় এমন সব বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ও তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে যেখানে ক্রমবর্ধমান হারে প্রচার সাংবাদিকতায় আগ্রহী ব্যক্তিদের শিক্ষা দেয়া হয়। আবার বিবিসি এবং অষ্ট্রেলীয় ব্রডকাষ্টিং কমিশনের (ABC) মত অনেক জাতীয় প্রচার সংস্থা রয়েছে যেখানে বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গণতন্ত্রের প্রহরী

এই বইয়ের কোথাও আমি সাংবাদিকতা পেশা সম্পর্কে—তা সে সংবাদপত্রের হোক্ বা বেতারেরই হোক্—বনেদী সাজবার চেষ্টা করিনি। তবে গণতন্ত্রের জন্য সাংবাদিকরা একান্ত অপরিহার্য। তাঁরা প্রচারণার ভেতর দিয়েই গণতন্ত্র চালু রাখার কাজটি করে যান। খোলাখুলিভাবে কাজ করতে সক্ষম সরকারই স্বাধীন সরকার। সরকার, সাংবাদিকদের তথ্য জ্ঞাত হওয়া সম্পর্কিত-ক্ষমতা খর্ব করতে শুরু করলেই বুঝতে হবে তাঁরা কোন কিছু লুকোতে চান। প্রকৃতপক্ষে : সংবাদের একটি সংজ্ঞা হচ্ছে : সরকারের পক্ষ থেকে বরং যা-অপ্রকাশিত রাখা হয় তাইই খবরে ফলাও বা প্রচার করা হয়। রাজনীতিবিদরা দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিলে সেই সাথে তাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকেও কেড়ে নেন—এটা যুগপৎ ঘটে যাবার মত কোন বিষয় নয়।

সাংবাদিকতা পেশায় সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে কাজ করতে হয়। আর এর অর্থ হচ্ছে একজন সাংবাদিক তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে সর্বাংশে দায়ী থাকবেন। তাঁর বোর্ড কক্ষ বা তাঁর সম্পাদকদের কাছে নয়—কেবলই শ্রোতাদের কাছে।

আমার এক বন্ধু একবার আমাকে বলেছিলেন, তাঁর সংস্থা, বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার কাজে কত দুর-প্রসারী-ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

একজন মার্কিন প্রযোজক টেলিভিশনে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সংবেদনশীল প্রামাণ্য অনুষ্ঠান তৈরীর ব্যাপারে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন। আমার ধারণা মত এটা ছিল মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র-সম্পর্কিত বিষয়। বার্তা সংস্থার প্রধানরা অনুষ্ঠানটি কেনার ব্যাপারে তাঁদের সম্মতি দেবেন কি দেবেন না তা জানবার সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি এসে পড়ল। তাঁরা চিত্রটি দেখলেন এবং সাধারণভাবে এই ঐক্যমতে পেঁাছলেন যে, চিত্রটি একটি মুল্যবান অবদান এবং তা দেখানো যেতে পারে।

পরে পানাহারের সময় প্রযোজক, সংস্থার প্রধানের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ওপরওয়ালাকে আশ্বস্ত করলেন যে, চিত্রটিতে অদলবদল করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করলেন, "কিসের পরিবর্তন?"

উত্তর এল : "প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যে-পরিবর্তনের কথা বলেছেন।"

প্রেসিডেন্ট, "ওহ্, নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চয়?

উত্তর, "না, সম্পাদকীয়ের পরিবর্তন।"

প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটির সেখানেই শেষ দশা ঘটে গেল। বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে কোন আপোষ (বা রফা) হতে পারে না।

তথ্য-মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের মধ্যে সর্বদা বিড়াল ও ইঁদুরের খেলা চলে আসছে। এড্মাণ্ড বার্ক-ই (Edmund Burke) সম্ভবতঃ প্রথম এটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সে সময় তিনি কমন্স সভায় (Houes of Commons) তাঁর সেই বিখ্যাত ব্যাঙ্গোক্তি করেছিলেন যে, ঐ ওখানে প্রতিবেদকদের আসনে যে-চতুর্থ রাষ্ট্র সমাসীন রয়েছেন, তা বাদবাকী সবার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তারপর থেকেই রাজনীতিবিদরা সাংবাদিক ও তথ্য-মাধ্যমের সঙ্গে একযোগে কাজ করবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁরা অশ্রদ্ধা, বিরুদ্ধ-বাদিতা, সন্দেহজনক ও অবিশ্বাসী-আচরণের মধ্যে দিয়েই সব কিছু মেনে নিতে শিখেছেন—আর এর সবই সত্যের নামে। রাজনীতিবিদরা গোপন করতে চান,—আর সাংবাদিকরা চান উদ্ঘাটন করতে। এই দু'য়ের ভূমিকার মাঝে মৌলিক পার্থক্য বিরাজমান। কাজেই, সংঘাত যে-দেখা দেবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

বেতারে প্রচার ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকেই প্রচার সাংবাদিকরা রাজনীতি-বিদদের জন্য আরেকটি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তা তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদেরই হোন্ বা চল্তি ঘটনাবলী সংক্রান্ত সাংবাদিকই হোন।

"রিথিয়ান" (Reithian) দৃষ্টান্তের অনুসারী সবদেশেই যেখানে সংবাদপত্র ও বেতার-প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে সেখানকার রাজনীতিবিদরা যে-ভাবে সংবাদ-পত্রকে নিজেদের উপযোগী করে কৌশলে কাজে লাগাতে চান, সেভাবে তথ্য-মাধ্যমের এই অংশকে সমতে আনতে পারবেন না বলে বুঝতে পারছেন। বাণি-জ্যিক উপায়ে পরিচালিত কেন্দ্রগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় তাদের মালিকদের পক্ষে কাজ ক'রবার একটা ঝোঁক বা প্রবণতা থাকে। আর তা' স্বভাবতই ব্যব-সায়ীদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। প্রচারের মানের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ থাকবার জন্য বৃটেনে এটা লক্ষ্য করা যায় না। অষ্ট্রেলিয়াতে দ্বৈত-পদ্ধতি রয়েছে। সেখানকার বেতার ও টেলিভিশন উভয় ধরনের প্রচার কেন্দ্রগুলোই প্রায় সার্বজনীনভাবে রক্ষণশীল এবং শ্রমিকদল বিরোধী।

অষ্ট্রেলিয়াতে ১৯৭৫ সালের ফেড়ারেল নির্বাচনের কথাটা এখানে স্মর্তব্য। সে সময় সংবাদপত্রসমূহ ও বাণিজ্যিকভাবে কিছু বেতার-প্রচারকারী উভয়েই খোলা-খুলিভাবে লিবারেল কাউন্ট্রি পার্টি (Liberal Country Party) আঁতাতকে সমর্থন দান করেছিল। লিবারেল কাউন্ট্রি পার্টি'র সমর্থকরা এতটাই উচ্চকণ্ঠ ছিল যে, যাঁরাই বাধা দেয়ার সাহস করেছিল ও উদ্দেশ্য-ধর্মী প্রতিবেদন পাঠানোর

চেষ্টা নিয়েছিল, তারাই সমূহ-বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল। অষ্ট্রেলীয় প্রচার কমিশন (ABC) উত্তুঙ্গ রাজনৈতিক সময়গুলোতে কখনই জোরের সঙ্গে উচ্চবাচ্য করতে পারেনি এবং এ'ধরনের আঘাতের মুখে ওপর থেকে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। এ সময় মধ্যবর্তী ব্যক্তিবর্গ—কার্যনির্বাহী প্রযোজকদের পেশাগত ও বৈষয়িক জ্ঞানই কেবল—এ. বি. সিকে রাজনৈতিক পক্ষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

সকালের চল্‌তি ঘটনাবলী সংক্রান্ত কার্যক্রম—এ. এম (AM) রই ক্ষতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশী, সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ায় দৈনিক প্রচুর সংখ্যক শ্রোতা এই অনুষ্ঠান শুনে থাকেন। আর সেদেশে সম্ভবতঃ এটিই সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী-বেতার অনুষ্ঠান।

এদিক থেকে বৃটিশ অনুষ্ঠান—দ্য ওয়ার্ল্ড এ্যাট ওয়ান্‌স্‌কেই (The world at once) কেবল অষ্ট্রেলীয় এই অনুষ্ঠানের প্রায় সমকক্ষ বলা চল্‌ত। এর দৈনিক শ্রোতার গড়পড়তা সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগেরও বেশী। একবার একজন রাজনীতিবিদ এ'রকম অনুষ্ঠানকে দিবসের রাজনৈতিক আবহাওয়ার পূর্বাভাষ বলে বর্ণনা করেছিলেন। পূর্বাভাষের পর দিবসটি হয় চমৎকার ছিল নতুবা ঝড়ো হাওয়ায় পূর্ণ ছিল। কার্যনির্বাহী-প্রযোজকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও একজন ফেডারেল রাজনীতিবিদ এখনও বিশ্বাস করেন যে, মন্ত্রী-পরিষদ থেকে তাঁর বহিষ্কারের জন্য এ. এমই (AM) দায়ী। কারণ এই অনুষ্ঠানে এই বলে প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছিল যে, তাঁর দলের প্রায় সবাই তাঁকে বাদ দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণর জেনারেল, হুইট্‌লাম সরকারকে (Whitlam) বাতিল করে দেয়া এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত লিবারেল কাউন্ট্রি পার্টির নেতাকে তত্ত্বাবধায়ক (সরকারের) প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার পরের দিন ১২ই নভেম্বর তারিখে সাধারণ ৩০ মিনিটের অনুষ্ঠানকে বাড়িয়ে পুরো ৬০ মিনিটের অনুষ্ঠান করা হয়। আর এ'বারই প্রথমবারের মত কেবল বড় বড় রাজধানী শহরেই নয়, অষ্ট্রেলিয়ার আনাচে-কানাচে প্রতিটি শহর, নগর ও গ্রামে অনুষ্ঠানটিকে প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানটি ছিল প্রামাণ্য-আকারের এবং গভর্ণর-জেনারেলের নেয়া কর্মপন্থার প্রেক্ষিতে শ্রমিক দলের ভেতরে যে-দাঙ্গা, বিক্ষোভ ও ক্রোধের বহিপ্রকাশ ঘটেছিল তার ওপর ভিত্তি করে বিস্তৃত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছিল। প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে স্থানীয়ভাবে যে-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, এতে সে-সবের বিবরণী অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমতার বিচারে ১১ জন শ্রমিক-দলীয় সমর্থকের বিপরীতে ছিল উদারনৈতিক দলের ন'জন সমর্থক—যাকে স্বাভাবিক অবস্থায় যুক্তিসম্মত ভারসাম্য হিসেবে বিবেচনা করা হত। এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হবার পর লিবারেল কাউণ্ট্রি পার্টির সমর্থকরা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঝড় তুলেছিলেন। তাঁরা অনুষ্ঠানটিকে "জঘণ্য রকম পক্ষপাতমূলক ও বিরক্তিজনক প্রতিবেদন" বলে আখ্যায়িত করেন।

অনুষ্ঠান শুরু হবার দশ মিনিট পরেই একজন রাজনীতিবিদকে ক্যানবেরায় (Canberra) সংসদ-ভবনস্থ এ. বি. সি. স্টুডিওর দরজায় করাঘাত করতে দেখা গেল। তিনি চিৎকার ক'রে বলছিলেন, "আমাকে ভেতরে যেতে দিন। আমি সমানভাবে সময় বণ্টনের দাবী জানাচ্ছি।" তিনি ধারণা করেছিলেন যে, অনুষ্ঠানের ক্যানবেরা অংশটি সরাসরি প্রচারিত হ'চ্ছে। আসলে এই অংশটি ক্যানবেরাস্থ প্রতিবেদকরা সেইদিন ভোরেই ধারণ করেছিলেন এবং মূল অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সিড্‌নী থেকে প্রচারিত হ'চ্ছিল। পরে একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের আহবান-সম্বলিত একটি বিবৃতি-প্রচার করা হয়। মধ্যস্থতাকারীর কাজ হবে নির্বাচনের ওপর যাতে "অবাধ ও উদ্দেশ্য সম্বলিত প্রতিবেদন" পাঠানো হয় তার নিশ্চয়তা-বিধান করা।

প্রচণ্ড ও তুমুল নির্বাচনী অভিযানের পুরো সময়টাতেই এবিসি ও বিশেষ করে এ. এম. অনুষ্ঠানের ওপর হামলা অব্যাহত ছিল। অনুষ্ঠানটি শেষ হবার আগে প্রতিটি সকালে বাইরে থেকে আহবান আসত—প্রায়ই দেখা যেত একই বিষয়ের ওপর এই আহবান জানানো হচ্ছে। আর সব সময়ই এমন সব কণ্ঠস্বর শোনা যেত যেগুলোকে সহজেই চিনতে পারা যেত। একটি অনুষ্ঠানের ভেতর কেউ কেউ দু'থেকে ৩ বার টেলিফোন করত। তাদের সমালোচনার ভাষাটা সবসময়ই ছিল একই ধরনের এবং প্রায়ই একই কথার মাঝে শেষ হত। কথাটি ছিল "আমার প্রতিবাদ যেন ধারণ করা হয়—এই আমার দাবী।"

এ.বি.সি'র সাংবাদিকদের নির্জীব করে দেয়া এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যে যেন বিষয়গত পরীক্ষার (সেন্সর) ধারণা জন্মে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। শ্রমিকদল এবং উদারপন্থী দলের সন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের সেকেণ্ড হিসেবে সময় নির্ধারণ করার ওপর এ. বি. সি. জোর দেন। তিন সপ্তাহ এরকম চলবার পর চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেল যে, সবরকমের সমালোচনা সত্ত্বেও এ. এম. সময়ের প্রায় সঠিক সমতা-বিধান করতে সক্ষম হয়েছে। লিবারেল কাউণ্টি পার্টি'র বক্তারা পেয়েছেন ৪৪ মিনিট ৭ সেকেণ্ড আর শ্রমিক দলের বক্তারা পেয়েছেন ৪৪ মিনিট ২৩ সেকেণ্ড সময়।

জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ধরন, কণ্ঠস্বরের ব্যবহৃত কারুকার্য (inflection) এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নির্বাচন সম্পর্কে সমালোচনা হয়েছিল। (সমালোচনা ঠিক এ ধরনের ছিল, উদারপন্থী দলের সমর্থকদের বেলায় ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী আর শ্রমিক দলের বক্তাদের জন্য ছিলেন নমনীয় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী)। পরিচিতি দানকারী ঘোষক উদারপন্থীদের নামের বেলায় হয় আমতা আমতা করে নতুবা দ্রুত বলে গেছেন এবং শ্রমিক দলের নামের ওপর জোর দিয়েছেন—এ রকম অভিযোগও উত্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমানে এ.বি.সি'র

প্রতিটি জাতীয় ও দেশীয় কেন্দ্র থেকে এ. এম. প্রচারিত হয়। এটা এক কলুষিত বাতাস যা কারো কোন উপকারেই আসে না।

বর্তমানকালের রাজনীতিদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁরা কি প্রচার-সাংবাদিকদের ঐতিহ্যবাহী ধারায় বিচার করেন না জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে? প্রচারকারীরা অবশ্যই নির্বোধ নয়। যে-কেউ তাঁদের ব্যবহার করতে পারেন, এ বিপদের কথা তাঁরা বোঝেন। বস্তুতঃ কোন কোন সময় তাঁদের এভাবে ব্যবহার করা হয়ও। আর সে-কারণেই তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য যতটা পারেন করেন।

এটা এক অব্যাহত সংগ্রাম। রাজনীতিবিদরা গোপনীয়তা চান; আর চান তাঁদের বক্তৃতা বিবৃতিগুলোকে তাঁদের সবচেয়ে সুবিধেমত সময়ে প্রচার করার অধিকার। পক্ষান্তরে প্রচারকারীরা তাঁদের রজ্জু শক্ত করে ধরে রেখে রাজনীতিবিদদের তাঁদের সুরে সুর মেলানোর কাজে লাগাতে চান।

প্রচার ব্যবস্থাটা হল বিশেষ এক ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। রাজনীতিবিদরা তা বোঝেন। আর সে কারণেই তাঁরা একে নিয়ন্ত্রণ করতে অভিলাষী।

লর্ড রীদ (Lord Reith) ১৯২৬ সালেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। সে-সময় সাধারণ ধর্মঘট-কালে তাঁর সম্পাদকীয় লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী চেষ্টাকে তিনি প্রতিহত করেছিলেন।

ভারতের মিসেস গান্ধী এটা বুঝতে পেরেছিলেন ১৯৭৫ সালে। ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থার সময় ভারতে সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশীপ প্রথা চাপিয়ে দেয়ার ঠিক আগে তিনি বলেছিলেন, "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাওয়ার অর্থ ইন্দিরা গান্ধীর ওপর আক্রমণ চালানোর স্বাধীনতা"।

সে সময়ের লেখা এক সম্পাদকীয়তে 'সানডে টাইমস' (Sunday Times) বিষয়টির প্রেক্ষিত রচনা করেছিলেন এভাবে :

'মিসেস গান্ধীর ব্যবস্থাবলী হচ্ছে রোগীর নাসিকা থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার জন্য মস্তকছেদন করবার মত কাজের সমতুল্য। সত্য ঘটনা তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অবদমনের কাজের ফলে অন্যান্য এশীয় দেশে সব ধরনের স্বাধীনতা অর্জনের কাজ বিঘ্নিত হয়। একনায়কত্বসুলভ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এ ধরনের দমন নীতি অন্যান্য সরকারকে অজুহাত সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়।'

বাইরের চাপ ও সেন্সরশীপ পদ্ধতিকে সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে; আর সে কারণে এগুলোকে সহজেই প্রতিহত করা সম্ভব। আরেক ধরনের সেন্সরশীপ ব্যবস্থা রয়েছে যা আরও বেশী চতুরতা ও কপটতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়; তা হচ্ছে আত্মগত পরীক্ষামুলক ব্যবস্থা। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে

পারে; রাশিয়ায় নির্দিষ্টভাবে কোন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই। মস্কোস্থ বিদেশ সংবাদদাতাদের টেলিফোন ও টেলেক্স সুবিধাদি রয়েছে। এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন সময় প্রশ্ন তোলা হয় না। যেহেতু বিদেশস্থ সোভিয়েট দূতাবাসসমূহে, মস্কোর সংবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে আসা সব প্রকাশিত ও প্রচারিত তথ্যাদি খুবই সতর্কতার সঙ্গে মনিটর করা হয়, সেহেতু এ ধরনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার কোন দরকার পড়ে না। আর এজন্য বস্তুতঃ প্রতিটি বিদেশ সংবাদদাতাকেই মস্কোর কাছে দায়ী থাকতে হয়। এ কাজের জন্য তাঁদের মস্কোর বাইরে যাওয়া অথবা গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের সাক্ষাৎকার নেয়ার ব্যাপারে অনুমতি না দেয়া কিংবা বহিষ্কৃত হবার ঝুঁকিও থাকে। এ পরিস্থিতিতে তাঁদের পক্ষে নিজ থেকে তথ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত হবার কাজে নিবিষ্ট হওয়াটা খুবই বাস্তবসম্মত।

যে-কোন প্রচার সংস্থা বিশেষ করে এর খবর ও চলতি ঘটনাবলী সংক্রান্ত অংশকে সর্বদা প্রবলচাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। এছাড়া নানা ধরনের চাপের কথা উল্লেখ করা যায়, যেমন, গল্‌ফ ক্লাব (Golf Club) থেকে আসা চাপ, "বয়স্করা সেদিনের সেই খবরকে পছন্দ করেননি"··ধরনের চাপ, ব্যবসায়গত চাপ এবং রাজনৈতিক চাপ।

এ সব চাপকে সবসময়ই প্রতিহত করতে হবে। সাংবাদিকরা জানেন যে, বিভিন্ন দিক থেকে একযোগে সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া মানেই তাঁরা পক্ষপাতহীন রয়েছেন বা পক্ষপাতশূন্যভাবে কাজ করছেন।

বেতার কেন্দ্রগুলোকে বিশেষ করে যে-সব স্থানীয় বেতার কেন্দ্র রয়েছে তাদের হতে হবে সম্প্রদায়গত খবরাখবরের মধ্যবিন্দু। কেন্দ্রের ব্যবস্থাপককে, সম্প্রদায়ের কর্মতৎপরতার সঙ্গে জড়িত হ'তে হ'বে যেমনটি কেন্দ্রের বেলায় হওয়া উচিত— তবে এই জড়িত হওয়াটা যেন এমন পর্যায়ে না যায় যেখানে তার বা কেন্দ্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার মত কারণ ঘটে।

বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো থেকেও আরেক ধরনের চাপ আসে। বিজ্ঞাপনদাতারা কোন অবস্থাতেই কখনই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সংবাদের মান সম্পর্কে কিছু বলবেন না। বিজ্ঞাপন-চুক্তির ক্ষতি বা লাভের সঙ্গে কোনভাবেই কোন সংবাদ বুলেটিন বা চলতি ঘটনাবলী সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের তথ্যগত বিষয়ে অবশ্যই কোন সম্পর্ক থাকবে না। কোন কোন দেশে এ পরিস্থিতির খারাপ দিকটি বিশেষ উল্লেখ করবার মত। বিজ্ঞাপনদাতারা আর তাঁদের সংস্থাগুলো সম্পাদকীয় নীতি কি হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে পারছেন এবং দিচ্ছেনও। তাঁরা কখনও কখনও সামগ্রিক কোন অনুষ্ঠান বা প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'বে কি-না, সে ব্যাপারেও দৃঢ়তার সাথে কথা বলেন। সাধারণতঃ মৈত্রীসুলভ দৃষ্টিভংগীর সঙ্গে এসব মতদ্বৈততার সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বাধ্যগতভাবে

কোন সময় কোন কিছু করতে বলেন, তাহলে সেক্ষেত্রে একটিমাত্র জবাব হচ্ছে : (এ পরিস্থিতিতে) প্রচার-সাংবাদিক হিসেবে কি-ভাবে আমি আমার সততা বজায় রাখতে পারি ? সম্পাদকীয়ের ওপর স্বীয় নিয়ন্ত্রণের কাজটি বজায় রাখতে হলে কোন কোন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞাপন চুক্তি বাতিল করতেও হতে পারে।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের ধারা অথবা সংবাদ বুলেটিনের বিষয়গত কারণে বিশেষ কোন দ্রব্য সম্পর্কে ব্যাপক সমালোচনা হওয়ার প্রেক্ষিতে একটি নির্ধারিত বিজ্ঞাপনকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার কাজটা নায্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলে পরিগণিত হয়।

দুঃখজনকভাবে এমন কিছু অস্পষ্ট বা ঘোলাটে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন প্রতিবেদক বা সম্পাদকবৃন্দকে প্রায়ই এককভাবে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অনেক সময় প্রতিবেদক জানেন তথ্যটি কি—কিন্তু কোন বৈধ কারণ-বশতঃ নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য তাঁকে তথ্যটি ধরে রাখতে বলা হল। এটা সাংবাদিকদের তথ্য-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুপ্রচলিত রীতিরই একটি বাস্তবসম্মত অংশ। প্রায়ই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, বক্তৃতার অনুলিপি বা এ ধরনের বিষয় সাংবাদিকদের দেয়া হ'য়ে থাকে। সঙ্গে একটা দৃঢ় সমঝোতা থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে এগুলো জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা হবে না। পেশাগত আচরণবিধির অংশ হিসেবে এসব নিষেধাজ্ঞাকে অবশ্যই সর্বদা মেনে চলতে হবে। যে-ব্যক্তি তথ্যটি দিচ্ছেন শুধু তাঁর জন্যই নয়, নির্দিষ্ট সাংবা-দিকের জন্যও এ'সব নিষেধাজ্ঞা বৈধ ও সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে।

অন্য আরেক ধরনের অনুরোধ আসে যা খুব সতর্কতার সঙ্গে অবশ্যই চিন্তা করে দেখতে হবে। কোন কারণ বশতঃ কোন বিষয় বা তার নির্দিষ্ট কিছু অংশের প্রকাশনা ধরে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন। তথ্যসমূহ অপরাধীদের কাজে আসতে পারে মনে করে পুলিশের পক্ষ থেকে, অপরাধী-দের না ধরা পর্যন্ত প্রায়ই এ'সব তথ্য রাখতে বলা হয়। অপহৃত ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরা প্রায়শঃ অনুরূপ অনুরোধ করে থাকেন।

মানবিক দিক থেকে দেখতে গেলে আমার মতে এ'ধরনের সংবাদের ওপর সেন্সরশীপ (censorship) চালানোর কাজটা রীতিসিদ্ধ। পুলিশের পরিকল্পনার কোন বিবরণ প্রকাশিত হবার দরুন সাংবাদিক, অনেক অহেতুক মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবেন কি না, এ কথাটা সাংবাদিকের বিবেকই বলে দেবে।

নিজ থেকে সেন্সরশীপ (censorship) আরোপের কম সুনির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্র রয়েছে। এখানে যতজন বিরোধী ঠিক ততজনই সমর্থক। ক্ষেত্রটি হচ্ছে নিরা-পত্তার দিক। বৃটেন ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে সম্পাদকরা কতকগুলো

বিষয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবেই আলোচনা করতে চান না। বিষয়গুলো নিরাপত্তা সম্পর্কিত, বিশেষ একটি কমিটি এগুলো নির্ধারণ করেন এবং 'ডি'—নোটিশভুক্ত রূপে উল্লেখের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেন।

এই পর্যায়ে আত্ম-পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাটি সম্প্রসারিত হওয়া উচিত কি-না, এখানেও এ সম্পর্কে বিতর্কের কিছু অবকাশ রয়েছে। এটা অবধারিত সত্য যে, এমন একটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশ লাভ ঘটছে যেখানে সরকার সাংবাদিকদের নিজেদের পক্ষে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পারেন এবং যে-ক্ষেত্রটির প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

বৃটেনে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিবৃন্দ, দু'জন সম্পাদক এবং বিবিসি বেতার ও টেলিভিশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে "ডি"-নোটিশ কমিটি গঠিত হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সরকারের পক্ষে নিরংকুশ সততা থাকলেই কেবল এ'ধরনের একটি পদ্ধতি কার্যকরী হতে পারে। সরকারের জন্য বিব্রতকর ধরনের অপ্রতুল রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ঢাকা দেয়া অথবা খবরকে স্বপক্ষে আনার উপায় হিসেবে "ডি"-নোটিশ পদ্ধতিকে কাজে লাগানো খুবই সহজ। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারের সবসময়ই প্রবণতা থাকে কি করে একটি সুপরিচালিত তথ্য-মাধ্যম পাওয়া যেতে পারে। ফ্লিট ষ্ট্রিট-(Fleet street) এর কার্যপদ্ধতির ওপর তাঁর চমৎকার পুস্তক—প্রেসার অন দ্য প্রেস (Pressure on the press)-এ ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড (Evening Standard)-এর সম্পাদক চার্লস উইনটুর (Charles Wintour), সরকারী গোপনীয়তা আইনকে কাজে লাগানো সরকারের পক্ষে যে কতটা সহজ সে সম্পর্কে একটি নিরুৎসাহজনক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি চ্যাপমান পিঞ্চার (Chapman Pinchar)-এর দেয়া একটি ভাষণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই ভাষণে পিঞ্চার দেখিয়েছেন যে, কাম্বারল্যাণ্ড (Cumberland)-এর উইণ্ডস্কেল-এ (Windscale) যখন বিরাটাকারের আণবিক চুল্লী স্থাপন করা হয়েছিল সে সময় ঠিকমত কংক্রীটের ব্যবহার না হওয়ার ফলে এর প্রধান দেয়ালগুলোতে যে-সব ছিদ্র দেখা দিয়েছিল তা দিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা তাঁর সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করেন এবং এই বলে সাবধান করে দেন যে, ঘটনাটি ডেইলী এক্সপ্রেস (Daily Express)-এ প্রকাশ হয়ে পড়লে সেজন্য তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হবে। আণবিক কারখানাটির দেয়ালগুলো অবশেষে মেরামত করবার পর সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। উইনটুর-এর ভাষায়, "জনসাধারণের পক্ষে বড় রকমের একটি বিব্রতকর ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী গোপনীয়তা-আইনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।"

জোনাথান এইটকেন (Jonathan Aitken) তাঁর "অফিসিয়ালী সিক্রেট' (Officially Secret) বইতে এ'ধরনের আরো কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন :

সংরক্ষিত মাংসের পাত্র যা সম্ভবত দূষিত হয়ে পড়েছে সেগুলো কোথায় আছে, —এটা যেমন সরকারের গোপন বিষয় তদ্রূপ কোন পার্কে ঝড়ে উৎপাটিত বৃক্ষ-রাজির সংখ্যাকেও সরকারের গোপন বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

পুরোপুরি সম্পাদকীয় স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে-কোন ধরনের হস্ত-ক্ষেপের প্রতি অবশ্যই সম্পাদকদের সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রেখে যেতে হ'বে।

বিশেষ বিশেষ শব্দ-তালিকা

(GLOSSARY)

এ্যাকুস্টিক স্ক্রীন (Acoustic Screen) : শত গ্রহণের ক্ষমতাসহ একটি চলমান পর্দা। স্টুডিও-উদ্ভূত ধ্বনির সংশোধনের উদ্দেশ্যে (পর্দার) উপরিভাগে থাকে প্রতিফলন ঘটানোর ব্যবস্থা। পর্দার একটি দিক অমসৃণ—সাধারণতঃ এর কাজ হয় শব্দ শোষকের ; অন্য দিকটি উজ্জ্বল—প্রতিফলন-ক্রিয়া সম্বলিত।

এ্যাকুস্টিক্স (Acoustics) : শব্দ বিজ্ঞান, যার মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গ কাজ করে।

এ্যাকচুয়ালিটি (Actuality) : সাক্ষাৎকার, আসল শব্দ বা মৌলিক শব্দের মত ঘটনা-উদ্ভূত শব্দাবলীর সরাসরি প্রচার ব্যবস্থা।

এ্যাড (Add) : বিষয়ের মধ্যে যোগ-সাধনের কাজ।

এ্যাড-লিব (Adlib) : অলিখিত মন্তব্য।

এ্যাট্মস্ফেয়ার (Atmosphere) : পশ্চাদভূমি থেকে আসা সঙ্গীত বা চিৎকার শব্দ। বহির্ভাগে কৌশলগত উপায়ে সংস্থাপিত বিশেষ একটি স্বর-বিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় সময়ই এই পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। (বহির্দেশীয় প্রচারের সময়ই এর ব্যবহার হয়ে থাকে)।

ব্যাক-টাইমিং (Back timing) : সমাপ্তপ্রায় বিষয়ের ক্ষেত্রে অথবা বুলেটিনের সন্নিবেশযোগ্য অংশে কিংবা অনুষ্ঠানের বেলায় সময় নির্ধারণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে পুরো অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা।

ব্যাস-কাট (Bass cut) : নিম্ন পর্যায়ের শব্দাবলী বাদ দেয়ার জন্যে স্বর-বিবর্ধক যন্ত্র, ধারণযন্ত্র ইত্যাদিতে সংস্থাপিত ব্যবস্থা।

বিলবোর্ড (Bill board) : (১) বার্তা সংস্থাগুলো পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে ধরনের বিষয়াবলী পাঠাবে—সে সম্পর্কিত তথ্য (সাধারণতঃ টেলেক্সের মাধ্যমে পাঠানো হয়)। (২) অনুষ্ঠান বা বুলেটিনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আভাষদানের ব্যাপারে কোন বুলেটিনের জন্য শিরোনাম বা খবর সংক্রান্ত কার্যক্রম।

ব্ল্যাক (Black) : কার্বন অনুলিপি।

বুমি (Boomy) : নিম্নপর্যায়ের ব্যাপকতর শব্দতরঙ্গ যা কোন স্নানাগার থেকে আসছে বলে ধারণা জন্মে।

ব্রডকাস্ট (Broadcast) : (ক্রিয়া)—তড়িৎ চুম্বকের সাহায্যে শব্দাবলী বিকীর্ণ-করণ ; স্বরবিবর্ধক যন্ত্রের সামনে বসে সরাসরি কথা বলা। বিশেষ্য—শব্দ চালান।

কল-সাইন (Call Sign) : বর্ণ ও সংখ্যার সম্মিলন যার সাহায্যে কোন বেতার কেন্দ্র বা কোন ফ্রিকোয়েন্সীকে (frequency) বুঝতে পারা যায়।

কার্ট্রিজ (Cartridge) : স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সঙ্গেই সংস্থাপিত রেকর্ড করবার টেপ, যা স্বীয় অবস্থান থেকে বিশেষ প্লেব্যাক-যন্ত্রে সরে যায়। এর জন্যে ফিতে জড়ানোর কোন বস্তুর দরকার পড়ে না।

চ্যানেল (Channel) : রেকর্ডিং চ্যানেলের অনুরূপ। (দেখুন)

চায়নাগ্রাফ পেন্সিল (Chinagraph pencil) : মোম-নির্মিত নরম পেন্সিল, যার সাহায্যে সম্পাদনার কাজে টেপ-এর উপরিভাগে চিহ্ন দেয়া যায়।

সার্কিট (Circuit) : দুটো প্রান্তের মাঝে যোগাযোগ সূত্র।

ক্লোজড্ সার্কিট (Closed Circuit) : কোন কিছু পরীক্ষা করা বা শোনার ব্যবস্থা যা প্রচারের কাজে লাগে না।

ফিড-ব্যাক সার্কিট (Feed back Circuit) : এই ব্যবস্থা, অনুষ্ঠানকে অন্য কোথাও শোনার কাজকে সক্ষম করে তোলে (সাধারণতঃ সংকেত হিসেবে গণ্য হয়)।

টক-ব্যাক সার্কিট (Talk-back Circuit) : অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে কোন স্টুডিও বা বাইরের কোন সূত্রকে কথিত নির্দেশ দানে সাহায্য করে।

টু-ওয়ে সার্কিট (Two-way Circuit) : একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক কেন্দ্র থেকে (সাক্ষাৎকারের জন্য) প্রসারিত কাজের ধারাকে সহজতর করে।

ক্লিন-সাউণ্ড (Clean sound) : সঙ্গে কোন মন্তব্য ছাড়াই কোন ঘটনা-সঞ্জাত চিৎকার শব্দ বা সঙ্গীত।

কমেণ্টারী (Commentary) : (১) ঘটমান কোন ঘটনার মৌখিক বর্ণনা, (২) সংবাদের কোন বিষয় সম্পর্কিত পরিস্থিতি বা কোন ঘটনার বর্ণনা (৩) কোন ঘটনার ওপর মন্তব্য প্রকাশ।

কমেণ্টেটর (Commentator) : (১) ঘটমান ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনাদানকারী লোক, (২) কোন ঘটনা ঘটে যাবার পর যে-ব্যক্তি সেই ঘটনার বর্ণনা দেন, (৩) যে ব্যক্তি কোন ঘটনা বা খবর সংক্রান্ত বিষয়ের ওপরে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বিবেচিত মতামত দান করেন।

কম্‌প্রেসর (Compressor) : ট্রান্সমিটার বা প্রেরক যন্ত্রকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর যন্ত্র।

কন্টিনিউয়িটি (Continuity) : (১) শৃংখলার মধ্যে দিয়ে এক অনুষ্ঠান থেকে আরেক অনুষ্ঠানে উত্তরণ, (২) এক অনুষ্ঠান থেকে পরবর্তী অনুষ্ঠানের মাঝের বিরতি পূরণের কাজে ব্যবহৃত ঘোষণাসমূহ বা বিরতিকালীন বিষয়।

কন্ট্রোল লাইন (Control line) : অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে দেয় নির্দেশের জন্য হু'টো প্রান্তকে একত্র করবার কাজে সাহায্য করে।

কপি (Copy) : টাইপ করা খবর।

কপিরাইট (Copyright) : কোন গ্রন্থকার, সুরকার, ছবি আঁকিয়ে বা তার নিয়োজিত কারো তাঁর কাজকে প্রকাশ, অনুষ্ঠান সংগঠন ইত্যাদির ব্যাপারে হস্তান্তর বা বিক্রয় করবার একচ্ছত্র অধিকার।

কপি-টেষ্টার (Copy-taster) : টেলিপ্রিন্টার বা অন্যসূত্র থেকে বার্তা বিভাগে যে-সব খবর পেঁছে সেগুলো বার্তাকক্ষে প্রথম যে-ব্যক্তি পড়েন তাঁকেই কপি-টেষ্টার বলা হয়। এঁর প্রধান কাজ হচ্ছে সংবাদ-সংক্রান্ত আগত বিপুল পরিমাণ বিষয়াদি থেকে এমন সব নিধানে করা যা, তাঁর মতে, বার্তা-সম্পাদকের কাজে আসবে।

ক্রস-ফেড (Cross fade) : এক অনুষ্ঠান থেকে আরেক অনুষ্ঠানের মাঝে ধীরে ধীরে বিলীন হ'য়ে যাওয়া (অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি বা সঙ্গীতাংশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)।

কিউ (Cue) : (১) কোন স্টুডিও বা অন্য অনুষ্ঠান সূত্রের ক্ষেত্রে আরম্ভ বা শেষ করার ব্যাপারে পূর্ব হ'তে আয়োজিত সংকেত। অঙ্গভঙ্গী, আলো, শব্দ বা সঙ্গীতও হতে পারে। (২) সরাসরি বা রেকর্ডকৃত, কোন আসল-ঘটনার সূচনা বা প্রথম বাক্য।

কাট (Cut) : (১) লিখিত বিষয় থেকে কোন শব্দ বা অংশ বাদ দেয়া। (২) প্রকৃতপক্ষে যেখানে শেষ হয়ে যাবার কথা তার আগেই আসল ঘটনাজাত বিষয় অথবা সঙ্গীতের সমাপ্তি টেনে দেয়া।

ডায়রী (Diary) : আসন্ন সম্মেলনসমূহ, ঘটনাবলী ইত্যাদি—বার্তাকক্ষ যে-সবের ওপর কাজ করবে—সেসবের তালিকা।

ডেড্‌-এয়ার (Dead air) : ভ্রান্তির কারণে প্রচারের সময় যে-নীরবতা দেখা দেয়।

ডকুমেন্টারী (Documentary) : দেয় কোন বিষয়কে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বের করার চেষ্টায় বিষয়টি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান।

ডাব (Dub) : কোথাও ইতিমধ্যে ধারণ করা হয়েছে এমন শব্দকে টেপ-এ তুলে একটি অনুলিপি তৈরী করা।

ইকো (Echo) : কিছু সময়ান্তরে কোন শব্দকে হয় কৃত্রিম উপায়ে নতুবা শব্দের প্রতিফলন যোগে পুনঃধ্বনিত করা।

এডিটিং (Editing) : প্রচারের লক্ষ্যে বিষয়ের কাটছাঁট, পুনর্বিন্যাস, উপযোগী ও বাছাই করার পদ্ধতি।

ইরেজ হেড (Erase head) : টেপ-রেকর্ডারের এমন অংশ, যা টেপকে পরিচ্ছন্ন ও চৌম্বক শক্তিহীন করে।

ফেড (Fade) : কোন অনুষ্ঠান পরিচালন-যন্ত্রের ক্ষেত্রে (স্বর-বিবর্ধক যন্ত্র, টেপ ইত্যাদি) স্বরের মাত্রাকে কমানো বা বাড়ানো সংক্রান্ত নির্দেশ।

ফেডার (Fader) : যে-সরঞ্জামের সাহায্যে অনুষ্ঠান পরিচালন যন্ত্রকে চালু বা নিষ্ক্রীয় রাখা হয়।

ফেয়ার ডিলিং (Fair dealing) : সূত্র স্বীকার সাপেক্ষে গবেষণা, সমালোচনা, পর্যালোচনা অথবা সার সংক্ষেপ করণের কাজে কিছু সীমাবদ্ধতার মাঝে গ্রন্থস্বত্ব সম্পর্কিত তথ্যাদির ব্যবহার।

ফীচার (Feature) : (প্রামাণ্য বিষয় ইত্যাদি) কতিপয় কৌশল অবলম্বনে দেয় কোন তথ্য অথবা বিষয়ের ওপর রচিত ও উপস্থাপিত অনুষ্ঠান।

ফীড-ব্যাক (Feed-back) : (১) অনুষ্ঠান পরিচালন যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন, অন্য কোথাও হতে সূত্রপাত হওয়া অনুষ্ঠান যে-সার্কিটের সাহায্যে শুনতে পান। (২) একটি চ্যানেলের আউটপুট (output) ও input-এর মধ্যেকার অনিচ্ছাকৃত কাজকর্ম যার দরুন গোলমালের উদ্ভব হয়।

ফ্ল্যাশ (Flash) : এমনই গুরুত্বপুর্ণ গরম খবর যা তৎক্ষণাৎ প্রচার করা হয়, তবে সংক্ষেপে। কেবল প্রয়োজনীয় ও আশু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই দেয়া হয়।

ফ্ল্যাফ (Flaff) : অনুষ্ঠান চলাকালীন মৌলিক ভ্রান্তি যেমন ভুল উচ্চারণ।

ফিউচার ফাইল (Future file) : আগত ঘটনাবলীর ফাইল—যাকে মাসের বিভিন্ন দিবস পর্যায়ে ভাগ করে দেয়া হয়।

হ্যাণ্ড আউট (Hand out) : কোন ঘটনার (ছাপানো সংবাদ-বিজ্ঞপ্তির) অবাধ অনুলিপি—সাধারণতঃ কোন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনী অথবা প্রচার বিভাগ যা সরবরাহ করে থাকে। এ সবকে অবিসংবাদিতভাবে সুসংবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

হার্ডনিউজ (Hard news) : বর্তমান সময়ের বিরাট গুরুত্বসম্পন্ন চলতি ঘটনাবলী সংক্রান্ত বিবরণী।

হেড্‌লাইন্‌স (Head lines) : কোন সংবাদ বুলেটিনের আগে বা পরের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। এতে খবরের পূর্বাভাষ কিংবা সংক্ষিপ্তসার দেয়া হয়।

হাউল ব্যাক (Howl back) : একটি চ্যানেলের আউটপুট ও ইন্‌পুটের মধ্যেকার পারস্পরিক-ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট উচ্চশব্দ। (উদাহরণ : একটি স্বর-বিবর্ধক যন্ত্র ও মনিটর স্পীকার উভয়কেই যখন চালু করা হয় এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে আনা হয়। ফোনের সাহায্যে বিষয়াদি গ্রহণ সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের মাঝে, যে-ব্যক্তি কথা বলছেন, তিনি যদি তাঁর বেতার যন্ত্রকে খুব জোরে চালিয়ে থাকেন তাহলেও এটা হ'তে পারে)।

ইন্‌কিউ (In cue) : টেপ-এর ওপরে চিহ্নিত স্থান যেখান থেকে বিষয়ের সূচনা হয়।

ইন্‌সার্ট (Insert) : কোন সংবাদ বুলেটিনের অংশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় অথবা ঘটনাকে বুলেটিনের মাঝে সন্নিবেশ করা। (সরাসরি প্রচারিত অনুষ্ঠানের একটি ধারণকৃত বিষয়; কোন বুলেটিনে অথবা অনুষ্ঠানের মাঝে দেয়ার জন্যে স্টুডিও বা বাইরের কোন সূত্র থেকে পাওয়া সরাসরি সন্নিবেশযোগ্য অংশ)।

লীড (Lead) : (১) কোন বিষয়ের সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করা ('নতুন প্রারম্ভ'), (২) কোন খবর সংক্রান্ত বিষয়ের প্রথম বাক্য।

লিড-ষ্টোরী (Lead story) : কোন বুলেটিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের বিষয় (বা অংশ)।

লেভেল (Level) : উপস্থাপকের কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মাত্রা নিরূপণের ব্যাপারে প্রকৌশলীদের নেয়া পরীক্ষা। এই পরীক্ষাকাজ কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত সব সন্নিবেশ ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

লাইন আপ (Line up) : একই শব্দ-সূত্র থেকে একই রকমের রিডিং পাওয়ার উদ্দেশ্যে সব অনুষ্ঠান পিক্‌ মিটার পি. পি. এম (P. P. M.) অথবা ভি. ইউ. মিটার (V. U.) এর সমন্বয়-সাধন। এই কাজটি স্টুডিও থেকে ট্রান্সমিশন চলাকালীন ট্রান্সমিটার অথবা স্টুডিও থেকে কোন রেকর্ডিং এলাকা বা রেকর্ডিং-যন্ত্রের বেলায় করা যেতে পারে। সমন্বয়-সাধনের কাজটি স্বভাবতঃ করা হয়, মীটারের গায়ে আগে থেকে নির্ধারিত স্থানে Tone-কে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবার মধ্যে দিয়ে, (Tone হচ্ছে কারেন্টের একটি মানসম্মত শক্তিরূপ)। ক্ষুদ্রাকৃতির নিয়ন্ত্রণ মিটারের সাহায্যে টেপ-যন্ত্রাদি হ'তে পাওয়া কাজকে একই ধারায় আনার বিষয়টি

সহজতর করার লক্ষ্যে প্রতিটি টেপের শুরুতেই স্বরের আকস্মিক উচ্চমাত্রাকেও ধারণ করা হয়।

লাইভ (Live): (১) কাজটি একই সঙ্গে সম্পাদিত ও প্রচারিত হওয়া।
(২) একটি স্টুডিও বা হলঘরের স্বর বা শ্রবণের কাজে লাগা যন্ত্রপাতি।
(৩) কার্যরত অবস্থায় রয়েছে এমন স্বরবিবর্ধক যন্ত্র।
(৪) মৃত্যু ঘটাতে বা আহত করতে যথেষ্ট সক্ষম এ রকম ভোল্টেজ (voltage) বহনকারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম।

মাইক্রোফোন (Microphone) চলতি ভাষায়—মাইক : একটি যন্ত্র যার সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গগুলিকে একইরকমের শ্রবণ—ফ্রিকোয়েন্সীর তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করা হয়।

এ্যাপ্‌ল এ্যাণ্ড বিস্কিট (Apple and Biscuit): এক ধরনের সর্বব্যাপী স্বর বিবর্ধক যন্ত্র। এর আকারের জন্য এ নামে অভিহিত করা হয়।

এ্যাটমস্‌ফেয়ার মাইক্রোফোন (Atmosphere Microphone): ঘটনা থেকে উদ্ভূত প্রকৃত শব্দ ধারণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

কারডিওয়েড্‌ (Cardioid): যে মাইক্রোফোন হৃৎপিণ্ডাকার স্থানের ভেতরকার শব্দ ধারণ করে।

কন্‌ডেনসার (Condenser): কন্‌ডেনসার বা ধারক যন্ত্র দ্বারা শব্দকে তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তর করার সরঞ্জাম (যন্ত্রটি হাতে ধ'রে রাখার উপযোগী নয়)।

ক্রস্টাল (Crystal): এমন একটি যন্ত্র যেখানে শব্দতরঙ্গ কোয়ার্টস ক্রস্টালে সজোরে ঘুরিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে।

ডেস্ক (Desk): টেবিলের ওপরে সংস্থাপন-উদ্দেশ্যে একটি খুঁটির সঙ্গে যাকে যোগ করা হয়।

ডায়নামিক (Dynamic): একটি চুম্বকক্ষেত্রের কন্‌ডাক্টরের গতিশীলতা থেকে শব্দগুলি একই ধরনের বৈদ্যুতিক-প্রবাহে রূপান্তরিত হয়।

ল্যানিয়ার্ড (Lanyard): ঘাড়ে ঝোলানো থাকা সহজে বহনযোগ্যবস্তু।

লিপ (Lip): পশ্চাদভূমির বাহ্যিক হৈচৈ রোধ করবার উদ্দেশ্যে তৈরী মুখের সঙ্গে সংস্পর্শযুক্ত এক প্রকার রিবন-স্বর বিবর্ধক যন্ত্র।

রিবন (Ribbon): এমন একটি স্বরবিবর্ধক যন্ত্র যাতে ডায়াফ্রাম (Diaphragm) এবং কনডাক্টর একই কাজ করে এবং একই ধাতুর পাত একটি চুম্বকের দুই প্রান্তে ঝোলানো অবস্থায় থাকে। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশক।

মিক্‌ছার (Mixer): অনুষ্ঠান বিষয়ক বিভিন্ন বস্তুকে আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহার করা বা না করার যন্ত্রবিশেষ।

মনিটর (Monitor) : (১) ট্রান্সমিশনের কারিগরী মান পরীক্ষা, (২) প্রচারের অনুষ্ঠানগত-তথ্যাদির ব্যাপারে বিবরণী শোনা।

মন্‌টেজ (Montage) : বিভিন্ন শব্দের সম্মিলন অথবা কোন হৃদয়গ্রাহ্য অনুক্রম।

মুভ (Move) : টেলিপ্রিণ্টারের সাহায্যে অনুলিপি-প্রেরণ।

মিউজিক লাইন (Music Line) : কোন অনুষ্ঠান বা সঙ্গীত বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রবণ অনুক্রমের পূর্ণ দূরত্ব বহনক্ষম উচ্চমান সম্পন্ন পরিসর বা সার্কিট।

ন্যারেটর (Narrator) : অনুষ্ঠানে বর্ণনাগত বিষয় সরবরাহকারী ব্যক্তি অথবা অনুষ্ঠানে বিষয়ের বর্ণনাকারী।

নীড্‌ল টাইম (Needle time) : কোন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান-উপস্থাপনা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সব ধরনের বাণিজ্যিক গ্রামোফোন রেকর্ড সংক্রান্ত সার্বিক সময়-সীমা। বৃটেনে রেকর্ড কোম্পানীগুলোর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এই বস্তুর ব্যবহারের জন্য একবারে কিছু অর্থ পরিশোধ করা হয়। কাজেই, কোন রেকর্ড অথবা এর অংশবিশেষের ক্ষেত্রে মিনিট ও সেকেণ্ড হিসেবে ধরে সময় নির্ধারণ করার কাজটি অপরিহার্য। চুক্তি মোতাবেক যেকোন দিন ধারণকৃত বিষয়ে সামান্য সময় মাত্র দেয়া যেতে পারে। তবে ধারণযোগ্য বিষয়ের কতকগুলো শ্রেণীভেদ রয়েছে—যা মোট নীড্‌ল টাইমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। যেমন মঞ্চ থেকে পরিবেশিত গান, পর্দার পরিবেশনা, সাউণ্ড-ট্র্যাক রেকর্ডিং ইত্যাদি।

নেটওয়ার্ক (Network) : একই খবর বা অনুষ্ঠান গ্রহণকারী কিছু কেন্দ্রের একটি সমষ্টি।

নেটওয়ার্ক কিউ (Network Cue) : মাননিরূপিত পদ্ধতি (যেমন সময়)। নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে ট্রান্সমিটার সহযোগে কার্যক্রম চালু করার ব্যাপারে যা সংকেত দেয়।

নয়েজ (Noise) : রেকর্ডিং ও ট্রান্সমিশনের বেলায় পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে অনাকাংক্ষিত শব্দে পরিণত হওয়া বৈদ্যুতিক শক্তিবিশেষ।

ওবি (O.B.) : বাহির প্রচার-ব্যবস্থা ; স্টুডিওর বাইরে থেকে যে-প্রচার কাজের উদ্ভব হয়।

অফ্‌মাইক (Off Mike) : স্বরবিবর্ধক যন্ত্রের অনুভূতিশীল গাত্র হ'তে বাইরে ছড়িয়ে পড়া শব্দ। এই শব্দ দূরবর্তী স্পীকারের ধারণা দেয়।

অপ্‌শনাল (Optional) : খবরের বিষয় কম পড়ে গেলে, বুলেটিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একটি (বা কতকগুলো) সংক্ষিপ্ত বিষয়।

আউট কিউ (Out Cue) : সন্নিবেশিত অংশ বা অনুষ্ঠানের শেষ শব্দাবলী।

আউট সাইড সোর্স (Outside source) : স্টুডিওর বাইরের কোন ঘটনা থেকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে আসা কোন লাইন।

ওভার রান (Over run) : নির্ধারিত অনুষ্ঠান-সময়কে অতিক্রম করা।

পি এ্যাজ বি (P as B) : যেভাবে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় ঠিক তদনুরূপ। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি, শিল্পী, স্বত্বাধিকারী ইত্যাদিকে পরিশোধ্য অর্থসংক্রান্ত সব তথ্য সম্বলিত "অনুষ্ঠান ঠিক যেমন ভাবে প্রচারিত হয়"—সে-বিষয়ের একটি লিখিত তথ্য। প্রচারের চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই তথ্য সংকলন করতে হয়।

প্যানেল (Panel) : কোন স্টুডিও-নিয়ন্ত্রণ প্যানেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ।

প্যাচ (Patch) : সরাসরি অথবা প্যাচবোর্ডের (Patch board) মাধ্যমে দু'খণ্ড বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মধ্যেকার একটি সংযোগ ব্যবস্থা।

পিক প্রোগ্রাম মিটার (Peak Programme Meter, P P M) : বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অধীনে কোন অনুষ্ঠানের (স্বর)-মাত্রার সর্বোচ্চ-সীমা নির্ধারণের একটি যন্ত্র।

প্লেব্যাক (Play back) : ধারণকৃত অনুষ্ঠান (বা তার অংশবিশেষ)-কে ক্লোজড্-সার্কিটে পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা।

প্লাগ (Plug) : একটি অবাধ বিজ্ঞাপন।

পুল (Pool) : একটি বিশেষভাবে বড়, কঠিন ও ব্যয়সাধ্য বিষয়কে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী বার্তা সংস্থাগুলোর সম্মিলন।

পট (Pot) : পোটেনশিওমিটার (Potentiometer) ; (স্বর)-মাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী মুখপাত বা যন্ত্র।

প্রি-রেকর্ড (Pre-record) : কোন অনুষ্ঠান প্রথম প্রচারের আগে ধারণ করা।

প্রেজেন্টেশন (Presentation) : (১) ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং অনুষ্ঠান-গুলোকে একত্রে যোগ করতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অনুক্রমে বা কোন অনুষ্ঠানের মাঝেই প্রচারযোগ্য ঘোষণাবলী। (২) কেন্দ্রের সাধারণ বা স্বাভাবিক শব্দ।

প্রিন্টার্স (Printers) : টেলিপ্রিন্টার্স (টেপ, দেখুন)

প্রোডিউসার (Producer) : এমন এক ব্যক্তি যাঁর ওপর শেষাবধি কোন অনুষ্ঠানের স্পষ্টতা এবং আকর্ষণীয়তা নির্ভর করে। তিনি লিখিত বিষয়কে প্রচারের ধারায় নেওয়ার কাজে, লেখক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মাঝে যোগসাধনের ব্যপারে. গ্রন্থ-স্বত্ব মুক্ত করা, স্টুডিও নির্ধারণ করা, শিল্পী ও অংশগ্রহণকারীদের ব্যবস্থা করা এবং মহড়ার নির্দেশ দানে, প্রচার অথবা ধারণ করার কাজে দায়িত্ববান ব্যক্তি।

রিজ্ন্যাব্ল এক্সট্রাক্ট (Reasonable Extract) : প্রকাশিত গ্রন্থস্বত্ব সম্পর্কিত কাজ থেকে উদ্ধৃতাংশ। পুরো কাজের তুলনায় সীমিত দৈর্ঘ্যের কারণে গ্রন্থ-স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়াই যা কোন লোক পাঠ করতে বা আবৃত্তি করতে পারেন।

রেকর্ড (Record) : (বিশেষ্য-Noun):-জনসাধারণে্য বিক্রির জন্যে তৈরী গ্রাম-ফোন রেকর্ড।
(ক্রিয়া-Verb) : রেকর্ড, টেপ বা অন্য কোন সরঞ্জামে শব্দকে ধারণ করা।

রেকর্ডিং হেড (Recording Head) : টেপ-রেকর্ডারের অংশবিশেষ যা টেপ-এ শব্দকে গ্রথিত করে।

রিলে (Relay) : লাইনে বা বেতারের সাহায্যে পাওয়া অনুষ্ঠানের কোন প্রচার বিষয়কে এক বা একাধিক কেন্দ্র কর্তৃক প্রসারিত করা বা বহন করা।

রিপ্রোডিউসিং হেড (Reproducing Head) : টেপ-রেকর্ডারের অংশ যা টেপ-এ গ্রথিত বিষয়কে শব্দময় করে তোলার কাজে পুনঃ পরিবর্তিত হয়।

রিপ এন্ রেড (Rip N' Read) : টেলিপ্রিণ্টার থেকে ছিঁড়ে নেয়া একটি সংবাদ-সংক্ষেপ যা পুনঃ লিখন ছাড়াই পাঠ করা হয়।

আর. ও. টি. (R. O. T.) : ট্রান্সমিশনের বাইরে (কোন কিছু) রেকর্ড করা। সরাসরি কোন বিষয় বা অনুষ্ঠানকে ধারণ করা হয়—যা হয় সংরক্ষিত থাকে নতুবা পরে পুনঃ প্রচারের কাজে আসে।

রানিং অর্ডার (Running Order) : কোন অনুষ্ঠানভুক্ত বিষয়াবলীর কোন্‌টির পরে কোন্‌টি প্রচারিত হবে সে সম্পর্কিত নিয়ম (ক্রমবিন্যাস)।

রানিং ষ্টোরি (Running Story) : ক্রমাগত আগ্রহের কোন বিষয় যা সময়ের আবর্তে ঘটে চলেছে।

এস্. বি (S. B) : একযোগে প্রচার, দুই বা ততোধিক অনুষ্ঠানে একই প্রচার বিষয়ের (সঙ্গীতানুষ্ঠান, বক্তৃতা-বিবৃতি) একযোগে স্থান লাভ।

স্কুপ (Scoop) : ব্যাপক গুরুত্বসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ কোন বিষয়।

স্ক্রীপ্ট (Script) : একটি অনুষ্ঠানের মুল বিষয়।

সিগ্‌টিউন (Sig Tune) : সিগ্‌নাচার টিউন : একটি বুলেটিন বা অনুষ্ঠানের শুরুতে যে সঙ্গীতের ধারা বাজানো হয় এবং যা শ্রোতার মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে।

স্লাগ (Slug) : খবরের কোন বিষয়কে বাছাই করার ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্প্লাইস্ (Splice) : দুটো টেপকে জোড়া দেয়া।

স্ট্রিঙ্গার (Stringer) : সখের সংবাদদাতা : কাজের পরিমাণ হিসাবে যাঁকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়।

টেইল (Tail) : বুলেটিনের শেষভাগে পুনরায় সংবাদ সংক্ষেপ পড়ার (বা সংবাদ সংক্ষেপ বিস্তৃত করার) ক্ষেত্রে বি. বি. সি অনুসৃত রীতি।

টেপ (Tape) : (১) শব্দধারণ করার জন্য চুম্বকবস্তু সম্বলিত রিবন।
(২) চৌম্বক-শক্তি সম্পন্ন টেপ-এ কোন ধারণকৃত বিষয়।
(৩) টেলিপ্রিন্টারের সাহায্যে বার্তাকক্ষে আসা খবরের বিষয়াদি। কোন কোন সময় এগুলোকে "ওয়্যার কপি"ও (Wire Copy) বলা হয়।

টেপ এ্যাটেন্‌ডেন্ট (Tape Attendant) : টেলিপ্রিন্টার থেকে টেপ বা "ওয়্যার কপি" ছিঁড়ে নিয়ে যে ব্যক্তি অনুলিপি-পরীক্ষকের কাছে পেঁৗছে দেন।

টেপ এডিটিং (Tape Editing) : প্রচারের কাজে অপ্রয়োজনীয় ধারণকৃত বিষয়কে বাদ দেয়া।

টেপ রেকর্ডার (Tape Recorder) : চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন টেপ-এ শব্দ ধারণ করার যন্ত্র।

ট্রান্স্‌ক্রিপ্‌শন (Transcription) : (১) স্থায়ীভাবে সম্পাদিত কোন অনুষ্ঠানের হুবহু লিখিত বিষয়কে কোন প্রচার সংস্থার দ্বারা অপর কোন প্রচার সংস্থার কাছে পুনরায় প্রচারের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা।
(২) কোন প্রচার সংস্থা কর্তৃক অপর প্রচার সংস্থার কাছে পুনরায় প্রচারের জন্য পাঠানো স্থায়ীভাবে তৈরী কোন ধারণকৃত অনুষ্ঠান।

ট্রান্সমিশন লেআউট (Transmission Layout) : প্রযোজনা ও প্রায়োগিক বা কারিগরী বিভাগের কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য কোন অনুষ্ঠান বিষয়ক টাইপ করা নির্দেশ (পুস্তিকা)।

আণ্ডার রান (Under run) : নির্ধারিত সময়ের পুর্বেই কোন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি।

আপ্‌ডেট (Up date) : নতুন নতুন ঘটনা সম্বলিত কোন বিষয়ের নতুন বিবরণ।

ভয়েস রিপোর্ট (Voice report) : স্টুডিও, টেলিফোন অথবা সার্কিটের মাধ্যমে কোন সংবাদদাতার নিজের কণ্ঠে পাঠানো বিবরণী।